নামায পড়াইতে পারিবেন না। কিন্তু তিনি পূর্বকথার পুনরাবৃত্তি করিলেন। সকলে তাঁহাকে একই জবাব দিল। তিনি তৃতীয়বার আবার বলিলেন, এবং বলিলেন, 'তোমরা তো ইউসুফ (আঃ)কে প্রবঞ্চনাকারীনিদের মত। আবু বকরকে বল, যেন লোকদের নামায পড়াইয়া দেয়।' হযরত আবু বকর (রাঃ) গেলেন, অতঃপর নবী করীম (সঃ)ও কিছুটা সুস্থবোধ করিয়া দুইজনের কাঁধে ভর করিয়া বাহির হইলেন। আমি যেন এখনও দেখিতে পাইতেছি যে, অসুস্থতার দরুণ তাঁহার পদদ্বয় (মাটিতে) রেখা টানিয়া যাইতেছে। হযরত আবু বকর (রাঃ) পিছনে সরিয়া আসিতে চাহিলেন, কিন্তু রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম ইঙ্গিতে তাহাকে নিজের জায়গায় থাকিতে বলিলেন এবং তাঁহাকে তথায় লইয়া যাওয়া হইলে তিনি তাহার পাশে বসিলেন।

অপর এক রেওয়ায়াতে বর্ণিত হইয়াছে যে, হযরত আয়েশা (রাঃ) বলেন, 'আমি রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের প্রতিউত্তরে উক্ত কথা এইজন্য বলিয়াছিলাম যে, আমার আশঙ্কা হইতেছিল যে, লোকজন আবু বকর (রাঃ)কে অশুভ মনে করিবে। কারণ আমার ধারণা ছিল, যে কেহ রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের জায়গায় দাঁড়াইবে লোকেরা তাহাকে অবশ্যই অশুভ মনে করিবে। সুতরাং আমি চাহিতেছিলাম, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম আবু বকরকে বাদ দিয়া অন্য কাহারো কথা বলুন।'

অন্য রেওয়ায়াতে বর্ণিত আছে যে, হযরত আয়েশা (রাঃ) বলেন, 'আমি বলিলাম, ইয়া রাসূলাল্লাহ, আবু বকর কোমলপ্রাণ মানুষ। তিনি যখন কুরআন পড়িবেন কান্না থামাইতে পারিবেন না। যদি আবু বকর ব্যতীত অন্য কাহারো সম্পর্কে হুকুম করেন। হযরত আয়েশা (রাঃ) বলেন, খোদার কসম, আমি এই ভয়েই এইকথা বলিয়াছিলাম যে, যে কেহ রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের জায়গায় প্রথম দাঁড়াইবে লোকেরা তাহাকে অশুভ মনে করিবে। তিনি বলেন, আমি দুইবার অথবা তিনবার এইরূপ প্রতিউত্তর করিলে রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলিলেন, আবু বকর যেন লোকদের নামায পড়ায়। তোমরা তো ইউসুফ (আঃ)কে প্রবঞ্চনাকারিনী মেয়েদের মত। (বুখারী)

ওবায়দুল্লাহ ইবনে আবদুল্লাহ (রহঃ) বলেন, আমি হযরত আয়েশা (রাঃ)এর নিকট যাইয়া বলিলাম, 'আপনি আমার নিকট রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের অসুস্থতার ঘটনা বর্ণনা করিবেন কি?' তিনি বলিলেন, হাঁ। রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের অসুস্থতা বাড়িয়া গেলে তিনি বলিলেন, 'লোকজন নামায পড়িয়াছে কি?' আমরা বলিলাম, 'না, ইয়া রাসূলাল্লাহ, তাহারা আপনার জন্য অপেক্ষা করিতেছে।' তিনি বলিলেন, 'আমার জন্য বড় পাত্রে পানি রাখ।' আমরা রাখিলাম। তিনি গোসল করিলেন। অতঃপর তিনি উঠিতে যাইয়া অজ্ঞান হইয়া পড়িয়া গেলেন। জ্ঞান ফিরিলে বলিলেন, 'লোকজন নামায পড়িয়াছে কি?' আমরা বলিলাম, 'না, তাহারা আপনার জন্য অপেক্ষা করিতেছে, ইয়া রাসূলাল্লাহ।' তিনি বলিলেন, 'আমার জন্য বড় পাত্রে পানি রাখ।' আমরা রাখিলাম। তিনি গোসল করিলেন। তারপর উঠিতে যাইয়া আবার অজ্ঞান হইয়া পড়িয়া গেলেন। জ্ঞান ফিরিলে বলিলেন, 'লোকজন নামায পড়িয়াছে কি?' আমরা বলিলাম, 'না, তাহারা আপনার জন্য অপেক্ষা করিতেছে, ইয়া রাসূলাল্লাহ।' তিনি বলিলেন, 'আমার জন্য বড় পাত্রে পানি রাখ।' আমরা রাখিলাম। তিনি গোসল করিলেন। তারপর উঠিতে যাইয়া এইবারও অজ্ঞান হইয়া পড়িয়া গেলেন। জ্ঞান ফিরিলে জিজ্ঞাসা করিলেন, 'লোকজন নামায পড়িয়াছে কি?' আমরা বলিলাম, 'না, তাহারা আপনার জন্য অপেক্ষা করিতেছে ইয়া রাসূলাল্লাহ।' হযরত আয়েশা (রাঃ) বলেন, লোকজন সকলেই মসজিদে বসিয়া রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের জন্য এশার নামাযের অপেক্ষা করিতেছিল। রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম হযরত আবু বকর (রাঃ)এর নিকট সংবাদ পাঠাইলেন যেন লোকদের নামায পড়াইয়া দেয়। হযরত আবু বকর (রাঃ) কোমলপ্রাণ মানুষ ছিলেন। তিনি হযরত ওমর (রাঃ)কে বলিলেন, 'হে ওমর! নামায পড়াইয়া দাও।' তিনি বলিলেন, 'আপনিই ইহার (জন্য) অধিক উপযুক্ত।' সুতরাং, হযরত আবু বকরই (রাঃ) সেই কয়দিন নামায পড়াইলেন। (বিদায়াহ)

www.BANGLAKITAB.com

হযরত আনাস (রাঃ)এর বর্ণনা

হযরত আনাস (রাঃ) হইতে বর্ণিত হইয়াছে যে, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম মৃত্যুরোগে আক্রান্ত হইবার পর হযরত আবু বকর (রাঃ) লোকদের নামায পড়াইতেছিলেন। সোমবার দিন সকলেই নামাযের কাতারে বসিয়াছিলেন। এমতাবস্থায় রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম হুজরার পর্দা সরাইয়া আমাদের দিকে দেখিতে লাগিলেন। তিনি দাঁড়াইয়া ছিলেন। তাঁহার চেহারা মুবারক কুরআন পাকের পাতার ন্যায় (সুন্দর) দেখাইতেছিল। তিনি মুচকি হাসিতেছিলেন। তাঁহাকে দেখিয়া আমরা এত আনন্দিত হইয়াছিলাম যে, নামায ছাড়িয়া দিবার উপক্রম করিয়াছিলাম। হযরত আবু বকর (রাঃ) কাতারের সহিত মিলিবার উদ্দেশ্যে পিছনে সরিয়া আসিলেন। ভাবিলেন, হয়ত রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম নামাযের জন্য বাহির হইয়া আসিবেন। কিন্তু রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম ইশারা করিলেন যে, তোমরা নামায পুরা কর, এবং পর্দা ছাড়িয়া দিলেন। সেই দিনই তিনি ইন্তেকাল করিলেন।

অপর এক রেওয়ায়াতে বর্ণিত হইয়াছে যে, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম তিন দিন বাহির হইলেন না। নামাযের জন্য একামত হইলে হযরত আবু বকর (রাঃ) অগ্রসর হইলেন,এমতাবস্থায় নবী করীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলিলেন, 'পর্দা উঠাও।' পর্দা উঠাইয়া দেওয়া হইল। রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের চেহারা মুবারক প্রকাশিত হইল। তাঁহার তখনকার মুবারক চেহারা অপেক্ষা অধিক প্রিয় দৃশ্য আমরা আর কখনও দেখি নাই। তিনি হযরত আবু বকর (রাঃ)কে অগ্রসর হইবার জন্য ইশারা করিলেন এবং পর্দা ছাড়িয়া দিলেন। ইহার পর তাঁহার ইন্তেকাল পর্যন্ত আর তাঁহাকে দেখিবার ভাগ্য আমাদের হয় নাই। (বিদায়াহ)

সাহাবা (রাঃ)দের নামাযের প্রতি আগ্রহ ও উহার প্রতি অত্যাধিক এহতেমাম অর্থাৎ যত্নবান হওয়া

হযরত ওমর (রাঃ)এর ঘটনা

হযরত মেসওয়ার ইবনে মাখরামাহ (রাঃ) বলেন, আমি হযরত ওমর (রাঃ)এর নিকট গেলাম। তাঁহাকে চাদর দ্বারা ঢাকিয়া রাখা হইয়াছিল। আমি বলিলাম, তোমাদের কি রায়? তাহারা বলিল, আপনার যাহা রায় হয় তাহাই। আমি বলিলাম, তাঁহাকে নামাযের কথা বলিয়া জাগাও। কারণ নামায অপেক্ষা অধিক ব্যাকুলতা তাঁহার আর কোন জিনিসের প্রতি নাই। সুতরাং তাহারা বলিল, নামায, হে আমীরুল মুমিনীন! হযরত ওমর (রাঃ) বলিলেন, হাঁ, আয় আল্লাহ,আমি প্রস্তুত। যে ব্যক্তি নামায ছাড়িয়া দেয় তাহার ইসলামে কোন অধিকার নাই। তিনি নামায পড়িলেন, অথচ তাঁহার জখম হইতে রক্ত প্রবাহিত হইতেছিল।

মেসওয়ার (রহঃ) বলেন, জখমী হইবার পর হযরত ওমর (রাঃ) বার বার অজ্ঞান হইয়া পড়িতেছিলেন। কেহ বলিল, তাঁহার যদি প্রাণ থাকিয়া থাকে তবে নামায ব্যতীত অন্য কোন জিনিস দ্বারা তোমরা তাহার জ্ঞান ফিরাইতে পারিবে না। একজন বলিল, নামায হে আমীরুল মুমিনীন, নামাযের জামাত হইয়া গিয়াছে। সঙ্গে সঙ্গে তাঁহার জ্ঞান ফিরিয়া আসিল এবং তিনি বলিলেন, নামায! হাঁ, আয় আল্লাহ, তবে আমি প্রস্তুত। যে ব্যক্তি নামায ছাড়িয়া দেয় তাহার ইসলামে কোন অংশ নাই। (তাবরানী)

হযরত ওসমান (রাঃ)এর ঘটনা

মুহাম্মদ ইবনে মিসকীন (রহঃ) বলেন, যখন বিদ্রোহীরা হযরত ওসমান (রাঃ)কে ঘিরিয়া ফেলিল তখন তাঁহার স্ত্রী তাহাদিগকে বলিলেন, 'তোমরা তাঁহাকে কতল করিতে চাহিতেছ? তোমরা তাঁহাকে কতল কর আর না কর, তিনি সারা রাত্রি এক রাকাতে কাটাইয়া দিতেন এবং এক রাকাতে কুরআন পাক খতম করিতেন।'

হযরত আনাস (রাঃ) হইতে বর্ণিত রেওয়ায়াতে উল্লেখ হইয়াছে যে, যখন হযরত ওসমান ইবনে আফফান (রাঃ)কে কতল করিয়া দিল, তখন

www.BANGLAKITAB.com

তাঁহার স্ত্রী বলিলেন, 'তোমরা তাঁহাকে কতল করিয়াছ? অথচ তিনি সারারাত্র জাগিয়া এক রাকাতে কুরআন পাক খতম করিতেন।' (তাবরানী)

ওসমান ইবনে আবদুর রহমান তাইমী (রহঃ) বলেন, আমার পিতা বলিলেন, 'অদ্যকার রাত্রিতে মাকামে ইবরাহীমে অবশ্যই স্থান দখল করিব।' তিনি বলেন, এশার নামায পড়িয়া দ্রুত মাকামে ইবরাহীমে পৌছিলাম এবং দাঁড়াইয়া গেলাম। আমি দাঁড়াইয়া ছিলাম এমতাবস্থায় এক ব্যক্তি আমার ঘাড়ে হাত রাখিল। চাহিয়া দেখিলাম, (তিনি) হযরত ওসমান (রাঃ)। অতঃপর তিনি নামাযে দাঁড়াইয়া সূরা ফাতেহা হইতে আরম্ভ করিয়া কুরআন পাক খতম করিয়া ফেলিলেন। তারপর রুকু ও সেজদা করিলেন। নামায শেষ করিয়া জুতা লইয়া চলিয়া গেলেন। আমি জানিনা তিনি ইতিপূর্বে আরো নামায পড়িয়াছিলেন কি না! (আবু নুআঈম)

বায়হাকীর রেওয়ায়াতে আবদুর রহমান ইবনে ওসমান তাইমী (রহঃ) হইতে বর্ণিত হইয়াছে যে, তিনি বলিয়াছেন, আমি হযরত ওসমান (রাঃ)কে দেখিয়াছি যে, তিনি মাকামে ইবরাহীমের দিকে অগ্রসর হইলেন, এবং এক রাকাতে সম্পূর্ণ কুরআন পাক খতম করিয়া চলিয়া গেলেন।

আতা ইবনে আবি রাবাহ (রহঃ) বলেন, হযরত ওসমান (রাঃ) নামায পড়াইলেন। তারপর মাকামে ইবরাহীমের পিছনে দাঁড়াইয়া এক রাকাতে পুরা কুরআন পাক পড়িয়া ফেলিলেন। ইহা তাহার বিতর নামায ছিল।

মুহাম্মদ ইবনে সীরীন (রহঃ) বলেন, হযরত ওসমান (রাঃ) সারা রাত্র জাগিতেন এবং এক রাকাতে সম্পূর্ণ কুরআন পাক পড়িতেন।

হযরত ইবনে আব্বাস (রাঃ)এর ঘটনা

মুসাইয়্যেব ইবনে রাফে (রহঃ) বলেন, যখন হযরত ইবনে আব্বাস (রাঃ)এর চক্ষু নষ্ট হইয়া গেল, এক ব্যক্তি আসিয়া বলিল, আপনি যদি আমার কথামত সাত দিন চিৎ হইয়া শুইয়া ইশারায় নামায আদায় করেন, তবে আমি আপনার চিকিৎসা করিতে পারি। ইনশাআল্লাহ। আপনি ভাল হইয়া যাইবেন। তিনি হযরত আয়েশা (রাঃ) ও আবু হোরায়রা (রাঃ) এবং অন্যান্য সাহাবা (রাঃ)দের নিকট এই ব্যাপারে জিজ্ঞাসা করিয়া পাঠাইলেন, তাঁহারা সকলেই বলিলেন,

যদি এই সাত দিনে আপনার মৃত্যু হইয়া যায় তবে আপনার নামাযের কি উপায় হইবে! চিন্তা করিয়াছেন কি? ইহা শুনিয়া তিনি চোখের চিকিৎসা ত্যাগ করিলেন। (হাকেম)

অপর রেওয়ায়াতে বর্ণিত হইয়াছে যে, হযরত ইবনে আব্বাস (রাঃ) বলিয়াছেন, যখন আমার দৃষ্টিশক্তি নষ্ট হইয়া গেল, আমাকে বলা হইল, আমরা আপনার চিকিৎসা করিতে পারি, তবে কিছুদিন আপনাকে নামায ছাড়িতে হইবে। আমি বলিলাম, না। রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলিয়াছেন, 'যে ব্যক্তি নামায ছাড়িয়া দিবে সে আল্লাহর সহিত এমনভাবে সাক্ষাৎ করিবে যে, আল্লাহ তাহার প্রতি ক্রোধান্বিত থাকিবেন।'

আলী ইবনে আবি জামিলা (রহঃ) ও ইমাম আওযায়ী (রহঃ) উভয়েই বর্ণনা করিয়াছেন যে, হযরত আবদুল্লাহ ইবনে আব্বাস (রাঃ) প্রত্যহ এক হাজার সেজদা করিতেন।

নামাযের প্রতি হযরত ইবনে মাসউদ (রাঃ)এর আগ্রহ

হযরত আবদুল্লাহ ইবনে মাসউদ (রাঃ) সম্পর্কে বর্ণিত হইয়াছে যে, তিনি খুবই কম রোযা রাখিতেন। তিনি বলিয়াছেন, রোযা রাখিলে আমি নামাযে দুর্বল হইয়া পড়ি অথচ নামায আমার নিকট রোযা হইতে অধিক প্রিয়। একান্ত রোযা রাখিলে তিনি প্রত্যেক মাসে তিন দিন রাখিতেন। অন্য রেওয়ায়াতে বর্ণিত হইয়াছে যে, তিনি চাশতের নামায পড়িতেন না।

আবদুর রহমান ইবনে ইয়াযীদ (রহঃ) বলেন, হযরত আবদুল্লাহ ইবনে মাসউদ (রাঃ) খুবই কম রোযা রাখিতেন। এই ব্যাপারে তাঁহাকে জিজ্ঞাসা করা হইলে তিনি উপরোক্ত উত্তর দিয়াছেন। অপর এক রেওয়ায়াতে বর্ণিত হইয়াছে যে, আবদুর রহমান ইবনে ইয়াযীদ (রহঃ) বলেন, আমি আবদুল্লাহ ইবনে মাসউদ (রাঃ) অপেক্ষা কোন ফকীহ (আলেম)কে এত কম রোযা রাখিতে দেখি নাই। তাঁহাকে জিজ্ঞাসা করা হইল, আপনি কেন রোযা রাখেন না? তিনি বলিলেন, আমি রোযা অপেক্ষা নামায অধিক পছন্দ করি। রোযা রাখিলে নামাযে দুর্বল হইয়া পড়ি। (তাবরানী)

www.BANGLAKITAB.com

হযরত সালেম (রাঃ)এর নামাযের ঘটনা

হযরত আয়েশা (রাঃ) বলিয়াছেন, একদা রাত্রিতে এশার পর রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের খেদমতে হাযির হইতে আমার দেরী হইল। তিনি আমাকে বলিলেন, কোথায় ছিলে? আমি বলিলাম, আমরা মসজিদে আপনার এক সাহাবীর কেরাআত শুনিতেছিলাম। আপনার সাহাবাদের মধ্যে আর কাহারো এমন সুন্দর আওয়াজ ও এত সুন্দর কেরাআত আমি শুনি নাই। রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম উঠিলেন। আমিও তাঁহার সহিত উঠিলাম। তিনি শুনিয়া আমার প্রতি চাহিয়া বলিলেন, এই ব্যক্তি আবু হোযাইফার গোলাম, তাহার নাম সালেম। আল হামদুলিল্লাহ! আল্লাহ তায়ালা আমার উম্মাতের মধ্যে এমন ব্যক্তিও পয়দা করিয়াছেন। (হাকেম)

হযরত আবু মূসা ও আবু হোরায়রা (রাঃ)এর নামাযের প্রতি আগ্রহ

মাসরুক (রহঃ) বলেন, আমরা একবার হযরত আবু মুসা আশআরী (রাঃ)এর সহিত সফর করিতেছিলাম। এক রাত্রে আমরা এক কৃষি খামারে যাইয়া আশ্রয় লইলাম। এবং রাত্রি যাপনের উদ্দেশ্যে তথায় নামিয়া পড়িলাম। হযরত আবু মুসা (রাঃ) রাত্রি বেলায় নামায পড়িতে লাগিলেন। তারপর মাসরুক (রহঃ) তাঁহার সুন্দর আওয়াজ ও সুন্দর কেরাআতের কথা উল্লেখ করিয়াছেন। আরও বলিয়াছেন যে, তিনি যেখানেই যাইতেন সেখানেই এইরূপ করিতেন এবং বলিতেন—

اَللّٰهُمَّ انت السَّلَامُ وَمِنكَ السَّلَامُ وانتَ المُؤمنُ تُحِبُّ المؤمن
وَانْتَ المهيمِنُ وتُحِبُّ المهيمن وانت الصَّادِقُ تحبُّ الصادِقَ

অর্থাৎ—হে আল্লাহ, আপনি শান্তি, আপনার পক্ষ হইতেই শান্তি, আপনি মু'মিন (নিরাপত্তা দাতা) মুমিনকে ভালবাসেন, আপনি আশ্রয়দাতা আশ্রয় দাতাকে ভালবাসেন। আপনি সত্যবাদী সত্যবাদীকে ভালবাসেন।

(আবু নুআঈম)

আবু ওসমান নাহদী (রহঃ) বলেন, আমি একবার হযরত আবু হোরায়রা (রাঃ)এর ঘরে সাত রাত্রি মেহমান ছিলাম। তিনি তাঁহার খাদেমাহ ও স্ত্রী রাত্রকে তিন ভাগ করিয়া একের পর এক জাগিয়া এবাদতে কাটাইতেন।

হযরত আবু তালহা ও অপর একজন আনসারী (রাঃ)এর আগ্রহ

আবদুল্লাহ ইবনে আবু বকর (রাঃ) বলেন, হযরত আবু তালহা আনসারী (রাঃ) তাঁহার বাগানে নামায পড়িতেছিলেন। একটি ছোট্ট পাখি উড়িয়া ছুটাছুটি করিতে লাগিল। বাহির হইবার পথ খুঁজিয়া পাইতেছিল না। তিনি ইহাতে বেশ আনন্দিত হইলেন। কিছুক্ষণ উহার প্রতি তাকাইয়া রহিলেন। অতঃপর নামাযের কথা মনে হইতেই কত রাকাত পড়িয়াছেন ভুলিয়া গেলেন। ভাবিলেন, আমার এই মালই আমার জন্য ফেৎনার কারণ হইয়াছে। তিনি রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের খেদমতে উপস্থিত হইয়া নামাযে ভুল হইবার ঘটনা বর্ণনা করিলেন এবং বলিলেন, ইয়া রাসূলাল্লাহ, এই বাগান সদকা করিয়া দিলাম। আপনি যথায় ইচ্ছা খরচ করিয়া দিন। (তারগীব)

অপর এক রেওয়ায়াতে আবদুল্লাহ ইবনে আবু বকর (রাঃ) হইতে বর্ণিত হইয়াছে যে, একজন আনসারী মদীনার পার্শ্ববর্তী একটি এলাকা কুফ–এ তাহার এক বাগানে নামায পড়িতেছিলেন। খেজুরের মৌসুম ছিল। খেজুরের ছড়ার ভারে গাছগুলি ঝুকিয়া পড়িয়াছিল এবং ছড়ায় পরিবেষ্টিত ছিল। ফলের এই দৃশ্য দেখিয়া তাহার মন ভরিয়া গেল। অতঃপর নামাযের কথা মনে হইতেই কত রাকাত পড়িয়াছেন ভুলিয়া গেলেন। ভাবিলেন, এই মালের কারণেই আমার এই দশা হইয়াছে। হযরত ওসমান (রাঃ) তখন খলিফা ছিলেন। তাঁহার নিকট আসিয়া ঘটনা বর্ণনা করিয়া বলিলেন, উহা সদকা করিয়া দিলাম। আপনি উহাকে নেক কাজে খরচ করিয়া দিন। হযরত ওসমান (রাঃ) উহা পঞ্চাশ হাজারে বিক্রয় করিলেন। (সে যুগে কোন বাগানের মূল্য পঞ্চাশ হাজার হওয়া অত্যন্ত বিরল ঘটনা ছিল।) উক্ত কারণে সেই বাগান 'খামসীন' অর্থাৎ পঞ্চাশ নামে প্রসিদ্ধ হইয়া গেল। (আওজায)

www.BANGLAKITAB.com

হযরত যুবায়ের (রাঃ) ও হযরত আদি (রাঃ)এর আগ্রহ

হযরত আসমা (রাঃ) বলেন, হযরত ইবনে যুবায়ের (রাঃ) রাত্রে অত্যাধিক নামায পড়িতেন ও অধিক পরিমাণে দিনে রোযা রাখিতেন বলিয়া তিনি মসজিদের কবুতর নামে পরিচিত হইয়া ছিলেন।

আদি ইবনে হাতেম (রাঃ) বলিয়াছেন, নামাযের সময় হইবার পূর্বেই আমি উহার জন্য প্রস্তুত হইয়া যাই এবং উহার প্রতি মনে প্রবল আগ্রহ জাগে। (আবু নুআঈম)

মসজিদ নির্মাণ

মসজিদে নাবাবীর নির্মাণ

হযরত আবু হোরায়রা (রাঃ) হইতে বর্ণিত হইয়াছে যে, সাহাবা (রাঃ) মসজিদ নির্মাণের উদ্দেশ্যে কাঁচা ইট বহন করিয়া আনিতেছিলেন। রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামও তাঁহাদের সহিত কাজ করিতেছিলেন। রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের মুখামুখি হইলে দেখিলাম, তিনি একটি ইট পেটের সহিত লাগাইয়া বহন করিয়া আনিতেছেন। আমি ভাবিলাম, তাঁহার হয়ত কষ্ট হইতেছে। তাই বলিলাম, আমাকে দিন, ইয়া রাসূলাল্লাহ! তিনি বলিলেন, হে আবু হোরায়রা, তুমি অন্য একটি লও। আরামের জীবন তো আখেরাতের জীবন। (আহমাদ)

হযরত তাল্‌ক ইবনে আলী (রাঃ) বলেন, আমি রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের সহিত মসজিদ নির্মাণের কাজ করিয়াছি। তিনি বলিলেন, তোমরা ইয়ামামী (তাল্‌ক ইবনে আলী)কে কাদা বানাইবার কাজে লাগাইয়া দাও। কারণ সে তোমাদের অপেক্ষা ভাল মিশ্রণ করিতে পারে এবং তাহার কাঁধ ও তোমাদের তুলনায় শক্তিশালী।

অপর রেওয়ায়াতে বর্ণিত হইয়াছে যে, তাল্‌ক ইবনে আলী (রাঃ) বলিয়াছেন, আমি রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের নিকট এমন সময় উপস্থিত হইয়াছি যখন সাহাবা (রাঃ) মসজিদ নির্মাণ করিতেছিলেন। তাঁহাদের কাজ রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের পছন্দ হইতেছিল না। আমি কোদাল লইয়া কাদা বানাইলাম। রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের নিকট আমার কোদাল ধরা ও কাজ খুবই পছন্দ হইল। তিনি বলিলেন, হানাফীকে মাটির কাজের জন্য ছাড়, সে মাটির কাজে তোমাদের অপেক্ষা অধিক মজবুত। (তাবরানী)

মসজিদে নাবাবীর নির্মাণ কাজে একজন মহিলার অংশগ্রহণ

ইবনে আবি আওফা (রাঃ) হইতে বর্ণিত হইয়াছে যে, যখন তাঁহার স্ত্রী মারা গেলেন। তিনি বলিলেন, তোমরা তাঁহাকে উঠাও এবং তাঁহাকে উঠাইতে আগ্রহী হও। কারণ তিনি তাঁহার গোলামগণসহ রাত্রিবেলায় সেই মসজিদের জন্য পাথর টানিতেন যাহার ভিত্তি তাক্‌ওয়ার উপর প্রতিষ্ঠিত হইয়াছিল। আর আমরা দিনের বেলা দুই দুই পাথর করিয়া টানিতাম।

কিরূপ মসজিদের প্রতি রাসূলুল্লাহ (সাঃ)এর আগ্রহ

হযরত ওবাদাহ ইবনে সামেত (রাঃ) বলেন, আনসারগণ বলাবলি করিতে লাগিলেন, আর কতকাল রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম এই খেজুরের ডালের নিচে নামায পড়িবেন? তাঁহারা কিছু দীনার জমা করিলেন এবং উহা লইয়া রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের খেদমতে উপস্থিত হইয়া আরজ করিলেন 'আমরা এই মসজিদ মেরামত করিব এবং সুন্দর করিব।' তিনি বলিলেন, আমি আমার ভাই মূসা (আঃ)এর আদর্শ হইতে বিচ্যুত হইতে চাহিনা। ইহা তো মূসা (আঃ)এর ছাপড়ার মতই একটি ছাপড়া। (তাবরানী)

অপর এক রেওয়ায়াতে বর্ণিত হইয়াছে যে, আনসারগণ কিছু মাল জমা করিয়া রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের নিকট লইয়া আসিলেন এবং বলিলেন, ইয়া রাসূলাল্লাহ, এই মসজিদটি নির্মাণ করুন ও সুন্দর করুন। আমরা আর কতকাল এই খেজুরের ডালের নিচে নামায পড়িব? তিনি বলিলেন, আমি আমার ভাই মূসা (আঃ)এর আদর্শ হইতে বিচ্যুত হইতে চাহিনা। ইহাতো মূসা (আঃ)এর ছাপড়ার মতই একটি ছাপড়া।

হাসান (রহঃ) হইতে মূসা (আঃ)এর ছাপড়া সম্পর্কে বর্ণিত হইয়াছে

যে, উহা এত নীচু ছিল যে, হাত উঠাইলে ছাদে হাত লাগিত। (বাইহাকী)

ইবনে শিহাব (রহঃ) হইতে বর্ণিত হইয়াছে যে, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের যুগে মসজিদের খুঁটি খেজুর গাছের ছিল। উহার ছাদ ছিল খেজুরের ডাল ও পাতা, ছাদের উপর তেমন মাটির লেপ ছিল না বলিয়া বৃষ্টি হইলে মসজিদ কর্দমাক্ত হইয়া যাইত। উহা দেখিতে ছাপড়ার মতই ছিল।

মসজিদের ভিতর কাদা মাটিতে ছেজদা করা

সহীহ বোখারীতে লাইলাতুল কদরের বর্ণনায় হাদীস বর্ণিত হইয়াছে যে, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলিয়াছেন, 'আমাকে (স্বপ্নে) দেখানো হইয়াছে যে, আমি পানি ও কাদার মধ্যে সেজদা করিতেছি। কাজেই যাহারা রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের সহিত এতেকাফ করিয়াছে, তাহারা যেন ফিরিয়া আসে।' সুতরাং আমরা ফিরিয়া আসিলাম। আমরা আকাশে হালকা ধরনের কোন মেঘও দেখিতেছিলাম না, কিন্তু ইহার পর মেঘ আসিল ও বৃষ্টি হইল। মসজিদের ছাদ খেজুর ডালের ছিল। ছাদ গলাইয়া পানি পড়িল। এমন সময় নামায আরম্ভ হইল। অতঃপর আমি রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামকে দেখিলাম, পানি ও কাদার মধ্যে সেজদা করিতেছেন। এবং পরে রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের কপালে ও কাদা দেখিলাম।

কিরূপ মসজিদ নির্মাণে অস্বীকৃতি

খালেদ ইবনে মা'দান (রাঃ) বলেন, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম (ঘর হইতে) বাহির হইয়া হযরত আবদুল্লাহ ইবনে রাওয়াহা ও আবু দারদা (রাঃ)এর নিকট গেলেন। তাঁহাদের নিকট একটি বাঁশের লাঠি ছিল, উহা দ্বারা তাঁহারা মসজিদের পরিমাপ গ্রহণ করিতেছিলেন। তিনি জিজ্ঞাসা করিলেন, তোমরা কি করিতেছ? তাঁহারা বলিলেন, আমরা রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের মসজিদকে শাম দেশীয় পদ্ধতিতে নির্মাণ করিতে ইচ্ছা করিতেছি। আনসারগণ ভাগাভাগি করিয়া উহার খরচ বহন করিবে। তিনি

'এইদিকে আন' বলিয়া লাঠিটি তাঁহাদের নিকট হইতে (কাড়িয়া) লইলেন এবং দরজার নিকট যাইয়া উহা ছুঁড়িয়া ফেলিয়া দিলেন। অতঃপর বলিলেন, 'কখনও এমন হইবে না। ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র ঘাস-পাতা ও ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র কাষ্ঠখণ্ড এবং মূসা (আঃ)এর ছাউনির মতই ছাউনি থাকিবে। তথাপি কেয়ামত ইহা অপেক্ষা অধিক নিকটবর্তী। জিজ্ঞাসা করা হইল 'মূসা (আঃ)এর ছাউনি কেমন ছিল?' বলিলেন, 'দাঁড়াইলে মাথা উহার ছাদ স্পর্শ করিত।' (ওফাউল ওফা)

মসজিদ সম্প্রসারণ

নাফে (রহঃ) হইতে বর্ণিত হইয়াছে যে, হযরত ওমর (রাঃ) উস্তুওয়ানা হইতে মাকসুরা পর্যন্ত মসজিদকে বাড়াইয়াছেন এবং বলিয়াছেন, যদি আমি রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামকে বলিতে না শুনিতাম যে, 'আমাদের মসজিদকে বাড়ানো দরকার', তবে আমি বাড়াইতাম না। (আহমাদ)

হযরত আবদুল্লাহ ইবনে ওমর (রাঃ) বলিয়াছেন, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের যুগে মসজিদ কাঁচা ইটের ছিল। উহার ছাদ খেজুর ডালের ছিল এবং উহার খুঁটি ছিল খেজুরগাছের। হযরত আবু বকর (রাঃ) উহাতে কোন পরিবর্তন করেন নাই। কিন্তু হযরত ওমর (রাঃ) উহাকে বাড়াইয়াছেন এবং রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের যুগে যেমন ছিল তেমনি ভাবে কাঁচা ইট ও খেজুর ডাল দ্বারা বানাইয়াছেন। উহার খুঁটিগুলিও অনুরূপভাবে খেজুর গাছ দ্বারা লাগাইয়াছেন। তারপর হযরত ওসমান (রাঃ) উহার মধ্যে পরিবর্তন করিয়াছেন ও অনেক বেশী বাড়াইয়াছেন। তিনি নকশাদার পাথর ও চুনা দ্বারা উহার দেওয়াল প্রস্তুত করিয়াছেন। নকশাদার পাথর দ্বারা উহার থাম ও শাল কাঠ দ্বারা উহার ছাদ বানাইয়াছেন। অপর এক রেওয়ায়াতে হযরত ইবনে ওমর (রাঃ) হইতে বর্ণিত হইয়াছে যে, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের যুগে তাঁহার মসজিদের খুঁটি খেজুরগাছের কাণ্ডের ছিল। ছাদ খেজুরের ডাল দ্বারা ছাওয়া ছিল। হযরত আবু বকর (রাঃ)এর খেলাফত কালে উহা নষ্ট হইয়া গেলে তিনি খেজুর গাছের কাণ্ড ও উহার ডাল দ্বারা পুনঃ নির্মাণ করিলেন। তারপর হযরত ওসমান (রাঃ)এর খেলাফত কালে উহা আবার নষ্ট হইয়া গেলে তিনি উহা পাকা ইট দ্বারা

নির্মাণ করিলেন। যাহা আজও পর্যন্ত টিকিয়া আছে। (বুখারী)

সহীহ মুসলিম শরীফে মাহমুদ ইবনে লাবীদ (রহঃ) হইতে বর্ণিত হইয়াছে যে, হযরত ওসমান (রাঃ) যখন মসজিদ পুনঃ নির্মাণের ইচ্ছা করিলেন, লোকেরা ইহা অপছন্দ করিল না এবং তাহারা চাহিল যে, মসজিদ যেমন আছে তেমনই রাখা হউক। হযরত ওসমান (রাঃ) বলিলেন, আমি রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের নিকট শুনিয়াছি, যে ব্যক্তি আল্লাহর জন্য মসজিদ নির্মাণ করিবে আল্লাহ তায়ালা তাহার জন্য জান্নাতে অনুরূপ একটি ঘর তৈয়ার করিবেন।

মুত্তালিব ইবনে আবদুল্লাহ ইবনে হানতাব (রহঃ) বলেন, যখন চব্বিশ হিজরীতে হযরত ওসমান (রাঃ) খলিফা নিযুক্ত হইলেন, লোকেরা তাহাদের মসজিদ সম্প্রসারণ সম্পর্কে তাঁহার সহিত আলোচনা করিল। তাহারা অভিযোগ করিল যে, জুমআর দিন মসজিদ সংকুলান হয় না। এমনকি লোকজনকে বাহিরে নামায পড়িতে হয়। হযরত ওসমান (রাঃ) সাহাবা (রাঃ)দের মধ্যে বিজ্ঞ ব্যক্তিদের সহিত এই ব্যাপারে পরামর্শ করিলে তাঁহারা সকলেই উহাকে ভাঙ্গিয়া সম্প্রসারণের উপর একমত হইলেন। সুতরাং হযরত ওসমান (রাঃ) জোহর নামাযের পর মিম্বারে আরোহন করিয়া হামদ ও সানার পর বলিলেন, 'হে লোকসকল! আমি রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের মসজিদকে ভাঙ্গিয়া বাড়াইবার ইচ্ছা করিয়াছি। আমি সাক্ষ্য দিতেছি যে, আমি রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের নিকট শুনিয়াছি, যে ব্যক্তি আল্লাহর জন্য মসজিদ তৈয়ার করিবে আল্লাহ তায়ালা জান্নাতে তাহার জন্য একটি ঘর তৈয়ার করিবেন। এই ব্যাপারে আমার জন্য অনুকরণীয় ও অনুসরণীয় ব্যক্তি রহিয়াছেন, যিনি আমার পূর্বেই এই কাজ করিয়াছেন। অর্থাৎ হযরত ওমর (রাঃ)। তিনি মসজিদকে বাড়াইয়াছেন ও পুনঃনির্মাণ করিয়াছেন। আমি ইতিপূর্বে রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের সাহাবাদের মধ্যে বিজ্ঞ ব্যক্তিবর্গের সহিত এই বিষয়ে পরামর্শ করিয়াছি। তাঁহারা সকলেই উহার পুনঃনির্মাণ ও সম্প্রসারণের ব্যাপারে একমত হইয়াছেন।' তাঁহার কথা শুনিয়া সকলেই সেইদিন তাঁহার প্রশংসা করিল ও তাঁহাকে এই কাজের জন্য আহ্বান করিল। তিনি সকালবেলা কারিগর ডাকিয়া স্বয়ং কাজে শরীক হইলেন। হযরত

ওসমান (রাঃ) সর্বদা রোযা রাখিতেন এবং সারা রাত্র নামায পড়িতেন। তিনি মসজিদ হইতে বাহির হইতেন না। তাঁহার আদেশে (নির্মাণ কাজের জন্য) বাতনে নাখ্‌ল স্থানে চালাচুনা গোলা হইল। তিনি হিজরী উনত্রিশ সনের রবিউল আউয়াল মাসে উহার কাজ আরম্ভ করিয়া হিজরী ত্রিশ সনের মুহাররম মাসে শেষ করিয়াছেন। মোট দশ মাস কাজ হইয়াছে।
(ওফাউল ওফা)

মসজিদের জন্য দাগ কাটিয়া দেওয়া

হযরত জাবের ইবনে উসামা জুহানী (রাঃ) বলেন, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম ও সাহাবা (রাঃ)দের সহিত বাজারে আমার সাক্ষাৎ হইল। আমি জিজ্ঞাসা করিলাম, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম কোথায় যাইতেছেন? তাঁহারা বলিলেন, তিনি তোমার গোত্রের জন্য একটি মসজিদের দাগ কাটিতে যাইতেছেন। সুতরাং আমি আসিলাম। রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম তাহাদের জন্য একটি মসজিদের দাগ কাটিয়া দিলেন এবং কেবলার দিকে একটি কাঠি গাড়িয়া কেবলা ঠিক করিয়া দিলেন। (তাবরানী)

বিভিন্ন আমীরগণের প্রতি মসজিদ নির্মাণের নির্দেশ

ওসমান ইবনে আতা (রহঃ) হইতে বর্ণিত হইয়াছে যে, হযরত ওমর (রাঃ)এর যুগে যখন অনেক দেশ বিজয় হইল, তিনি বসরার আমীর হযরত আবু মূসা আশআরী (রাঃ)এর নিকট এই মর্মে চিঠি লিখিলেন যে, জুমআর জন্য একটি মসজিদ বানাইবে এবং প্রত্যেক গোত্রের জন্য (ছোট ছোট) মসজিদ বানাইবে। জুমআর দিন সকলেই জুমআর মসজিদে একত্র হইয়া জুমআর নামায আদায় করিবে। কুফার আমীর হযরত সা'দ ইবনে আবি ওক্কাস (রাঃ)এর নিকটও একই মর্মে চিঠি লিখিলেন। মিসরের আমীর হযরত আমর ইবনে আস (রাঃ)এর নিকটও একই চিঠি লিখিলেন। ফৌজী আমীরদের নিকট লিখিলেন, তাহারা যেন গ্রামে অবস্থান না করে বরং শহর এলাকায় অবস্থান করে। প্রত্যেক শহরে একটি করিয়া মসজিদ বানাইবে। প্রত্যেক গোত্র নিজেদের

www.BANGLAKITAB.com

জন্য পৃথক পৃথক (জুমআর) মসজিদ বানাইবে না। যেমন কুফা, বসরা ও মিসরবাসী বানাইয়াছে। লোকেরা হযরত ওমর (রাঃ)এর কথা ও আদেশকে দৃঢ়ভাবে আকড়াইয়া ধরিয়াছিল।

মসজিদকে পরিষ্কার করা ও পবিত্র রাখা

হযরত ওরওয়া ইবনে যুবায়ের (রাঃ) রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের সাহাবী হইতে বর্ণনা করেন যে, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম আমাদিগকে আদেশ করিতেন যেন আমরা আমাদের ঘরে মসজিদ (নামাযের স্থান) বানাই। এবং উহাকে গুছাইয়া রাখি ও পবিত্র রাখি।

হযরত আয়েশা (রাঃ) বলেন, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম ঘরের ভিতর মসজিদ (নামাযের স্থান) বানাইবার ও উহাকে পরিষ্কার–পরিচ্ছন্ন রাখিবার আদেশ দিয়াছেন। (মেশকাত)

মসজিদ পরিষ্কারকারিণী একজন মহিলার ঘটনা

হযরত ইবনে আব্বাস (রাঃ) হইতে বর্ণিত হইয়াছে যে, একজন মেয়েলোক মসজিদ হইতে ময়লা ইত্যাদি পরিষ্কার করিত। তাঁহার ইন্তেকাল হইলে রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামকে সংবাদ না দিয়াই তাহাকে দাফন করা হইল। রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলিলেন, তোমাদের কেহ মারা গেলে আমাকে সংবাদ দিও। তিনি উক্ত মেয়েলোকটির উদ্দেশ্যে নামাযে জানাযা পড়িলেন এবং বলিলেন, আমি তাহাকে জান্নাতে মসজিদ হইতে আবর্জনা পরিষ্কার করিতে দেখিয়াছি। (তাবরানী)

তারাজিমে নেসা নামক কিতাবে এইরূপ উল্লেখিত হইয়াছে যে, অবোধ কৃষ্ণকায় যে মেয়েলোকটি রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের মসজিদ হইতে আবর্জনা পরিষ্কার করিত। হাদীসের অবশিষ্টাংশ উপরোক্ত হাদীসের মতই বর্ণিত হইয়াছে।

মসজিদে খুশবু দ্বারা ধুনি দেওয়া

হযরত আবদুল্লাহ ইবনে ওমর (রাঃ) হইতে বর্ণিত হইয়াছে যে, হযরত

ওমর (রাঃ) প্রত্যেক জুমআর দিন রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের মসজিদকে খুশবু দ্বারা ধুনি দিতেন।

পদব্রজে মসজিদে গমন করা

একজন আনসারীর ঘটনা

হযরত উবাই ইবনে কা'ব (রাঃ) বলিয়াছেন, এক ব্যক্তি ছিল, আমার জানামতে তাহার ঘর মসজিদ হইতে সর্বাপেক্ষা দূরে ছিল। কিন্তু কখনও তাহার নামায ছুটিত না। তাহাকে কেহ বলিল, তুমি যদি একটি গাধা খরিদ করিয়া লইতে তবে অন্ধকারে এবং রৌদ্রের সময় উহাতে আরোহন করিয়া মসজিদে আসিতে পারিতে। সে জবাব দিল, আমি ইহা পছন্দ করি না যে, আমার ঘর মসজিদের পার্শ্বে হউক। আমি তো ইহাই চাহি যে, আমার মসজিদের দিকে হাঁটিয়া আসা ও ঘরে ফিরিয়া যাওয়া উভয়টাই আমার আমলনামায় লেখা হউক। রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলিলেন, আল্লাহ তায়ালা সবটাই তোমার জন্য একত্র করিয়া দিয়াছেন। (অর্থাৎ তোমাকে উভয়টারই সওয়াব দিবেন।)

হযরত উবাই ইবনে কা'ব (রাঃ) হইতে অপর এক রেওয়ায়াতে বর্ণিত হইয়াছে যে, আনসারী একব্যক্তির ঘর মদীনায় সবার অপেক্ষা দূরে ছিল। কিন্তু রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের সহিত তাঁহার কোন নামায ছুটিত না। তাহার প্রতি আমার দয়া হইল। তাহাকে বলিলাম, হে অমুক, তুমি যদি একটি গাধা খরিদ করিয়া লইতে তবে তাপ ও যমীনের পোকামাকড় হইতে বাঁচিতে পারিতে। সে উত্তরে বলিল, আমি তো ইহাও চাহিনা যে, আমার ঘর রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের ঘরের সহিত বাঁধা থাকুক। তাহার কথা আমার অন্তরে ভারি লাগিল। আমি রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের নিকট আসিয়া তাহা বর্ণনা করিলাম। তিনি তাহাকে ডাকিলেন এবং তাহাকে আমি যেমন বলিয়াছিলাম তেমনই বলিলেন। সে পদক্ষেপের বিনিময়ে সওয়াবের আশা রাখে বলিয়া প্রকাশ করিল। রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম তাহাকে বলিলেন, তুমি যাহার আশা করিয়াছ তাহা পাইবে। অপর রেওয়ায়াতে বর্ণিত হইয়াছে যে, রাসূলুল্লাহ স[illegible]াহু

www.BANGLAKITAB.com

আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলিয়াছেন, তাহার জন্য মসজিদের দিকে প্রতি পদক্ষেপে একটি করিয়া মর্তবা (বৃদ্ধি করা) হইবে। (কান্‌য)

মসজিদের দিকে ছোট কদমে হাঁটা

হযরত যায়েদ ইবনে ছাবেত (রাঃ) বলেন, আমি রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের সহিত নামাযের উদ্দেশ্যে হাঁটিতেছিলাম। তিনি ছোট ছোট কদমে হাঁটিতেছিলেন। আমাকে বলিলেন, জান কি, আমি ছোট কদমে কেন হাটিতেছি? আমি বলিলাম, আল্লাহ ও তাঁহার রাসূলই ভাল জানেন। তিনি বলিলেন, বান্দা যতক্ষন নামাযের তলবে থাকে ততক্ষণ সে নামাযের মধ্যেই থাকে।

অপর রেওয়ায়াতে বর্ণিত হইয়াছে যে, তিনি বলিয়াছেন, আমি এইজন্য এমন করিয়াছি, যাহাতে নামাযের উদ্দেশ্যে আমার পদক্ষেপ বেশী হয়। (তাবরানী)

হযরত ছাবেত (রহঃ) বলেন, আমি হযরত আনাস ইবনে মালেক (রাঃ)এর সহিত (বসরায়) জাবিয়া নামক স্থানে হাঁটিতেছিলাম। এমন সময় আযান শুনা গেল। তিনি ছোট ছোট পদক্ষেপে হাঁটিয়া মসজিদে প্রবেশ করিলেন। অতঃপর তিনি আমাকে বলিলেন, হে ছাবেত, জান কি, আমি তোমার সহিত কেন এমন করিয়া হাঁটিলাম? আমি বলিলাম, আল্লাহ ও তাঁহার রাসূলই ভাল জানেন। তিনি বলিলেন, আমি এইজন্য এমন ভাবে হাঁটিয়াছি যেন, নামাযের উদ্দেশ্যে আমার পদক্ষেপ বেশী হয়।

মসজিদের দিকে দ্রুত হাঁটা

তায়ী গোত্রের এক ব্যক্তি তাহার পিতা হইতে বর্ণনা করিয়াছে যে, হযরত আবদুল্লাহ ইবনে মাসউদ (রাঃ) মসজিদের উদ্দেশ্যে বাহির হইয়া দ্রুত হাঁটিতে লাগিলেন। তাঁহাকে বলা হইল, আপনি এমন করিতেছেন, অথচ আপনি এমন করিতে নিষেধ করিয়া থাকেন? তিনি উত্তরে বলিলেন, আমি নামাযের প্রথম অর্থাৎ তাকবীরে উলা ধরিবার ইচ্ছা করিয়াছি।

সালামাহ ইবনে কুহাইল (রহঃ) হইতে অপর এক রেওয়ায়াতে বর্ণিত হইয়াছে যে, হযরত আবদুল্লাহ ইবনে মাসউদ (রাঃ) নামাযের জন্য দৌড়াইতে লাগিলেন, তাঁহাকে এই বিষয়ে জিজ্ঞাসা করা হইলে তিনি বলিলেন, তোমরা যে সকল কাজের জন্য দৌড়াও তাহা অপেক্ষা নামায দৌড়াইবার বেশী যোগ্য নহে কি? (তাবরানী)

নামাযের জন্য তাড়াহুড়া করিতে নিষেধ

আবু কাতাদাহ (রাঃ) বলিয়াছেন, আমরা রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের সহিত নামায পড়িতেছিলাম। এমতাবস্থায় পিছনে কিছু লোকের শোরগোল শুনা গেল। নামায শেষ করিয়া তিনি বলিলেন, তোমাদের কি হইয়াছে? তাহারা বলিলেন, আমরা নামাযের জন্য তাড়াতাড়ি করিয়াছি। তিনি বলিলেন, এমন করিও না, যে কয় রাকাত পাও তাহা পুরা করিবে এবং যাহা ছুটিয়া যায় তাহার কাজা করিয়া লইবে।

মসজিদ কি জন্য নির্মিত হইয়াছে এবং সাহাবা (রাঃ) উহাতে কি করিতেন?

এক বেদুঈনের মসজিদে পেশাব করিবার ঘটনা

হযরত আনাস (রাঃ) বলেন, আমরা রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের সহিত মসজিদে (বসিয়া) ছিলাম। এমন সময় এক বেদুইন আসিয়া মসজিদে দাঁড়াইয়া পেশাব করিতে আরম্ভ করিল। সাহাবা (রাঃ) বলিয়া উঠিলেন, থাম! থাম!রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলিলেন, তাহার পেশাব বন্ধ করিও না, তাহাকে ছাড়। সাহাবা (রাঃ) তাহাকে ছাড়িয়া দিলেন। সে পেশাব করিল। অতঃপর রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম তাহাকে ডাকিয়া বলিলেন, এই সকল মসজিদে মলমূত্র ত্যাগ করা উচিত নহে। ইহা তো আল্লাহর জিকির, নামায ও কুরআন পড়িবার জন্য বানান হইয়াছে। (অথবা রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম যেমন বলিয়াছেন।) অতঃপর তিনি এক ব্যক্তিকে আদেশ করিলে সে এক বালতি পানি আনিয়া উহার উপর ঢালিয়া দিল। (মুসলিম)

www.BANGLAKITAB.com

মসজিদে জিকিরের হালকা

হযরত আবু সাঈদ খুদরী (রাঃ) বলেন, হযরত মুআবিয়া (রাঃ) (ঘর হইতে) বাহির হইয়া মসজিদে বৃত্তাকারে বসা এক জামাতের নিকট গেলেন। তাহাদিগকে জিজ্ঞাসা করিলেন, তোমরা কি জন্য বসিয়াছ? তাঁহারা বলিলেন, আমরা আল্লাহর জিকিরের উদ্দেশ্যে বসিয়াছি। তিনি বলিলেন, আল্লাহর কসম তোমরা কি এইজন্যই বসিয়াছ। তাঁহারা বলিলেন, আমরা এইজন্যই বসিয়াছি। তিনি বলিলেন, তোমাদের প্রতি কোন কুধারণাবশতঃ তোমাদিগকে কসম দেই নাই। আর রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের এইরূপ সান্নিধ্য লাভ করিয়াও আমার ন্যায় এত কম হাদীস কেহ বর্ণনা করে নাই। (অর্থাৎ রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের এইরূপ সান্নিধ্য লাভ করা সত্ত্বেও আমি ভুল–ভ্রান্তির ভয়ে অধিক হাদীস বর্ণনা করি নাই। তথাপি তোমাদের নিকট এই হাদীস বর্ণনা করিতেছি। কাজেই তোমরা ইহার সত্যতার উপর নিশ্চিত হইতে পার।) রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম (একদিন ঘর হইতে) বাহির হইয়া বৃত্তাকারে বসা সাহাবাদের এক জামাতের নিকট গেলেন এবং জিজ্ঞাসা করিলেন, তোমরা কেন বসিয়াছ? তাঁহারা বলিলেন, আমরা আল্লাহর জিকির করিতে বসিয়াছি। আর তিনি যে আমাদিগকে ইসলামের পথ দেখাইয়া আমাদের প্রতি দয়া করিয়াছেন সেইজন্য তাহার প্রশংসা করিতে বসিয়াছি। রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলিলেন, আল্লাহর কসম! তোমরা কি এইজন্যই বসিয়াছ? তাঁহারা জবাব দিলেন, খোদার কসম, আমরা এইজন্যই বসিয়াছি। রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলিলেন, আমি তোমাদের প্রতি কোন কুধারণা বশতঃ তোমাদিগকে কসম দেই নাই, বরং জিবরাঈল (আঃ) আমাকে আসিয়া সংবাদ দিয়াছেন যে, আল্লাহ তায়ালা ফেরেশতাদের নিকট তোমাদেরকে লইয়া গর্ব করিতেছেন। (মুসলিম)

তিন ব্যক্তির ঘটনা

আবু ওয়াকেদ হারেস ইবনে আওফ (রাঃ) বলেন, একবার রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম মসজিদে বসিয়াছিলেন। তাঁহার চতুর্পার্শ্বে অন্যান্য লোকজনও বসিয়াছিল। এমন সময় তিন ব্যক্তি সম্মুখ হইতে আসিল। তন্মধ্যে দুইজন রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের দিকে আগাইয়া আসিল। একজন মজলিসের ভিতর জায়গা দেখিয়া তথায় আসিয়া বসিল। আর অপরজন মজলিসের শেষ প্রান্তেই বসিয়া পড়িল। তৃতীয় জন ফিরিয়া চলিয়া গেল। রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম (কথা ও কাজ) শেষ করিয়া বলিলেন, আমি কি তোমাদিগকে তিন ব্যক্তি সম্পর্কে বলিব? একজন আল্লাহর আশ্রয় গ্রহণ করিয়াছে। আল্লাহও তাহাকে আশ্রয় দান করিয়াছেন। অপরজন লজ্জাবোধ করিয়াছে। আল্লাহও তাহার সহিত লজ্জাবোধের ন্যায় ব্যবহার করিয়াছেন। আর একজন মুখ ফিরাইয়া নিয়াছে। আল্লাহও তাহার দিক হইতে মুখ ফিরাইয়া নিয়াছেন। (বুখারী ও মুসলিম)

মসজিদে কুরআনের মজলিস

হযরত আবু কামরা (রাঃ) বলেন, আমরা রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের মসজিদের বিভিন্ন স্থানে গোলাকার হইয়া বসিয়া কথাবার্তা বলিতেছিলাম। এমন সময় রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম (বিবিদের) কোন এক ঘর হইতে বাহির হইয়া মজলিসগুলির প্রতি দৃষ্টিপাত করিলেন। অতঃপর কুরআনের মজলিসে যাইয়া বসিলেন এবং বলিলেন, আমাকে এই মজলিস সম্পর্কে আদেশ করা হইয়াছে। (কান্য)

কুলাইব ইবনে শিহাব (রহঃ) হইতে বর্ণিত হইয়াছে যে, হযরত আলী (রাঃ) একবার মসজিদে কুরআন পড়া ও শিক্ষাদানের উচ্চস্বর শুনিয়া বলিলেন, এইসকল লোকদের জন্য সুসংবাদ। ইহারাই রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের নিকট অধিক প্রিয় ছিল। (তাবরানী)

অপর এক রেওয়ায়াতে কুলাইব (রহঃ)হইতে বর্ণিত হইয়াছে যে, হযরত আলী (রাঃ) মসজিদে বসিয়াছিলেন, যতদূর মনে পড়ে উহা কুফার মসজিদ হইবে। তিনি মসজিদে উচ্চরব শুনিতে পাইলেন। বলিলেন, ইহারা কাহারা? কুলাইব (রহঃ) বলিলেন, ইহারা কুরআন পড়িতেছে। অথবা বলিলেন, কুরআন শিক্ষা করিতেছে। হযরত আলী (রাঃ) বলিলেন, জানিয়া রাখ, ইহারাই রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের নিকট অধিক প্রিয় ছিল। (বায্যার)

WWW.BANGLAKITAB.com

বাজারের লোকদের সহিত
হযরত আবু হোরায়রা (রাঃ)এর ঘটনা

হযরত আবু হোরায়রা (রাঃ) সম্পর্কে বর্ণিত হইয়াছে যে, তিনি মদীনার বাজারের পথ দিয়া যাইবার সময় সেখানে দাঁড়াইয়া বলিলেন, হে বাজারের লোকেরা, তোমাদিগকে কোন্ জিনিস অপারগ করিয়া রাখিয়াছে? তাহারা বলিল, হে আবু হোরায়রা, কি হইয়াছে? তিনি বলিলেন, ঐদিকে রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের সম্পত্তি বন্টন হইতেছে, আর তোমরা এইখানে বসিয়া আছ! তোমরা যাইয়া কি তোমাদের অংশ লইবে না? তাহারা জিজ্ঞাসা করিল, কোথায়? তিনি বলিলেন, মসজিদে। তাহারা দৌড়াইয়া গেল। হযরত আবু হোরায়রা (রাঃ) তাহাদের অপেক্ষায় দাঁড়াইয়া রহিলেন। তাহারা ফিরিয়া আসিলে তিনি বলিলেন, কি পাইলে? তাহারা উত্তর করিল, হে আবু হোরায়রা, আমরা তো মসজিদে প্রবেশ করিয়াছি, কিন্তু সেখানে কিছুই বন্টন হইতে দেখিলাম না। তিনি বলিলেন, তোমরা কি মসজিদে কাহাকেও দেখ নাই? তাহারা বলিল, হাঁ, একদল লোককে দেখিয়াছি তাহারা নামায পড়িতেছে। অপর একদল কুরআন পড়িতেছে। আর একদল হালাল–হারামের আলোচনা করিতেছে। হযরত আবু হোরায়রা (রাঃ) বলিলেন, তোমাদের বিনাশ হউক, উহাই তো মুহাম্মাদ (সাঃ)এর পরিত্যাক্ত সম্পত্তি! (তাবরানী)

মসজিদে মজলিস সম্পর্কে
হযরত ওমর (রাঃ)এর উক্তি

ইবনে মুআবিয়া কিন্দি (রহঃ) বলেন, আমি সিরিয়া হইতে হযরত ওমর (রাঃ)এর নিকট আসিলে তিনি আমাকে লোকদের সম্পর্কে জিজ্ঞাসা করিলেন, এবং বলিলেন, লোকেরা মনে হয় পাগলা উটের মত মসজিদে প্রবেশ (করিয়া নিজের লোক তালাশ) করে। অতঃপর যদি সে নিজের কওমের মজলিস দেখে অথবা নিজের পরিচিত লোকদের (মজলিস) দেখে তবে তাহাদের সহিত বসে। (অন্যথায় বাহির হইয়া আসে।) আমি বলিলাম, না, বরং বিভিন্ন মজলিস হয় এবং তথায় বসিয়া তাহারা ভাল কথা শিক্ষা করে ও আলোচনা করে। তিনি বলিলেন, যতদিন তোমরা এমন থাকিবে, ভাল থাকিবে।(কান্‌য)

মসজিদ হইতে ইহুদীদের নিকট গমন

হযরত আবু হোরায়রা (রাঃ) বলেন, আমরা একদিন মসজিদে বসিয়াছিলাম। এমন সময় রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম (ঘর হইতে) বাহির হইয়া আসিলেন এবং বলিলেন, 'ইহুদীদের নিকট চল।' (তাহাদের নিকট পৌঁছিয়া) বলিলেন, 'তোমরা ইসলাম গ্রহণ কর, নিরাপদ থাকিবে।' তাহারা উত্তর করিল, 'আপনি পৌঁছাইয়া দিয়াছেন।' তিনি বলিলেন, 'আমি তো ইহাই চাহিতেছি, ইসলাম গ্রহণ কর নিরাপদ থাকিবে।' তাহারা উত্তর করিল, 'আপনি তো পৌঁছাইয়া দিয়াছেন।' তিনি বলিলেন, 'আমি তো ইহাই চাহিতেছি।' এইরূপে তৃতীয় বার বলিলেন। তারপর বলিলেন, 'জানিয়া রাখ, এই যমীন আল্লাহ ও তাঁহার রাসূলের। কাজেই আমি তোমাদিগকে এই যমীন হইতে উৎখাত করিবার ইচ্ছা করিতেছি। তোমরা যে যাহা পার নিজের মালামাল বিক্রয় করিয়া ফেল। অন্যথায় জানিয়া রাখ, এই যমীন আল্লাহ ও তাঁহার রাসূলের। (বুখারী ও মুসলিম)

আহতের জন্য মসজিদে তাঁবু স্থাপন

হযরত আয়েশা (রাঃ) হইতে বর্ণিত হইয়াছে যে, খন্দকের যুদ্ধের দিন হযরত সা'দ (রাঃ) আহত হইলেন। কোরাইশ এর এক ব্যক্তি, যাহার নাম হিব্বান ইবনে আরেকাহ, তাঁহার প্রতি তীর নিক্ষেপ করিয়াছিল। তীর তাঁহার বাহুস্থিত একটি রগে লাগিল। রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম তাঁহার জন্য মসজিদে তাঁবু স্থাপন করিলেন, যেন নিকট হইতে দেখাশুনা করিতে পারেন। তিনি খন্দক হইতে প্রত্যাবর্তন করিয়া অস্ত্রাদি রাখিয়া গোসল করিলেন। এমন সময় মাথা হইতে ধূলাবালি ঝাড়িতে ঝাড়িতে জিবরাঈল (আঃ) সেখানে উপস্থিত হইলেন। বলিলেন, আপনি অস্ত্রত্যাগ করিয়াছেন? খোদার কসম, আমি এখনও অস্ত্র রাখি নাই। আপনি তাহাদের উদ্দেশ্যে বাহির হউন। তিনি বলিলেন, কোথায়? হযরত জিবরাঈল (আঃ) বনু কোরাইজার (মদীনায় অবস্থিত ইহুদী গোত্রের) দিকে ইঙ্গিত করিলেন। রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম তাহাদের নিকট আসিলেন। তাহারা তাঁহার ফয়সালা অনুযায়ী আত্মসমর্পণ করিতে রাজী হইল। তিনি ফয়সালার ভার

WWW.BANGLAKITAB.com

হযরত সা'দ (রাঃ) উপর ন্যাস্ত করিলেন। হযরত সা'দ (রাঃ) বলিলেন, 'আমি এই ফয়সালা করিতেছি যে, তাহাদের যুদ্ধোপযোগী সকলকে কতল করা হউক, তাহাদের নারী ও সন্তানদিগকে বন্দী করা হউক এবং তাহাদের সমস্ত মালামাল মুসলমানদের মধ্যে বন্টন করিয়া দেওয়া হউক।'

হেশাম বলেন, আমার পিতা হযরত আয়েশা (রাঃ) হইতে বর্ণনা করিয়াছেন—অতঃপর হযরত সা'দ (রাঃ) দোয়া করিলেন, 'আয় আল্লাহ, আপনি জানেন, যাহারা আপনার রাসূলকে অবিশ্বাস করিয়াছে ও তাঁহাকে (তাঁহার জন্মভূমি হইতে) বাহির করিয়াছে আপনার সন্তুষ্টি লাভের আশায় তাহাদের সহিত জেহাদ করাই আমার নিকট সর্বাধিক প্রিয়। আয় আল্লাহ, আমার ধারণা এই যে, আপনি তাহাদের সহিত আমাদের যুদ্ধের অবসান করিয়াছেন। আর যদি তাহাদের সহিত আমাদের যুদ্ধ বাকি থাকিয়া থাকে তবে আমাকে জীবিত রাখুন, যেন আমি আপনার সন্তুষ্টিলাভের জন্য তাহাদের বিরুদ্ধে জেহাদ করিতে পারি। আর যদি আপনি যুদ্ধের অবসান করিয়া থাকেন তবে আমার এই জখমকে প্রবাহিত করিয়া দিন এবং ইহাতেই আমাকে মৃত্যু দান করুন। সুতরাং উক্ত রাত্রিতেই তাহার জখম হইতে রক্ত প্রবাহিত হইতে শুরু করিল। মসজিদে বনু গিফারদের অপর একটি তাঁবু ছিল। তাহারা তাহাদের তাঁবুর দিকে হঠাৎ রক্ত প্রবাহিত হইতে দেখিয়া আতঙ্কিত হইল এবং ডাকিয়া বলিল, হে তাঁবু ওয়ালারা, তোমাদের দিক হইতে আমাদের দিকে এইগুলি কি আসিতেছে? (তাহাদের ডাকাডাকির পর) দেখা গেল, হযরত সা'দ (রাঃ)এর জখম হইতে রক্ত প্রবাহিত হইতেছে। ইহাতেই তাঁহার মৃত্যু হইল। (বুখারী ও মুসলিম)

মসজিদে ঘুমান

ইয়াযীদ ইবনে আবদুল্লাহ কুসাইত (রহঃ) বলেন, আহলে সুফফাগণ রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের কতিপয় সাহাবা ছিলেন, যাহাদের কোন ঘর-বাড়ী ছিলনা। তাহারা রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের যুগে মসজিদেই ঘুমাইতেন। সেখানেই আরাম করিতেন। মসজিদ ব্যতীত তাহাদের আর কোন আশ্রয়স্থল ছিল না। রাসূলুল্লাহ

সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম রাত্রে খাওয়ার সময় তাহাদিগকে ডাকিয়া সাহাবাদের মধ্যে বন্টন করিয়া দিতেন। একদল রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের সহিত রাত্রের খানা খাইতেন। অবস্থা স্বচ্ছল হওয়া পর্যন্ত এইভাবেই চলিতেছিল।

হযরত আসমা বিনতে ইয়াযীদ (রাঃ) বলেন, হযরত আবু যার গিফারী (রাঃ) রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের খেদমত করিতেন। যখন তাঁহার খেদমত করিয়া অবসর হইতেন মসজিদে যাইয়া ঘুমাইতেন। ইহাই তাহার ঘর ছিল, সেখানে তিনি ঘুমাইতেন। একবার রাত্রি বেলায় রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম মসজিদে প্রবেশ করিয়া দেখিলেন, হযরত আবু যার (রাঃ) মসজিদে মাটিতে পড়িয়া ঘুমাইতেছেন। তিনি তাহাকে পা দ্বারা নাড়া দিলেন। হযরত আবু যার (রাঃ) সোজা হইয়া বসিলেন। রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলিলেন, কি ব্যাপার, তুমি দেখি মসজিদে ঘুমাইতেছ। তিনি বলিলেন, ইয়া রাসূলাল্লাহ! তবে আমি কোথায় ঘুমাইব? আমার কি ইহা ছাড়া আর কোন ঘর আছে? অতঃপর খেলাফত সম্পর্কিত হাদীস বর্ণনা করিয়াছেন। (আহমাদ)

তাবরানী হযরত আবু যার (রাঃ) সম্পর্কে বর্ণনা করিয়াছেন যে, তিনি রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের খেদমত হইতে অবসর হইয়া মসজিদে ঘুমাইতেন।

হযরত আবু যার (রাঃ) ও অন্যান্য সাহাবা (রাঃ)দের মসজিদে ঘুমানোর আরও ঘটনাবলী পূর্বে সাহাবা (রাঃ)দের আগত মেহমানদের মেহমানদারীর বর্ণনায় বর্ণিত হইয়াছে।

হাসান (রহঃ) হইতে বর্ণিত হইয়াছে যে, তাহাকে মসজিদে দ্বিপ্রহরে আরাম করা সম্পর্কে জিজ্ঞাসা করা হইলে তিনি বলিলেন, আমি হযরত ওসমান (রাঃ)কে তাঁহার খেলাফত কালে মসজিদে দ্বিপ্রহরে আরাম করিতে দেখিয়াছি।

হযরত ইবনে ওমর (রাঃ) বলেন, আমরা যুবকরা রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের যুগে মসজিদে রাত্রিযাপন করিতাম। এবং আমরা জুমআর নামাযের পর ফিরিয়া আসিয়া মসজিদেই আরাম করিতাম।

www.BANGLAKITAB.com

হযরত ওমর ইবনে খাত্তাব (রাঃ) বলিয়াছেন, যদি তোমাদের কাহারো মসজিদে দীর্ঘসময় বসিতে হয় তবে গা এলাইয়া শয়ন করাতে কোন দোষ নাই। কারণ ইহা দীর্ঘসময় বসার বিরক্তি দূরকরণের উত্তম উপায়।

আবু ইসহাক (রহঃ) বলেন, আমি হযরত ইবনে আব্বাস (রাঃ)কে মসজিদে ঘুমানো সম্পর্কে জিজ্ঞাসা করিলে তিনি বলিলেন, তুমি যদি নামায অথবা তওয়াফের অপেক্ষায় ঘুমাও তবে কোন দোষ নাই। (কান্‌য)

তুফান, সূর্যগ্রহণ ও চন্দ্রগ্রহণে মসজিদে গমন

হযরত জাবের (রাঃ) হইতে বর্ণিত হইয়াছে যে, রাত্রিবেলায় জোরে বাতাস বহিতে আরম্ভ করিলে রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম দ্রুত মসজিদে আশ্রয় গ্রহণ করিতেন, যতক্ষণ না বাতাস থামিয়া যাইত। আর আসমানে সূর্যগ্রহণ অথবা চন্দ্রগ্রহণজনিত কোন দুর্ঘটনা ঘটিলে দ্রুত মুসল্লায় দাঁড়াইয়া যাইতেন।

অল্প সময়ের জন্য মসজিদে এতেকাফের নিয়ত করা

হযরত ইয়ালা ইবনে উমাইয়া (রাঃ) রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের একজন সাহাবী। তিনি মসজিদে অল্প সময়ের জন্য বসিলেও এতেকাফের নিয়ত করিতেন। (কান্‌য)

ছাকীফ গোত্রীয় প্রতিনিধিদলের মসজিদে অবস্থান

হযরত আতিয়্যাহ ইবনে সুফইয়ান ইবনে আবদুল্লাহ (রাঃ) বলেন, রমজান মাসে রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের নিকট ছাকীফ গোত্রের প্রতিনিধিদল আসিলে তিনি তাঁহাদের জন্য মসজিদে তাঁবু টাঙ্গাইয়া দিলেন। তাঁহারা ইসলাম গ্রহণ করিয়া রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের সহিত রোযা রাখিয়াছিলেন। (তাবরানী)

হযরত ওসমান ইবনে আস (রাঃ) হইতে বর্ণিত হইয়াছে যে, ছাকীফের প্রতিনিধিদল রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের খেদমতে হাজির হইলে তাহাদিগকে মসজিদে অবস্থান করাইলেন যেন তাহাদের মন অধিক

নরম হয়। এই হাদীসের বাকি অংশ পূর্বে আল্লাহ ও তাঁহার রাসূলের প্রতি দাওয়াতের অধ্যায়ে ছাকীফ গোত্রের ইসলাম গ্রহণের ঘটনায় বর্ণিত হইয়াছে।

নবী করীম (সাঃ) ও সাহাবা (রাঃ) মসজিদে কি কি কাজ করিতেন

হযরত আবদুল্লাহ ইবনে যুবায়ের (রাঃ) বলেন, আমরা একদিন রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের সহিত মসজিদে বসিয়া ভুনা গোশত খাইতেছিলাম। এমন সময় নামাযের একামত আরম্ভ হইল। আমরা পাথরের নুড়িতে হাত মুছা ব্যতীত আর কিছুই করি নাই। (অর্থাৎ এইরূপে হাত মুছিয়াই আমরা নামাযে শরীক হইয়া গেলাম।) (তাবরানী)

হযরত ইবনে ওমর (রাঃ) হইতে বর্ণিত হইয়াছে যে, একবার মসজিদে ফাজীখে রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের খেদমতে আধ পাকা খেজুরের শরবত আনা হইলে তিনি উহা পান করিলেন। এইজন্যই সেই মসজিদকে মসজিদে ফাজীখ বলা হয়। (ফাজীখ শব্দের অর্থ আধ পাকা খেজুরের শরবত)

অপর রেওয়ায়াতে বর্ণিত হইয়াছে যে, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম মসজিদে ফাজীখে ছিলেন। তাঁহার নিকট একঘড়া আধপাকা খেজুরের শরবত আনা হইল। তিনি উহা পান করিলেন। এই কারণেই উক্ত মসজিদের নাম মসজিদে ফাজীখ (অর্থাৎ খেজুর শরবতের মসজিদ) হয়।

মাল খরচ করার অধ্যায়ে মসজিদে খাদ্যসামগ্রী ও মাল বন্টনের ঘটনাবলী,—বাইআতের অধ্যায়ে হযরত ওসমান (রাঃ)এর উদ্দেশ্যে মসজিদে বাইআত গ্রহণ,—সাহাবাদের একতার অধ্যায়ে হযরত আবুবকর (রাঃ)এর উদ্দেশ্যে মসজিদে বাইআত গ্রহণ,—মসজিদে হযরত যেমাম (রাঃ)কে দাওয়াত দেওয়া ও তাঁহার ইসলাম গ্রহণ,—আল্লাহর প্রতি দাওয়াত দানের অধ্যায়ে হযরত কা'ব ইবনে যুহাইর (রাঃ)এর মসজিদে ইসলাম গ্রহণের ঘটনা ও তাঁহার বিখ্যাত কাসিদা পাঠ করা,—সাহাবাদের একতার অধ্যায়ে পরামর্শের জন্য আহলে শূরাদের মসজিদে বৈঠক,—মাল খরচ করার অধ্যায়ে সাহাবা

www.BANGLAKITAB.com

(রাঃ)দের রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের সহিত সকালবেলা মসজিদে বসা,—দুনিয়া প্রশস্ত হওয়ার উপর ভীত হইবার বর্ণনায় হযরত ওমর (রাঃ)এর নামাযের পর লোকদের প্রয়োজনে মসজিদে বসা এবং আল্লাহ ও তাঁহার রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের প্রতি ভালবাসার সম্পর্কের অধ্যায়ে রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের বিদায়ে হযরত আবু বকর (রাঃ) ও সাহাবা (রাঃ)দের মসজিদে বসিয়া কান্নাকাটির ঘটনাবলী পূর্বে বর্ণিত হইয়াছে।

নবী করীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম ও সাহাবায়ে কেরাম (রাঃ) মসজিদে কি কাজ অপছন্দ করিতেন

মসজিদে তাশবীক করা

ইমাম আহমাদ (রহঃ) হইতে বর্ণিত হইয়াছে যে, হযরত আবু সাঈদ খুদরী (রাঃ)এর একজন গোলাম বলিয়াছেন যে, আমি হযরত আবু সাঈদ (রাঃ)এর সহিত ছিলাম। আমরা রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের সহিত মসজিদে প্রবেশ করিয়া দেখিলাম,এক ব্যক্তি মসজিদের মাঝখানে তাহার এক হাতের আঙ্গুল অপর হাতের আঙ্গুলসমূহের মাঝে আটকাইয়া দুই হাতে হাঁটুদ্বয় পেচাইয়া বসিয়া আছে। রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম তাহার প্রতি ইশারা করিলেন, কিন্তু সে রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের ইশারা বুঝিতে পারিল না। তিনি হযরত আবু সাঈদ (রাঃ)এর প্রতি চাহিলেন এবং বলিলেন, তোমরা মসজিদে অবস্থানকালে তাশবীক (অর্থাৎ একহাতের আঙ্গুল অপর হাতের আঙ্গুলের মধ্যে প্রবেশ করানো) করিবে না। কারণ তাশবীক শয়তানের কাজ। আর যে কেহ মসজিদে বসিয়া থাকে যতক্ষণ সে মসজিদ হইতে বাহির না হয় ততক্ষণ সে নামাযের মধ্যে থাকে।

পেঁয়াজ রসুন খাইয়া মসজিদে প্রবেশ করা

হযরত আবু বকর সিদ্দীক (রাঃ) বলেন, যখন রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু

আলাইহি ওয়াসাল্লাম খাইবার বিজয় করিলেন, তখন লোকেরা রসুন সংগ্রহ করিতে লাগিল ও উহা খাইতে আরম্ভ করিল। রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলিলেন, 'যে কেহ এই খবীস সবজি খাইবে, সে যেন আমাদের মসজিদের নিকটে না আসে।' (তাবরানী)

হযরত ওমর ইবনে খাত্তাব (রাঃ) সম্পর্কে বর্ণিত হইয়াছে যে, তিনি জুমআর দিন খুতবার সময় বলিলেন, 'অতঃপর হে লোকসকল, তোমরা পেঁয়াজ ও রসুন এই দুইটি গাছ খাও। আমি উহাকে খবীস মনে করি। আমি রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামকে দেখিয়াছি, মসজিদে কাহারও নিকট উহার দুর্গন্ধ পাওয়া গেলে তাহাকে বাকী' (মদীনার গোরস্থান অবস্থিত জায়গার নাম) পর্যন্ত বাহির করিয়া দিবার আদেশ করিতেন। তবে যে কেহ উহা খাইতে ইচ্ছা করে সে যেন রান্না করিয়া উহার দুর্গন্ধ দূর করিয়া লয়। (তারগীব)

মসজিদের দেয়ালে কফ, থুথু ফেলা

হযরত ইবনে ওমর (রাঃ) বলেন, একদিন রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম খুতবা দিবার সময় কেবলার দিকে মসজিদের দেয়ালে কফ দেখিতে পাইয়া লোকদের উপর অত্যন্ত অসন্তুষ্ট হইলেন। অতঃপর উহা খুঁটিয়া ফেলিয়া দিলেন। বর্ণনাকারী বলেন, আমার মনে হয় তিনি ইহাও বলিয়াছেন যে, জাফরান আনাইয়া উক্ত স্থানে ঘষিয়া দিলেন। তারপর বলিলেন, যখন কেহ নামায পড়ে আল্লাহ আযযা ও জাল্লা তাহার সম্মুখে অবস্থান করেন। কাজেই কেহ সম্মুখে থু থু ফেলিবে না।

হযরত আবু সাঈদ (রাঃ) হইতে বর্ণিত রেওয়ায়াতে আছে যে, অতঃপর রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম রাগান্বিত হইয়া লোকদের প্রতি চাহিলেন এবং বলিলেন, তোমাদের কেহ কি ইহা পছন্দ করিবে যে, কেহ তাহার সম্মুখে আসে আর সে তাহার মুখে থু থু দেয়? তোমাদের কেহ যখন নামাযে দাঁড়ায় তখন সে আল্লাহকে সম্মুখে লইয়া দাঁড়ায় তাহার ডাইনে ফেরেশতা থাকে। কাজেই কেহ সামনে অথবা ডাইনে থু থু ফেলিবে না। (তারগীব)

WWW.BANGLAKITAB.COM

হযরত আবু হোরায়রা (রাঃ) বলিয়াছেন, মসজিদ কফ–থুথুর দ্বারা এইরূপ সংকুচিত হয় যেরূপ গোশত অথবা চামড়ার টুকরা আগুনে পড়িলে সংকুচিত হয়। (অর্থাৎ মসজিদে অবস্থানরত ফেরেশতাগণ কষ্ট পান।) (কান্য)

মসজিদে তীর-তলওয়ার উন্মুক্ত করা

হযরত জাবের (রাঃ) হইতে বর্ণিত হইয়াছে যে, হযরত বান্নাহ জুহানী (রাঃ) তাঁহাকে বলিয়াছেন, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম মসজিদে একদল লোককে দেখিলেন, অপর রেওয়ায়াতে আছে মসজিদে একদল লোকের নিকট গেলেন, তাহারা পরস্পর উন্মুক্ত তলওয়ার আদান প্রদান করিতেছেন। তিনি বলিলেন, যে এরূপ করিবে তাহার উপর আল্লাহর লানত হউক। আমি কি এরূপ করিতে নিষেধ করি নাই।

অপর রেওয়ায়াতে আছে, আমি কি তোমাদিগকে এরূপ করিতে নিষেধ করি নাই? তোমাদের মধ্যে কেহ যদি তলওয়ার উন্মুক্ত করে এবং অপরকে প্রদান করিতে চাহে সে যেন প্রথম উহা খাপে বন্ধ করে তারপর তাহাকে প্রদান করে।

সালমান ইবনে মূসা (রহঃ) হইতে বর্ণিত হইয়াছে যে, হযরত জাবের ইবনে আবদুল্লাহ (রাঃ)এর নিকট মসজিদে তলওয়ার উন্মুক্ত করা সম্পর্কে জিজ্ঞাসা করা হইলে তিনি বলিলেন, আমরা উহাকে মাকরূহ মনে করিতাম। মসজিদের ভিতর কেহ তীর সদকা করিতেছিল। রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম তাহাকে আদেশ করিলেন যেন সে মসজিদের ভিতর দিয়া যাইতে তীরের সম্পূর্ণ ফলা মুঠিতে ধারণ করিয়া চলে। (কান্য)

মুহাম্মাদ ইবনে ওবায়দুল্লাহ (রহঃ) বলেন, আমরা মসজিদে হযরত আবু সাঈদ খুদরী (রাঃ)এর নিকট উপস্থিত ছিলাম। এক ব্যক্তি একটি তীর নাড়াচাড়া করিলে তিনি বলিলেন, এই ব্যক্তি কি জানেনা যে, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম মসজিদে অস্ত্র নাড়াচাড়া করিতে নিষেধ করিয়াছেন? (তাবরানী)

মসজিদে হারানো জিনিসের ঘোষণা

হযরত বুরাইদাহ (রাঃ) হইতে বর্ণিত হইয়াছে যে, এক ব্যক্তি মসজিদে তাহার হারানো জিনিস খোঁজ করিবার উদ্দেশ্যে বলিল, কে আছে (আমার) লাল উটটির খোঁজ দিতে পারে? রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলিলেন, তুমি যেন (উহা) না পাও। মসজিদ মসজিদের কাজের জন্য তৈয়ার হইয়াছে। (অর্থাৎ মসজিদ এই কাজের জন্য নহে।)

অপর এক রেওয়ায়াতে বর্ণিত হইয়াছে যে, হযরত আবদুল্লাহ ইবনে মাসউদ (রাঃ) এক ব্যক্তিকে দেখিলেন, মসজিদে হারানো জিনিসের ঘোষণা করিতেছে। তিনি তাহাকে ধমক দিয়া চুপ করাইয়া দিলেন। তারপর বলিলেন, আমাদিগকে এই কাজ হইতে নিষেধ করা হইয়াছে। (তারগীব)

ইবনে সীরীন (রহঃ) হইতে বর্ণিত হইয়াছে যে, হযরত উবাই ইবনে কা'ব (রাঃ) এক ব্যক্তিকে মসজিদে তাহার হারানো জিনিসের ঘোষণা করিতে দেখিয়া তাহাকে ধমক দিলেন। সে বলিল হে আবুল মুনযির, আপনি তো খারাপ লোক ছিলেন না। তিনি বলিলেন, আমাদিগকে এরূপ করিতে আদেশ করা হইয়াছে। (কান্য)

মসজিদে উচ্চ আওয়াজ

সায়েব ইবনে ইয়াযীদ (রহঃ) বলেন, আমি মসজিদে ঘুমাইয়া ছিলাম। কেহ আমাকে ছোট একটি পাথর মারিল। আমি জাগিয়া দেখিলাম, হযরত ওমর ইবনে খাত্তাব (রাঃ)। তিনি আমাকে বলিলেন, যাও, এই দুই ব্যক্তিকে ডাকিয়া আন। আমি তাহাদের দুইজনকে ডাকিয়া আনিলাম। তিনি জিজ্ঞাসা করিলেন, তোমরা কাহারা? তাহারা বলিল, আমরা তায়েফের লোক। তিনি বলিলেন, তোমরা যদি এই শহরের লোক হইতে তবে আমি তোমাদিগকে শাস্তি দিতাম। রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের মসজিদে আওয়াজ উঁচু করিতেছ!

অপর রেওয়ায়াতে বর্ণিত হইয়াছে যে,হযরত ওমর (রাঃ) মসজিদে এক ব্যক্তির উচ্চস্বর শুনিয়া তাহাকে বলিলেন, জান, তুমি কোথায় আছ? জান, তুমি কোথায় আছ? অর্থাৎ তিনি উচ্চ আওয়াজকে অপছন্দ করিলেন। (কান্য)

www.BANGLAKITAB.com

হযরত আবদুল্লাহ ইবনে ওমর (রাঃ) হইতে বর্ণিত হইয়াছে যে, হযরত ওমর (রাঃ) মসজিদে যাইবার কালে ঘোষণা করিতেন, 'উচ্চস্বরে কথা বলিবে না।' অপর এক রেওয়ায়াতে আছে,উচ্চস্বরে ঘোষণা করিতেন, 'মসজিদে বাজে কথা হইতে পরহেজ কর।' অন্য রেওয়ায়াতে আছে যে, হযরত ওমর (রাঃ) মসজিদে স্বর উঁচু করিতে নিষেধ করিয়াছেন এবং বলিয়াছেন আমাদের এই মসজিদে আওয়াজ উঁচু করা যাইবে না।

সালেম হইতে বর্ণিত হইয়াছে যে, হযরত ওমর (রাঃ) মসজিদের পার্শ্বে একটি খোলা জায়গা তৈয়ার করিয়াছিলেন। যাহাকে 'বুতাইহা' বলা হইত। তিনি বলিতেন,যাহার বাজে কথা বলিতে ও কবিতা আবৃত্তি করিতে অথবা আওয়াজ উঁচু করিতে ইচ্ছা হয় সে যেন ঐ স্থানে চলিয়া যায়।

তারেক ইবনে শেহাব (রহঃ) হইতে বর্ণিত হইয়াছে যে, হযরত ওমর ইবনে খাত্তাব (রাঃ)এর নিকট এক ব্যক্তিকে কোন অপরাধের কারণে হাজির করা হইলে তিনি বলিলেন, ইহাকে মসজিদের বাহিরে লইয়া যাও এবং মার। (কানয)

মসজিদে কেবলার দিকে হেলান দেওয়া

হযরত আবদুল্লাহ ইবনে মাসউদ (রাঃ) একদল লোককে ফজরের আজান ও একামতের মধ্যবর্তী সময়ে দেখিলেন, তাহারা মসজিদের কেবলার দিকের দেয়ালে হেলান দিয়া বসিয়া আছে। তিনি বলিলেন, তোমরা ফেরেশতা ও তাহাদের নামাযের মধ্যে আড়াল হইও না।

সেহরীর সময় মসজিদের সম্মুখ ভাগে নামায পড়া

আবদুল্লাহ ইবনে আমের আলহানী (রহঃ) বলেন, হযরত হারেস ইবনে সা'দ তায়ী (রাঃ) যিনি নবী করীম (সাঃ)এর যুগ পাইয়াছিলেন, তিনি একদিন সেহরীর সময় লোকদিগকে দেখিলেন, তাহারা মসজিদের সম্মুখ ভাগে নামায পড়িতেছে। বলিলেন, কা'বার রবের কসম, ইহারা রিয়াকার। ইহাদিগকে ভীতসন্ত্রস্ত কর। যে ব্যক্তি ইহাদিগকে ভীতসন্ত্রস্থ করিবে সে আল্লাহ ও তাঁহার রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের ফরমাবরদারী করিল। সুতরাং

লোকজন আসিয়া তাহাদিগকে বাহির করিয়া দিল। অতঃপর তিনি বলিলেন, সেহরীর সময় মসজিদের সম্মুখ ভাগে ফেরেশতাগণ নামায পড়েন। (তাবরানী)

মসজিদের প্রত্যেক স্তম্ভের নিকট নামায পড়া

মুররাহ হামদানী (রহঃ) বলেন, আমি মনে মনে সিদ্ধান্ত লইলাম যে, কূফার মসজিদের প্রত্যেকটি স্তম্ভের পিছনে দুই রাকাত করিয়া নামায পড়িব। অতঃপর আমি নামায পড়িতে আরম্ভ করিয়াছি এমন সময় হযরত আবদুল্লাহ ইবনে মাসউদ (রাঃ)কে মসজিদে দেখিতে পাইয়া আমার উদ্দেশ্য সম্পর্কে জানাইবার জন্য তাঁহার নিকট আসিলাম। আসিয়া দেখিলাম, এক ব্যক্তি আমার পূর্বেই আমার এই কাজ সম্পর্কে তাঁহাকে সংবাদ দিয়াছে। হযরত ইবনে মাসউদ (রাঃ) বলিলেন, সে (মুররাহ) যদি জানিত যে, আল্লাহ তায়ালা নিকটতম স্তম্ভের নিকটেই আছেন তবে সে সেইখানেই নামায শেষ করিত। উহা অতিক্রম করিত না। (তাবরানী)

নবী করীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম ও সাহাবাদের আযানের প্রতি যত্নবান হওয়া

আযানের পদ্ধতি সম্পর্কে চিন্তা-ফিকির

আবু ওমায়ের ইবনে আনাস (রহঃ) তাহার আনসারী ফুফু হইতে বর্ণনা করেন যে, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম নামাযের জন্য লোকদেরকে কিভাবে একত্রিত করিবেন এই ব্যাপারে চিন্তিত হইলেন। কেহ বলিলেন, নামাযের সময় হইলে ঝাণ্ডা টাঙাইয়া দিন। লোকরা উহা দেখিয়া একে অপরকে খবর দিয়া দিবে। কিন্তু উহা তাঁহার পছন্দ হইল না। তারপর তাঁহাকে ইহুদীদের শিঙ্গার কথা বলা হইল। উহাও তিনি পছন্দ করিলেন না। বলিলেন, উহা ইহুদীদের প্রথা। তারপর তাঁহাকে ঘন্টার কথা বলা হইল। তিনি বলিলেন, উহা তো নাসারাদের প্রথা। হযরত আবদুল্লাহ ইবনে যায়েদ (রাঃ) রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের চিন্তায় চিন্তিত হইয়া বাড়ী ফিরিলেন এবং স্বপ্নে তাঁহাকে আযানের নিয়ম দেখানো হইল।

www.BANGLAKITAB.com

হযরত আবদুল্লাহ ইবনে যায়েদ (রাঃ) হইতে বর্ণিত হইয়াছে যে, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম নামাযের আযান সম্পর্কে চিন্তিত হইলেন। ইতিপূর্বে উহার পদ্ধতি এই ছিল যে, নামাযের সময় হইলে এক ব্যক্তিকে উঁচু জায়গায় উঠাইয়া দেওয়া হইত। এবং সে হাত দ্বারা লোকদিগকে ইশারা করিত। ইহাতে যে দেখিতে পাইত সে তো নামাযে উপস্থিত হইত। আর যে দেখিতে পাইত না সে নামায সম্পর্কে জানিতে পারিত না।

এইজন্য রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম খুবই চিন্তাযুক্ত হইলেন। কেহ বলিলেন, ইয়া রাসূলাল্লাহ, ঘন্টা বাজাইবার আদেশ করিলে ভাল হয়। রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলিলেন, না, ইহা নাসারাদের প্রথা। কেহ কেহ বলিলেন, শিঙ্গা বাজাইবার আদেশ করুন। তিনি বলিলেন, না, ইহা ইহুদীদের প্রথা। হযরত আবদুল্লাহ ইবনে যায়েদ (রাঃ) বলেন, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামকে এই ব্যাপারে চিন্তাযুক্ত দেখিয়া আমি অত্যন্ত চিন্তিত অবস্থায় বাড়ী ফিরিলাম। রাত্রিতে ফজরের পূর্বে তন্দ্রাচ্ছন্ন অবস্থায় আমি সবুজ কাপড় পরিহিত এক ব্যক্তিকে দেখিতে পাইলাম। আমি ঘুমন্ত ও জাগ্রত উভয়ের মাঝামাঝি তন্দ্রাবস্থায় ছিলাম। দেখিলাম সে মসজিদের ছাদে উঠিয়া তাহার দুই আঙ্গুল উভয় কর্ণে প্রবেশ করাইয়া আযান দিতেছে।

হযরত আনাস (রাঃ বলেন, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের যুগে নামাযের সময় হইলে এক ব্যক্তি রাস্তায় দৌড়াইয়া নামায নামায বলিয়া আওয়াজ দিত। এই পদ্ধতি লোকদের জন্য কষ্টকর হইলে তাহারা বলিল, আমরা যদি ঘন্টার ব্যবস্থা করি তবে ভাল হয়। অতঃপর তিনি হাদীসের অবশিষ্টাংশ উল্লেখ করিয়াছেন। (কান্য)

আযানের হুকুম হইবার পূর্বের পদ্ধতি

নাফে' ইবনে জুবায়ের, ওরওয়া ও যায়েদ ইবনে আসলাম এবং সাঈদ ইবনে মুসাইয়্যেব (রহঃ) ইহারা সকলেই বলিয়াছেন যে, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের যুগে আযানের হুকুম হইবার পূর্বে নিয়ম এই ছিল যে, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম প্রেরিত এক ব্যক্তি আস্সালাতু জামিয়াতুন অর্থাৎ নামাযের সময় হইয়াছে বলিয়া আওয়াজ দিত এবং লোকজন একত্রিত হইয়া যাইত। তারপর যখন কা'বা শরীফের দিকে কেবলা পরিবর্তন হইল তখন আযানের হুকুম হইল। আযানের ব্যাপারটি রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামকে অত্যন্ত চিন্তাযুক্ত করিয়াছিল। সাহাবায়ে কেরাম (রাঃ) নামাযের উদ্দেশ্যে লোকদিগকে একত্রিত করিবার জন্য বিভিন্ন জিনিসের কথা বলিয়াছিলেন। কেহ শিঙ্গার কথা বলিলেন, কেহ বা ঘন্টার কথা বলিলেন, ইবনে সা'দ (রহঃ) এই হাদীস বর্ণনা করিয়া উহার শেষে ইহাও উল্লেখ করিয়াছেন যে, উপরোক্ত বর্ণনাকারীগণ বলিয়াছেন, তারপর প্রচলিত নিয়মে আযান দেওয়া আরম্ভ হইল। আর আস্সালাতু জামিয়াতুন এর নিয়মটি (আযানের পরিবর্তে) লোকদিগকে উপস্থিত কোন কাজের উদ্দেশ্যে ডাকিবার জন্য ব্যবহার হইতে লাগিল। যেমন, কোন বিজয়ের চিঠি পড়া হইবে, উহা শুনিবার জন্য অথবা বিশেষ কোন আদেশ জারি করিবার জন্য নামাযের সময় না হইলেও আসসালাতু জামিয়াতুন বলিয়া ডাকা হইত। (ইবনে সা'দ)

হযরত সা'দ (রাঃ)এর আযান

হযরত সা'দ কারায (রাঃ) হইতে বর্ণিত হইয়াছে যে, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম যখনই কোবাতে আসিতেন হযরত বেলাল (রাঃ) আযান দিতেন, যেন লোকেরা রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের আগমন সম্পর্কে অবগত হইয়া তাঁহার নিকট উপস্থিত হয়। একদিন তিনি আসিলেন, কিন্তু তাহার সহিত হযরত বেলাল (রাঃ) ছিলেন না। কোবাবাসীদের হাবশী গোলামগণ একে অপরের দিকে চাহিতেছিল। হযরত সা'দ (রাঃ) একটি খেজুর গাছে চড়িয়া আযান দিলেন। রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম তাহাকে বলিলেন, হে সা'দ তুমি কেন আযান দিলে? তিনি বলিলেন, আমার পিতামাতা আপনার উপর কোরবান হউক, আমি আপনাকে অল্প কয়েকজন লোকের মাঝে দেখিতে পাইলাম এবং বেলালকেও আপনার সহিত দেখিতে পাইলাম না। আর দেখিলাম, এই সকল হাবশী গোলামগণ একবার আপনার দিকে চাহিতেছে, আবার নিজেরা একে অপরের প্রতি চাহিতেছে। ইহাদের

www.BANGLAKITAB.com

পক্ষ হইতে আপনার উপর (আক্রমণের) আশঙ্কা করিয়া আমি আযান দিয়াছি। তিনি বলিলেন, হে সা'দ, তুমি ঠিক করিয়াছ। আমার সহিত যখন বেলালকে না দেখিবে তখন তুমি আযান দিয়া দিবে। হযরত সা'দ (রাঃ) রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের জীবদ্দশায় তিন বার আযান দিয়াছিলেন। (তাবরানী)

আযান ও মুয়াযযিনদের সম্পর্কে সাহাবা (রাঃ)দের উক্তি

হযরত আবুল ওক্কাস (রাঃ) হইতে বর্ণিত হইয়াছে যে, কেয়ামতের দিন আল্লাহর নিকট মুয়াযযিনদের অংশ মুজাহেদীনের অংশের মত হইবে। আযান ও একামতের মধ্যবর্তী সময়ে মুয়াযযিনের উদাহরন এমন, যেমন কোন শহীদ আল্লাহর রাস্তায় আপন রক্তের উপর গড়াগড়ি খাইতেছে।

হযরত আবদুল্লাহ ইবনে মাসউদ (রাঃ) বলিয়াছেন, আমি যদি মুয়াযযিন হইতে পারিতাম তবে হজ্ব, ওমরা ও জেহাদের পরওয়া করিতাম না।

হযরত ওমর ইবনে খাত্তাব (রাঃ) বলিয়াছেন, আমি যদি মুয়াযযিন হইতে 'পারিতাম তবে আমার সর্ববিষয় পূর্ণ হইয়া যাইত। এবং আমি রাত্রের কেয়াম (নামায) ও দিনের রোযার পরওয়া করিতাম না। কারণ আমি রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামকে বলিতে শুনিয়াছি—হে আল্লাহ, মুয়াযযিনদিগকে মাফ করিয়া দিন, হে আল্লাহ, মুয়াযযিনদিগকে মাফ করিয়া দিন। আমি বলিলাম, ইয়া রাসূলাল্লাহ, আপনি তো আমাদের অবস্থা এমন করিয়া দিলেন যে, আমরা এখন আযানের জন্য তলোওয়ার লইয়া মারামারি করিব। তিনি বলিলেন, কখনও এমন হইবে না, হে ওমর, শীঘ্রই লোকদের উপর এমন যুগ আসিবে যে, তাহারা তাহাদের কমযোর লোকদের উপর আযানের দায়িত্ব ন্যাস্ত করিবে। (প্রকৃতপক্ষে) আল্লাহতায়ালা এই সকল গোশতকে অর্থাৎ মুয়াযযিনদের গোশতকে জাহান্নামের উপর হারাম করিয়া দিয়াছেন। হযরত আয়েশা (রাঃ) বলিয়াছেন, এই আয়াতে—

وَمَنْ اَحْسَنُ قَوْلاً مِّمَّنْ دَعَا اِلَى اللّٰهِ . . . . مِنَ الْمُسْلِمِيْنَ

অর্থ ঃ আর সেই ব্যক্তি অপেক্ষা আর কাহার কথা অধিকতর উৎকৃষ্ট হইতে পারে যিনি আল্লাহর প্রতি আহ্বান করেন এবং নিজেও নেক কাজ করেন এবং বলেন আমি ও মুসলমানদের অন্তর্ভুক্ত একজন।

মুয়াযযিন সম্পর্কে বলা হইয়াছে। সুতরাং যখন সে বলিল, আল্লাহর প্রতি আহ্বান করিল। আর যখন সে নামায পড়িল, নেক আমল করিল। সে যখন বলিল, মুসলমানদের অন্তর্ভুক্ত হইয়া গেল।

আবু মা'শার (রহঃ) বলেন, আমার নিকট এই খবর পৌছিয়াছে যে, হযরত ওমর ইবনে খাত্তাব (রাঃ) বলিয়াছেন, আমি যদি মুয়াযযিন হইতাম তবে আমি ফরজ হজ্ব ব্যতীত নফল হজ্ব ও ওমরার পরওয়া করিতাম না। ফেরেশতাগণ যদি যমীনবাসী হইত তবে আযানের ব্যাপারে কেহ তাহাদের উপর জয়ী হইতে পারিত না। (কান্য)

কায়েস ইবনে আবি হাযেম (রহঃ) বলেন, আমরা হযরত ওমর (রাঃ)এর নিকট আসিলে তিনি জিজ্ঞাসা করিলেন, তোমাদের মুয়াযযিন কাহারা? আমরা বলিলাম, আমাদের গোলামগণ। তিনি বলিলেন, ইহা তোমাদের জন্য বড় দোষণীয় জিনিস। এই খেলাফতের দায়িত্ব পালনের পর আযান দিবার শক্তি থাকিলে আমি অবশ্যই আযান দিতাম। (কান্য)

হযরত আলী (রাঃ) বলেন, আমি এইজন্য আফসোস করি যে, আমি হাসান ও হুসাইনকে মুয়াযযিন নিযুক্ত করিবার জন্য রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামকে কেন অনুরোধ করিলাম না। (তাবরানী)

হযরত আবদুল্লাহ ইবনে মাসউদ (রাঃ) বলিয়াছেন যে, আমি ইহা পছন্দ করি না যে, অন্ধ বা ক্বারীগণ তোমাদের মুয়াযযিন হউক। (তাবরানী)

আযানে সুর করা ও উহার বিনিময় গ্রহণ করা

ইয়াহইয়া বাক্কা (রহঃ) বলেন, এক ব্যক্তি হযরত আবদুল্লাহ ইবনে ওমর (রাঃ)কে বলিল, আমি আপনাকে আল্লাহর ওয়াস্তে মুহব্বত করি। তিনি বলিলেন, কিন্তু আমি তোমাকে আল্লাহর ওয়াস্তে ঘৃণা করি। সে বলিল, কেন?

www.BANGLAKITAB.com

তিনি বলিলেন, কারণ তুমি সুর করিয়া আযান দাও ও উহার জন্য পারিশ্রমিক গ্রহণ কর। (তাবরানী)

আযানের আওয়াজ শুনিতে না পাইলে আক্রমনের নির্দেশ

খালেদ ইবনে সাঈদ (রহঃ) তাহার পিতা হইতে বর্ণনা করেন যে, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম হযরত খালেদ ইবনে সাঈদ ইবনে আ'স (রাঃ)কে ইয়ামান পাঠাইবার কালে বলিলেন, তুমি যদি কোন গ্রামের নিকট উপস্থিত হও। আর সেখানে আযান শুনিতে না পাও তবে তাহাদিগকে বন্দী করিবে। তিনি বনু যুবায়েদ এর নিকট উপস্থিত হইলেন এবং আযান শুনিতে না পাইয়া তাহাদিগকে বন্দী করিলেন। অতঃপর আমর ইবনে মা'দী কারাব আসিয়া তাহার নিকট সুপারিশ করিলে তিনি তাহাদিগকে মুক্ত করিয়া দিলেন। (কানয)

তালহা ইবনে আবদুল্লাহ ইবনে আবদুর রহমান ইবনে আবুবকর (রহঃ) বলেন, হযরত আবু বকর (রাঃ) মুরতাদদের বিরুদ্ধে সৈন্য প্রেরণের সময় আমীরদিগকে এই আদেশ করিতেন যে, যদি তোমরা কোন এলাকায় প্রবেশ কর। আর সেখানে আযান শুনিতে পাও তবে তাহাদের উপর আক্রমণ করিও না, যতক্ষণ না তাহাদিগকে জিজ্ঞাসা করিয়া (জানিয়া) লও যে, তোমরা (ইসলামের) কোন্ জিনিসকে অপছন্দ করিতেছ। আর যদি আযান শুনিতে না পাও তবে তাহাদের উপর আক্রমণ কর, তাহাদিগকে কতল কর, জ্বালাইয়া দাও এবং অতিমাত্রায় কতল ও আহত করিবে। তোমাদের নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের মৃত্যুতে তোমাদের মধ্যে যেন কোনপ্রকার দুর্বলতা প্রকাশ না পায়।

জুহরী হইতে বর্ণিত হইয়াছে যে, হযরত আবু বকর সিদ্দীক (রাঃ) যখন মুরতাদদের বিরুদ্ধে লড়াই করিবার জন্য জামাত পাঠাইলেন, তখন তাহাদিগকে বলিলেন, রাত্রিতে আক্রমণ করিবে। কিন্তু যেখানে আযান শুনিতে পাও সেখানে আক্রমণ হইতে বিরত থাকিবে,কারণ আযান ঈমানের আলামত। (কানয)

নবী করীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম ও সাহাবাদের (রাঃ) নামাযের জন্য অপেক্ষা করা

নবী করীম (সাঃ)এর তরিকা

হযরত আলী (রাঃ) বলিয়াছেন, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম মসজিদে জামাতের সময় হইয়া গেলে যদি লোকজন কম দেখিতেন, বসিয়া যাইতেন, নামায আরম্ভ করিতেন না। আর যখন অনেক লোক একত্রিত হইয়াছে দেখিতেন, নামায আরম্ভ করিতেন।

হযরত আবদুল্লাহ ইবনে আবি আওফা (রাঃ) হইতে বর্ণিত হইয়াছে যে, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম যতক্ষণ জুতার আওয়াজ শুনিতে পাইতেন ততক্ষণ অপেক্ষা করিতেন। (কান্য)

হযরত ওমর (রাঃ) বলিয়াছেন, একবার রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম একটি লশকর তৈয়ার করিলেন। ইহাতে অর্ধ রাত্রি পার হইয়া গেল, অথবা অর্ধরাত্রি হইয়া গেল। তারপর নামাযের জন্য আসিলেন। এবং বলিলেন, লোকেরা নামায পড়িয়া চলিয়া গিয়াছে, আর তোমরা নামাযের অপেক্ষা করিতেছ। জানিয়া রাখ, তোমরা যতক্ষণ নামাযের জন্য অপেক্ষা করিবে ততক্ষণ নামাযের মধ্যেই গণ্য হইবে। (কান্য)

হযরত আবদুল্লাহ ইবনে আমর (রাঃ) বলিয়াছেন যে, একবার রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম মাগরিবের নামায পড়িলেন। যাহারা যাইবার চলিয়া গেল, আর যাহারা থাকিবার রহিয়া গেল। এমন সময় রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বাহির হইয়া আসিয়া বলিলেন, এই যে, তোমাদের রব আসমানের দরজাসমূহের মধ্য হইতে একটি দরজা খুলিয়া ফেরেশতাদের সহিত তোমাদের সম্পর্কে গর্ব করিতেছেন। তিনি বলিতেছেন, আমার বান্দাগন একটি ফরজ আদায় করিয়াছে, আবার অপরটির জন্য অপেক্ষা করিতেছে। (কান্য)

আবু উমামাহ সাকাফী (রহঃ) বলেন, জোহরের নামাযের পর হযরত মুআবিয়া (রাঃ) বাহির হইয়া আসিলেন এবং বলিলেন, আমি আসা পর্যন্ত তোমরা নিজস্থানে অবস্থান কর। অতঃপর তিনি চাদর পরিয়া আমাদের নিকট আসিলেন। আসরের নামায পড়িবার পর তিনি আমাদিগকে বলিলেন,

www.BANGLAKITAB.com

রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের একটি ঘটনা আমি তোমাদিগকে বলিব কি? আমরা বলিলাম, হাঁ, বলুন। তিনি বলিলেন, একবার সাহাবায়ে কেরাম (রাঃ) জোহরের নামায পড়িয়া বসিয়া রহিলেন। রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম তাহাদের নিকট আসিয়া জিজ্ঞাসা করিলেন, তোমরা কি এখনও উঠ নাই? তাহারা বলিলেন, না। তিনি বলিলেন, তোমরা যদি দেখিতে, তোমাদের রব্ব আসমানের দরজা খুলিয়া ফেরেশতাদের সহিত তোমাদের মজলিস দেখাইয়া এইজন্য গর্ব করিতেছেন যে, তোমরা নামাযের জন্য অপেক্ষা করিতেছ। (তাবরানী)

হযরত আনাস (রাঃ) হইতে বর্ণিত হইয়াছে যে, একবার রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম এশার নামাযে অর্ধরাত্র পর্যন্ত দেরী করিলেন। অতঃপর নামাযের শেষে মুখ ফিরাইয়া বলিলেন, লোকেরা নামায পড়িয়া ঘুমাইয়া পড়িয়াছে। আর তোমরা যতক্ষণ নামাযের অপেক্ষারত রহিয়াছ নামাযের মধ্যেই গণ্য হইয়াছে।

হযরত আবু হোরায়রা (রাঃ) হইতে অপর এক হাদীসে বর্ণিত হইয়াছে যে, যতক্ষণ নামায তোমাদের কাহাকেও আটকাইয়া রাখে ততক্ষন সে নামাযের মধ্যে থাকে। আর ফেরেশতাগণ বলিতে থাকেন— 'আয় আল্লাহ তাহাকে মাফ করুন ও তাহার উপর রহম করুন।' যতক্ষণ না সে মুসল্লা হইতে উঠিয়া যায় অথবা অজু ভঙ্গ করে।

মুসলিম ও আবু দাউদের রেওয়ায়াতে বর্ণিত হইয়াছে যে, যতক্ষণ বান্দা নামাযের জন্য মুসাল্লায় বসিয়া অপেক্ষা করিতে থাকে ততক্ষণ সে নামাযের মধ্যেই থাকে। ফেরেশতাগণ বলিতে থাকেন— আয় আল্লাহ তাহাকে মাফ করুন ও তাহার উপর রহম করুন। যতক্ষণ না সে উঠিয়া যায় অথবা অজু ভঙ্গ করে। জিজ্ঞাসা করা হইল, অজু ভঙ্গ করার কি অর্থ? তিনি (আবু হোরায়রা (রাঃ)) বলিলেন, আস্তে অথবা শব্দ করিয়া বায়ু ছাড়ে। (তারগীব)

নামাযের জন্য অপেক্ষা করার প্রতি উৎসাহ দান

হযরত জাবের ইবনে আবদুল্লাহ (রাঃ) বলেন, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলিয়াছেন, আমি কি তোমাদিগকে বলিব না, কোন্

জিনিসের দ্বারা আল্লাহ তায়ালা ভুলত্রুটিকে মিটাইয়া দেন ও গুনাহসমূহকে মোচন করিয়া দেন? তাঁহারা (সাহাবা (রাঃ)) বলিলেন, নিশ্চয়ই! ইয়া রাসূলাল্লাহ! বলিলেন, কষ্টকর অবস্থায় পূর্ণাঙ্গরূপে অযূ করা, মসজিদের দিকে অধিক কদম ফেলা, এক নামাযের পর অপর নামাযের জন্য অপেক্ষা করা। ইহাই রেবাত (অর্থাৎ সীমান্ত রক্ষণ)। (তারগীব)

আয়াতে উল্লেখিত রেবাতের অর্থ

দাউদ ইবনে সালেহ (রহঃ) বলেন, আবু সালমাহ (রহঃ) আমাকে বলিলেন, হে ভাতিজা, তুমি কি জান, এই আয়াত—

اِصْبِرُوْا وَصَابِرُوْا وَرَابِطُوْا

অর্থ ঃ স্বয়ং ধৈর্যধারণ কর ও জেহাদে ধৈর্য রাখ এবং সীমান্ত রক্ষা কর।

কোন্ বিষয়ে নাযেল হইয়াছে? আমি বলিলাম, না। তিনি বলিলেন, আমি হযরত আবু হোরায়রা (রাঃ)কে বলিতে শুনিয়াছি যে, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের যুগে সীমান্ত রক্ষা সংক্রান্ত কোন জেহাদ ছিল না। তবে এক নামাযের পর অপর নামাযের জন্য অপেক্ষা করা হইত। (উক্ত আয়াতে উহাকেই রেবাত (অর্থাৎ সীমান্ত রক্ষা) বলা হইয়াছে।)(তারগীব)

একটি আয়াতের শানে নুযূল

হযরত আনাস (রাঃ) হইতে বর্ণিত হইয়াছে যে, কুরআন পাকের আয়াত—

تَتَجَافٰى جُنُوْبُهُمْ عَنِ الْمَضَاجِعِ

অর্থ ঃ 'তাহাদের পার্শ্বদেশসমূহ শয্যা হইতে পৃথক থাকে।' এশার নামাযের জন্য অপেক্ষা করা সম্পর্কে নাযিল হইয়াছে। (তারগীব)

www.BANGLAKITAB.com

জামাত সম্পর্কে তাকীদ ও উহার প্রতি যত্নবান হওয়া

অন্ধের জন্যও জামাত ছাড়িবার অনুমতি নাই

হযরত আমর ইবনে উম্মে মাকতুম (রাঃ) বলেন, আমি বলিলাম, ইয়া রাসূলাল্লাহ, আমি অন্ধ,আমার ঘর দূরে, আমাকে টানিয়া আনার জন্য সুবিধাজনক কোন লোক নাই। আমার জন্য ঘরে নামায পড়িবার সুযোগ আছে কি? তিনি জিজ্ঞাসা করিলেন, তুমি কি আযান শুনিতে পাও? আমি বলিলাম,হাঁ। তিনি বলিলেন, তবে তোমার জন্য কোন সুযোগ নাই।

ইমাম আহমাদ (রহঃ) হইতে অপর এক রেওয়ায়াতে বর্ণিত হইয়াছে যে, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম একবার মসজিদে আসিয়া অল্প সংখ্যক লোক দেখিতে পাইলেন। বলিলেন, আমার ইচ্ছা হয় যে, আমি লোকদের জন্য একজন ইমাম নির্ধারিত করিয়া দেই। আর নিজে বাহির হইয়া এমন যাহাদিগকে পাই যে, নামাযে উপস্থিত না হইয়া ঘরে বসিয়া আছে, তাহাদিগকে তাহাদের ঘরসহ জ্বালাইয়া দেই। হযরত ইবনে উম্মে মাকতুম (রাঃ) বলিলেন, ইয়া রাসূলাল্লাহ আমার ঘর ও মসজিদের মাঝে খেজুর ও অন্যান্য গাছ রহিয়াছে। আর সব সময় আমাকে আনার মত লোকও পাইনা। আমার জন্য কি ঘরে নামায পড়িবার সুযোগ আছে? তিনি বলিলেন, তুমি কি আযান শুনিতে পাও? হযরত ইবনে উম্মে মাকতুম (রাঃ) বলিলেন, হাঁ। তিনি বলিলেন, তবে তোমাকে নামাযের জন্য আসিতে হইবে। (তারগীব)

হযরত ইবনে মাসউদ ও হযরত মুআয (রাঃ)এর উক্তি

হযরত আবদুল্লাহ ইবনে মাসউদ (রাঃ) বলিয়াছেন, যে ব্যক্তি আগামী কাল আল্লাহর সহিত মুসলমান হিসাবে সাক্ষাৎ করিতে চাহে সে যেন এই পাঁচওয়াক্ত নামাযকে এমন জায়গায় আদায় করে যেখানে আযান হয়। কারণ আল্লাহ তায়ালা তোমাদের নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের জন্য হেদায়াতের পথসমূহ প্রবর্তন করিয়াছেন। এবং জামাতের সহিত নামায আদায় করা সেই সকল হেদায়াতের পথসমূহের একটি। তোমরা যদি অমুক ব্যক্তির ন্যায় ঘরে নামায পড়িতে আরম্ভ কর তবে তোমরা তোমাদের নবী সাল্লাল্লাহু

আলাইহি ওয়াসাল্লামের সুন্নাতকে পরিত্যাগ করিলে। আর যখন নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের সুন্নাত পরিত্যাগ করিবে তোমরা গোমরাহ হইয়া যাইবে। যে ব্যক্তি অযূ করে ও উত্তমরূপে করে এবং এইসকল মসজিদের যে কোন একটির দিকে গমন করে, তাহার প্রতি কদমে একটি করিয়া নেকী লেখা হইয়া থাকে ও একটি করিয়া মর্তবা বুলন্দ করিয়া দেওয়া হয় এবং একটি করিয়া গুনাহ মাফ করিয়া দেওয়া হয়। (রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের যামানায় তো) আমরা এইরূপ অবস্থা দেখিয়াছি যে, প্রকাশ্য মুনাফিক ব্যতীত কাহারও জামাত ত্যাগ করিবার সাহস হইত না। নতুবা যে ব্যক্তি দুইজনের কাঁধে ভর দিয়া পা হেঁচড়াইয়া চলিতে পারিত তাহাকেও জামাতের কাতারে খাড়া করিয়া দেওয়া হইত।

অপর এক রেওয়ায়াতে আছে যে, প্রকাশ্য মুনাফিক অথবা অসুস্থ ব্যক্তি ব্যতীত কেহ জামাত ত্যাগ করিত না। দুইজনের কাঁধে ভর দিয়া হইলেও জামাতে হাজির হইত। তিনি আরো বলিয়াছেন যে, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম আমাদিগকে হেদায়াতের পথসমূহ শিক্ষা দিয়াছেন। আর সেই সকল হেদায়াতের পথসমূহের মধ্যে অন্যতম পথ হইল এমন মসজিদে নামায আদায় করা যেখানে আযান হয়। (তারগীব)

অপর রেওয়ায়াতে ইহাও বর্ণিত হইয়াছে যে, আমি তোমাদের প্রত্যেকের ঘরে তাহার নামাযের নির্দিষ্ট স্থান দেখিতেছি। যদি তোমরা ঘরে নামায আদায় কর ও তোমাদের মসজিদগুলিকে পরিত্যাগ কর তবে অবশ্যই তোমাদের নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের সুন্নাতকে পরিত্যাগ করিবে।

হযরত মুআয ইবনে জাবাল (রাঃ) বলিয়াছেন, যে ব্যক্তি এই আশা করে যে, নিরাপদে আল্লাহ তায়ালার সম্মুখে উপস্থিত হইবে সে যেন এই পাঁচ ওয়াক্ত নামায এমন জায়গায় আদায় করে যেখানে আযান হয়। কারণ ইহা হেদায়াতের পথসমূহের একটি ও তোমাদের নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের প্রবর্তিত সুন্নাত। কেহ যেন এরূপ না বলে যে, আমার ঘরে আমার নামাযের জায়গা রহিয়াছে। আমি তথায় নামায আদায় করিব। কারণ তোমরা যদি এমন কর তবে তোমরা তোমাদের নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের সুন্নাতকে পরিত্যাগ করিবে। আর তোমরা যদি তোমাদের নবী

www.BANGLAKITAB.com

সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের সুন্নাতকে পরিত্যাগ কর তবে তোমরা গোমরাহ হইয়া যাইবে। (আবু নুআঈম)

এশা ও ফজরের জামাত পরিত্যাগকারী

হযরত আবদুল্লাহ ইবনে ওমর (রাঃ) বলিয়াছেন যে, আমরা যদি কাহাকেও ফজর ও এশায় না পাইতাম তবে তাহার সম্পর্কে খারাপ ধারণা করিতাম। (তারগীব)

আবু বকর ইবনে সুলাইমান ইবনে আবি হাছমাহ (রহঃ) হইতে বর্ণিত হইয়াছে যে, হযরত ওমর (রাঃ) একবার সুলাইমান ইবনে আবি হাছমাহ (রহঃ)কে ফজরের নামাযে পাইলেন না। হযরত ওমর (রাঃ) বাজারের দিকে গেলেন। মসজিদ হইতে বাজারের পথে সুলাইমান ইবনে হাছমাহ এর বাড়ী ছিল। সুলাইমানের মা শেফা এর নিকট যাইয়া বলিলেন, সুলাইমানকে আজ ফজরের নামাযে দেখিতে পাই নাই। তাহার মা বলিলেন, সমস্ত রাত্রি নামায পড়ার দরুন তাহার ঘুম পাইয়াছিল। (সেই জন্য ঘরেই নামায পড়িয়া ঘুমাইয়া পড়িয়াছে।) হযরত ওমর (রাঃ) বলিলেন, সারারাত্র নামায পড়া অপেক্ষা ফজরের নামাযের জামাতে হাজির হওয়া আমার নিকট অধিক প্রিয়। (তারগীব)

আবু মুলাইকা (রহঃ) হইতে বর্ণিত রেওয়ায়াতে আছে যে, বনি আদি ইবনে কা'ব এর শেফা নাম্নী একজন মেয়েলোক রমজানের সময় ওমর (রাঃ)এর নিকট আসিলে তিনি তাহার স্বামী সম্পর্কে জিজ্ঞাসা করিলেন যে, কি ব্যাপার, আবু হাছমাকে ফজরের নামাযে দেখিতে পাইলাম না? শেফা বলিলেন, আমীরুল মুমিনীন, তিনি সারারাত্র (নফল নামাযে) মেহনতের দরুন অলসতা করিয়া বাহির হন নাই। (ঘরেই) ফজর পড়িয়া ঘুমাইয়া পড়িয়াছেন। হযরত ওমর (রাঃ) বলিলেন, তাহার সারারাত্র এই মেহনত করা অপেক্ষা ফজরের নামাযে উপস্থিত হওয়া আমার নিকট অধিক পছন্দনীয় ছিল।

অপর এক রেওয়ায়াতে বর্ণিত হইয়াছে যে, শেফা বিনতে আবদুল্লাহ (রহঃ) বলেন, হযরত ওমর (রাঃ) আমার ঘরে আসিয়া দুই ব্যক্তিকে ঘুমন্ত দেখিতে পাইলেন। জিজ্ঞাসা করিলেন, ইহাদের কি হইয়াছে, আমাদের সহিত

ফজরের নামাযে উপস্থিত হইল না কেন? আমি বলিলাম, হে আমীরুল মুমিনীন, ইহারা উভয়েই লোকদের সহিত রাত্রিতে নামায আদায় করিয়াছে। তখন রমজানের মাস ছিল। তাহারা ভোর পর্যন্ত সারারাত্র নামায পড়িয়াছে। এইজন্য ফজরের নামায (ঘরে) আদায় করিয়া ঘুমাইয়া পড়িয়াছে। হযরত ওমর (রাঃ) বলিলেন, আমি ভোর পর্যন্ত সারারাত্রি নামায না পড়িয়া ফজরের নামায জামাতের সহিত আদায় করি ইহা আমার নিকট অধিক প্রিয়। (কান্‌য)

হযরত আবু দারদা (রাঃ)এর উক্তি

হযরত উম্মে দারদা (রাঃ) বলেন, একদিন হযরত আবু দারদা (রাঃ) রাগান্বিত অবস্থায় আমার নিকট আসিলেন। আমি জিজ্ঞাসা করিলাম, আপনি কেন রাগান্বিত হইয়াছেন? তিনি বলিলেন, আল্লাহর কসম, আমি মুহাম্মদ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের বিষয়ে যাহা জানি তাহা এই যে, তাহারা জামাতে নামায আদায় করিতেন। (বুখারী)

এশার জামাত ছুটার দরুন সারা রাত নামায পড়া

নাফে' (রহঃ) হইতে বর্ণিত আছে যে, হযরত ইবনে ওমর (রাঃ) এশার নামাযের জামাত ছুটিয়া গেলে বাকি রাত্র (নামাযে) জাগিয়া কাটাইতেন। অপর রেওয়ায়াতে আছে, উক্ত রাত্রি জাগিয়া কাটাইতেন।

বাইহাকীর রেওয়ায়াতে বর্ণিত হইয়াছে যে, তিনি জামাতের নামায ছুটিয়া গেলে পরবর্তী নামায পর্যন্ত নামায পড়িতে থাকিতেন।

বাসর রাত্রি শেষে ফজরের জামাত

আমবাসাহ ইবনে আযহার (রহঃ) বলেন, হযরত হারেস ইবনে হাসসান (রাঃ) বিবাহ করিলেন। তিনি সাহাবী ছিলেন। সে যুগে কেহ বিবাহ করিলে কিছুদিন সে ঘর হইতে বাহির হইত না। এমনকি ফজরের নামাযেও উপস্থিত হইত না। সুতরাং তাহাকে কেহ বলিল, আপনি আজ রাত্রিতে আপনার পরিবারের সহিত বাসর যাপন করিয়াছেন আর আপনি ঘর হইতে বাহির হইতেছেন? তিনি উত্তর করিলেন, আল্লাহর কসম, যে মেয়েলোক আমাকে

www.BANGLAKITAB.com

ফজরের নামাযের জামাত হইতে বাধা দিবে সে নিশ্চয়ই অত্যন্ত খারাপ মেয়েলোক হইবে। তাবরানী)

কাতার সোজা করা ও উহার পদ্ধতি

কাতার সোজা করিবার গুরুত্ব

হযরত বারা ইবনে আযেব (রাঃ) বলেন, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম কাতারের কিনারায় আসিয়া লোকদের কাঁধ ও সিনা সোজা করিয়া দিতেন। এবং বলিতেন, তোমরা বিশৃঙ্খল হইও না তোমাদের অন্তরে বিভেদ সৃষ্টি হইয়া যাইবে। আল্লাহ ও তাহার ফেরেশতাগণ প্রথম কাতারের উপর রহমত বর্ষণ করেন।

অপর এক রেওয়ায়াতে বর্ণিত হইয়াছে যে, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম কাতারের মাঝে এক পার্শ্ব হইতে অপর পার্শ্বে হাঁটিতেন ও আমাদের সিনা ও কাঁধ ধরিয়া সোজা করিতেন। আর বলিতেন তোমরা বিশৃংখল হইও না....... বাকি অংশ উপরোক্ত রেওয়ায়াত অনুযায়ী বর্ণিত হইয়াছে। (তারগীব)

হযরত জাবের ইবনে সামুরাহ (রাঃ) বলিয়াছেন যে, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম আমাদের নিকট আসিয়া বলিলেন, তোমরা আল্লাহর সম্মুখে ফেরেশতাদের ন্যায় কাতার করিতে পার না? আমরা বলিলাম, ইয়া রাসূলাল্লাহ, ফেরেশতাগণ তাহাদের পরওয়ারদেগারের সম্মুখে কিরূপে কাতার করেন? তিনি বলিলেন, তাহারা প্রথম কাতার পূর্ণ করেন ও কাতারে পরস্পর মিলিয়া দাঁড়ান। (তারগীব)

হযরত জাবের ইবনে সামুরাহ (রাঃ) হইতে ইবনে মাজাহ এর রেওয়ায়াতে বর্ণিত হইয়াছে যে, আমরা রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের সহিত নামায পড়িলাম। তিনি আমাদিগকে বসিবার জন্য ইঙ্গিত করিলে আমরা বসিয়া গেলাম। তারপর তিনি বলিলেন, ফেরেশতাদের ন্যায় কাতার করিতে তোমাদের কিসের বাধা? পরবর্তী অংশ উপরোক্ত হাদীস অনুযায়ী বর্ণিত হইয়াছে। (কানয)

হযরত নোমান ইবনে বশীর (রাঃ) বলেন, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম আমাদের নামাযের কাতার এমনভাবে সিধা করিতেন যেন তীর সিধা করিতেছেন। যতদিন না বুঝিলেন যে, আমরা তাঁহার উদ্দেশ্য বুঝিতে পারিয়াছি ততদিন এরূপ করিতে থাকিলেন। তারপর একদিন আসিয়া নামাযে দাঁড়াইলেন। তাকবীরে তাহরীমার পূর্বমুহূর্তে এক ব্যক্তিকে দেখিলেন, তাহার সিনা সম্মুখে আগাইয়া আছে। বলিলেন, হে আল্লাহর বান্দাগণ, তোমরা কাতার সিধা কর, নতুবা আল্লাহ পাক তোমাদের মধ্যে বিভেদ সৃষ্টি করিয়া দিবেন।

অপর এক রেওয়ায়াতে আছে যে, হযরত নোমান (রাঃ) বলেন, তারপর আমি দেখিয়াছি, প্রত্যেকে নিজ সঙ্গীর কাঁধে কাঁধ, হাঁটুর সহিত হাঁটু ও গোড়ালির সহিত গোড়ালি মিলাইতেছে। (তারগীব)

সাহাবা (রাঃ)দের কাতার সোজা করিবার প্রতি গুরুত্ব দান

হযরত নাফে' (রহঃ) হইতে বর্ণিত আছে যে, ওমর (রাঃ) কাতার সিধা করিতে আদেশ করিতেন। যখন তাঁহার নির্ধারিত লোকেরা আসিয়া বলিত যে, কাতার সিধা হইয়াছে তখন তিনি তাকবীর বলিতেন।

হযরত আবু ওসমান নাহদী (রহঃ) বলেন, হযরত ওমর (রাঃ) কাতার সিধা করিতে আদেশ করিতেন। এবং তিনি বলিলেন, হে অমুক, আগে বাড়। হে, অমুক, আগে বাড়। আমার ধারণা, তিনি ইহাও বলিতেন, একদল লোক সর্বদা পিছু হটিতে থাকে আল্লাহ পাক ও তাহাদিগকে পিছনে হটাইয়া দেন।

অপর রেওয়ায়াতে আছে, তিনি বলেন, আমি হযরত ওমর (রাঃ)কে দেখিয়াছি, যখন নামাযের জন্য আসিতেন লোকদের কাঁধ এবং পায়ের দিকে লক্ষ্য করিতেন।

হযরত আবু নাদরাহ (রহঃ) বলেন, নামাযের একামত হইলে পরে হযরত ওমর (রাঃ) বলিতেন, সিধা হও। হে অমুক, আগে বাড়। হে অমুক পিছে হট। তোমরা কাতার সিধা কর। আল্লাহ তায়ালা তোমাদের মধ্যে ফেরেশতাদের তরিকা (দেখিতে) চাহিতেছেন। অতঃপর এই আয়াত তেলাওয়াত

WWW.BANGLAKITAB.COM

করিতেন—

وَإِنَّا لَنَحْنُ الصَّافُّونَ وَإِنَّا لَنَحْنُ الْمُسَبِّحُونَ

অর্থ ঃ আমরা তোমার সম্মুখে কাতার বন্দি হইয়া আছি। আমরা তোমার তাসবীহ পড়িতেছি। (কান্‌য)

সাহ্‌ল ইবনে মালেক (রহঃ) তাঁহার পিতা হইতে বর্ণনা করেন। তিনি বলেন, আমি একবার হযরত ওসমান (রাঃ)এর নিকট ছিলাম। নামাযের একামত হইলে পর আমি তাঁহার সহিত আমার জন্য ভাতা জারি করা সম্পর্কে আলাপ করিতেছিলাম। আমি কথা বলিতে থাকিলাম আর তিনি আপন জুতা দ্বারা কঙ্কর সমান করিতেছিলেন। এমন সময় কাতার সিধা করার জন্য তাঁহার পূর্ব নির্ধারিত লোকেরা আসিয়া সংবাদ দিল যে, কাতার সিধা হইয়াছে। তখন তিনি আমাকে বলিলেন, কাতারে সিধা হইয়া দাঁড়াও। তারপর তিনি তাকবীর বলিলেন। (কান্‌য)

হযরত আলী (রাঃ) হইতে বর্ণিত আছে, তিনি বলিয়াছেন, তোমরা কাতারে সিধা হইয়া দাঁড়াও। তোমাদের অন্তর সিধা হইবে। পরস্পর মিলিয়া দাঁড়াও দয়াশীল হইবে। (কান্‌য)

হযরত আবদুল্লাহ ইবনে মাসউদ (রাঃ) বলেন, আমরা আমাদের যুগে দেখিয়াছি, যতক্ষণ না আমাদের কাতারপূর্ণ হইত নামাযের একামত হইত না। (আহমাদ)

প্রথম কাতারের ফজীলত

অপর এক রেওয়ায়াতে আছে, তিনি বলিয়াছেন, যাহারা নামাযে প্রথম কাতারে দাঁড়ায় তাঁহাদের প্রতি আল্লাহ তায়ালা ও তাঁহার ফেরেশতাগণ রহমত বর্ষণ করেন। (তাবরানী)

আবদুল আযীয ইবনে রুফাই (রহঃ) বলেন, হযরত আবদুল্লাহ ইবনে যুবাইর (রাঃ)এর শাসনামলে একবার মক্কাতে মাকামে ইবরাহীমের নিকট হযরত আমের ইবনে মাসউদ কুরাইশী (রাঃ) আমার পার্শ্বে প্রথম কাতারে আসিয়া ঢুকিলেন। আমি তাঁহাকে জিজ্ঞাসা করিলাম, প্রথম কাতারের কোন ফজীলত বলা হইত কি? তিনি উত্তর করিলেন, হাঁ, আল্লাহর কসম! রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলিয়াছেন, যদি লোকেরা প্রথম কাতারে কি পাওয়া যাইবে তাহা জানিত, তবে তাহারা প্রথম কাতারে দাঁড়াইবার জন্য লটারী করিত। (তাবরানী)

হযরত ইবনে আব্বাস (রাঃ) বলিয়াছেন, তোমরা প্রথম কাতারে দাঁড়াইবার চেষ্টা কর। এবং প্রথম কাতারের ডান দিকে দাঁড়াইতে চেষ্টা কর। দুই খুটির মধ্যবর্তী জায়গায় কাতার করিও না। (তাবরানী)

প্রথম কাতারে কাহারা দাঁড়াইবে

কায়েস ইবনে ওবাদাহ (রহঃ) বলেন, আমি মদীনাতে গেলাম। নামাযের একামত হইলে অগ্রসর হইয়া প্রথম কাতারে দাঁড়াইলাম। অতঃপর হযরত ওমর (রাঃ) বাহির হইয়া আসিলেন এবং কাতার চিরিয়া সামনে আসিলেন। তাহার সহিত শ্যামবর্ণের পাতলা দাড়িওয়ালা এক ব্যক্তি বাহির হইয়া লোকদের চেহারার প্রতি দৃষ্টি করিলেন। আমাকে দেখিতেই ধাক্কা দিয়া সরাইয়া দিলেন ও আমার জায়গায় দাঁড়াইয়া গেলেন। ইহাতে আমার খুবই দুঃখ হইল। নামায শেষে আমার দিকে চাহিয়া বলিলেন, তোমার সঙ্গে কেহ অপ্রীতিকর ব্যবহার না করুক। তোমাকে কেহ দুঃখ না দিক! তুমি কি অসন্তুষ্ট হইয়াছ? আমি রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামকে এরশাদ করিতে শুনিয়াছি, মোহাজের ও আনসার ব্যতীত কেহ যেন প্রথম কাতারে না দাঁড়ায়। আমি লোকদেরকে জিজ্ঞাসা করিলাম, ইনি কে? লোকেরা বলিল, ইনি উবাই ইবনে কা'ব (রাঃ)।

অপর এক রেওয়ায়াতে কায়েস (রহঃ) হইতে এরূপ বর্ণিত হইয়াছে যে, তিনি বলেন, আমি মদীনার মসজিদে প্রথম কাতারে নামায পড়িতেছিলাম। এমন সময় এক ব্যক্তি আসিয়া আমাকে টানিয়া এক পার্শ্বে সরাইয়া দিলেন, এবং আমার জায়গায় দাঁড়াইয়া গেলেন। নামায শেষ করিয়া তিনি আমার দিকে ফিরিলে দেখিলাম। তিনি হযরত উবাই ইবনে কা'ব (রাঃ)। তারপর তিনি বলিলেন, হে যুবক, আল্লাহ তোমার অমঙ্গল না করুন। আমাদের প্রতি রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের ইহাই নির্দেশ। (হাকেম)

www.BANGLAKITAB.com

একামতের পর ইমামের জন্য মুসলমানদের কাজে মশগুল হওয়া

রাসূলুল্লাহ (সাঃ)এর মশগুল হওয়া

হযরত উসামাহ ইবনে ওমায়ের (রাঃ) বলেন, নামাযের একামত হওয়ার পর কখনও এমন হইত যে, কোন ব্যক্তি রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের সহিত কেবলার দিক হইতে সম্মুখে দাঁড়াইয়া নিজের প্রয়োজনীয় কোন কথা বলিতেছে আর রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম দাঁড়াইয়া তাহার সহিত কথা বলিয়া যাইতেছেন। কখনও রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের এইরূপ দাঁড়াইয়া কথাবার্তা এত দীর্ঘ হইত যে, উপস্থিত কোন কোন মুসল্লিকে আমি ঝিমাইতে দেখিয়াছি। (কান্য)

হযরত আনাস (রাঃ) বলেন, এশার নামাযের একামতের পর রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম কাহারো সহিত এত দীর্ঘ সময় দাঁড়াইয়া কথা বলিতে থাকিতেন যে, সাহাবাদের মধ্যে অনেকে ঘুমাইয়া পড়িতেন। পরে আবার জাগিয়া নামায আদায় করিতেন। (কান্য)

হযরত ওরওয়া (রাঃ) বলেন, মুয়াযযিনের একামত শেষ করার পর সকলে চুপ হইয়া গেলেও কেহ রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের সঙ্গে নিজ প্রয়োজনে কথা বলিত। আর তিনি তাহার প্রয়োজন মিটাইয়া দিতেন।

হযরত আনাস ইবনে মালেক (রাঃ) বলেন, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের একটি ছড়ি ছিল। তিনি উহাতে ঠেস দিয়া দাঁড়াইতেন। (কান্য)

অপর এক রেওয়ায়াতে আছে, হযরত আনাস ইবনে মালেক (রাঃ) বলেন, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম অত্যন্ত দয়ালু ছিলেন। যে কেহ তাহার নিকট কোন প্রয়োজন লইয়া আসিত তিনি তাহার সহিত ওয়াদা করিতেন এবং নিজের নিকট কিছু থাকিলে উহা দ্বারা ওয়াদা পালন করিতেন। একবার নামাযের একামত হওয়ার পর এক গ্রাম্য বেদুইন আসিয়া তাঁহার কাপড় ধরিয়া বলিল, আমার সামান্য কিছু প্রয়োজন বাকি আছে, আমার ভয় হয় পরে ভুলিয়া যাইব। তিনি তাহার সঙ্গে দাঁড়াইয়া রহিলেন। সে তাহার প্রয়োজন মিটাইলে তিনি নামায আরম্ভ করিলেন। (বুখারী)

হযরত ওমর ও ওসমান (রাঃ)এর মশগুল হওয়া

আবু ওসমান নাহদী (রহঃ) বলেন, নামাযের একামত হওয়ার পরও যদি কেহ হযরত ওমর (রাঃ)এর সহিত কথা বলিতে চাহিত তবে তিনি তাহার সহিত কথা বলিতেন। কখনও দীর্ঘ সময় এইভাবে দাঁড়াইয়া থাকার দরুন আমাদের মধ্যে কেহ কেহ বসিয়া পড়িত। (কান্য)

মূসা ইবনে তালহা (রহঃ) বলেন, মুয়াযযিন একামত বলিতেছে এমতাবস্থায়ও আমি হযরত ওসমান (রাঃ)কে মিম্বারের উপর দাঁড়াইয়া লোকদেরকে তাহাদের খবরা-খবর ও বাজার দর জিজ্ঞাসা করিতে শুনিয়াছি। (কান্য)

কাতার সিধা করার বর্ণনায় আবু সাহল ইবনে মালেকের পিতা হইতে পূর্বে বর্ণিত হইয়াছে, তিনি বলিয়াছেন, নামাযের একামত হইবার পরও আমি হযরত ওসমান (রাঃ)এর সহিত প্রয়োজনীয় কথা বলিতে-ছিলাম। (ইবনে সা'দ)

নবী করীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম ও সাহাবা (রাঃ)দের যুগে ইমামত ও একতেদা

রাসূলুল্লাহ (সাঃ)এর পিছনে সাহাবা (রাঃ)দের একতেদা

হযরত ইকরামা (রাঃ) হুদাইবিয়ার সন্ধি ও মক্কা বিজয়ের উপর দীর্ঘ হাদীস বর্ণনা করিয়াছেন। উক্ত হাদীসে ইহাও বর্ণিত হইয়াছে যে, হযরত আব্বাস (রাঃ) আবু সুফিয়ানকে বলিলেন, ইসলাম গ্রহণ কর নিরাপত্তা পাইবে। তখন আবু সুফিয়ান (রাঃ) ইসলাম গ্রহণ করিলেন এবং হযরত আব্বাস (রাঃ) তাহাকে নিজ ঘরে লইয়া গেলেন। সকাল বেলা লোকজনকে অযুর জন্য ছুটাছুটি করিতে দেখিয়া আবু সুফিয়ান (রাঃ) জিজ্ঞাসা করিলেন, হে আব্বাস, লোকদের কি হইয়াছে? তাহাদিগকে কি কোন কিছুর আদেশ করা হইয়াছে? তিনি বলিলেন, না। তাহারা নামাযের প্রস্তুতি লইতেছে। হযরত আব্বাস (রাঃ) তাহাকে অযু করিতে বলিলে তিনি অযু করিলেন। তারপর তাহাকে রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের নিকট লইয়া গেলেন।

www.BANGLAKITAB.com

রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম নামাযের তাকবীর দিলে লোকেরাও তাকবীর দিল। তিনি রুকু করিলে লোকরাও রুকু করিল। তারপর তিনি মাথা উঠাইলে সবাই মাথা উঠাইল। ইহা দেখিয়া আবু সুফিয়ান (রাঃ) বলিলেন, আমি আজকের ন্যায় বিভিন্ন স্থান হইতে সংগৃহীত লোকদের এরূপ আনুগত্য কোথাও দেখি নাই। সম্ভ্রান্ত পারস্যগণ অথবা বহুকালের রুমীগণের মধ্যেও ইহাদের ন্যায় আনুগত্য দেখি নাই। হে আবুল ফজল, তোমার ভ্রাতুষ্পুত্র আজ বিরাট রাজত্বের অধিকারী হইয়া গিয়াছেন। হযরত আব্বাস (রাঃ) বলিলেন, ইহা রাজত্ব নহে, নবুওয়াত। (কান্য)

হযরত মায়মুনাহ (রাঃ) হইতে মক্কা বিজয় সম্পর্কিত হাদীসে বর্ণিত হইয়াছে যে, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম অযু করিতে আরম্ভ করিলে মুসলমানগণ তাঁহার অযুর ব্যবহৃত পানি লইয়া চেহারায় মাখিতে লাগিলেন। ইহা দেখিয়া আবু সুফিয়ান (রাঃ) বলিলেন, হে আবুল ফজল, তোমার ভ্রাতুষ্পুত্রের রাজত্ব বিরাট আকারে পরিণত হইয়াছে। হযরত আব্বাস (রাঃ) বলিলেন, রাজত্ব নহে বরং ইহা নবুওয়াত। (তাবরানী)

হযরত ওরওয়া (রাঃ) বর্ণনা করিয়াছেন যে, আবু সুফিয়ান (রাঃ) যে রাত্রিতে হযরত আব্বাস (রাঃ)এর নিকট ছিলেন তারপর দিন সকাল বেলা লোকদেরকে নামাযের জন্য প্রস্তুতি লইতে ও অযুর জন্য ছুটাছুটি করিতে দেখিয়া ভীত হইলেন। এবং হযরত আব্বাস (রাঃ)কে জিজ্ঞাসা করিলেন, ইহাদের কি হইয়াছে? তিনি উত্তর করিলেন, ইহারা আযান শুনিয়া নামাযের জন্য প্রস্তুত হইতেছে। তারপর নামাযের সময় দেখিলেন, তাহারা রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের সহিত রুকু ও সেজদায় তাঁহার অনুকরণ করিতেছে। তখন বলিলেন, হে আব্বাস, তাঁহার যে কোন আদেশই কি ইহারা পালন করে? তিনি বলিলেন, হাঁ। খোদার কসম, যদি খানাপিনাও ছাড়িয়া দিতে আদেশ করেন তবে তাহাও পালন করিবে।

হযরত আবু বকর (রাঃ)এর পিছনে মুসলমানদের একতেদা

রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের নামাযের প্রতি আগ্রহ সম্পর্কে পূর্বে হযরত আয়েশা (রাঃ)এর হাদীস বর্ণিত হইয়াছে। উক্ত রেওয়ায়াতে বর্ণিত আছে যে, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম লোকদের নামায পড়াইবার জন্য হযরত আবু বকর (রাঃ)কে সংবাদ দিলেন। হযরত আবু বকর (রাঃ) কোমলপ্রাণ ছিলেন। তিনি বলিলেন, হে ওমর, লোকদের নামায পড়াও। তিনি বলিলেন, আপনি এই কাজের বেশী উপযুক্ত। সুতরাং হযরত আবু বকর (রাঃ) সেই দিনগুলিতে নামায পড়াইলেন।

ইমাম বোখারী (রহঃ) হইতে বর্ণিত হযরত আয়েশা (রাঃ)এর হাদীসে আছে যে, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলিলেন, আবু বকরকে লোকদের নামায পড়াইতে বল। তাঁহাকে বলা হইল যে, আবু বকর আবেগপ্রবণ ব্যক্তি। আপনার স্থানে দাঁড়াইয়া তিনি নামায পড়াইতে সক্ষম হইবেন না। রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম পুনরায় বলিলে তাহাকে একই উত্তর দেওয়া হইল। তৃতীয় বারে তিনি বলিলেন, তোমাদের উদাহরণ ইউসুফ (আঃ)এর মেয়েলোকদের ন্যায়। আবু বকরকে লোকদের নামায পড়াইতে বল।

হযরত আবদুল্লাহ ইবনে যামআহ (রাঃ) বলেন, যখন রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের অসুখ বাড়িয়া গেল তখন আমি কতিপয় মুসলমানদের সহিত তাঁহার নিকট উপস্থিত ছিলাম। হযরত বেলাল (রাঃ) নামাযের জন্য ডাকিলেন। তিনি বলিলেন, কাহাকেও নামায পড়াইয়া দিতে বল। হযরত আবদুল্লাহ বলেন, আমি বাহিরে আসিয়া হযরত ওমর (রাঃ)কে লোকদের মধ্যে উপস্থিত পাইলাম। হযরত আবু বকর (রাঃ) অনুপস্থিত ছিলেন। আমি বলিলাম, হে ওমর, লোকদের নামায পড়াইয়া দিন। তিনি উঠিয়া যখন নামাযের জন্য তাকবীর দিলেন, তাহার স্বর উচ্চ ছিল। রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম তাহার আওয়াজ শুনিয়া বলিলেন, আবু বকর কোথায়? আল্লাহ এবং মুসলমানদের নিকট ইহা গৃহীত না হউক। আল্লাহ এবং মুসলমানদের নিকট ইহা গৃহীত না হউক।আবদুল্লাহ বলেন, হযরত আবু বকর (রাঃ)এর নিকট লোক পাঠানো হইল। হযরত ওমর (রাঃ)এর উক্ত নামায শেষ করিবার পর তিনি আসিলেন ও লোকদের নামায পড়াইলেন। আবদুল্লাহ ইবনে যামআহ (রাঃ) বলেন, হযরত ওমর (রাঃ) আমাকে বলিলেন, হে ইবনে যামআহ, একি করিলে! খোদার কসম, যখন তুমি আমাকে বলিয়াছ,

www.BANGLAKITAB.com

তখন আমি ইহাই ধারণা করিয়াছিলাম যে, নিশ্চয়ই রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম আমাকে আদেশ করিয়াছেন। যদি এমন ধারণা না হইত আমি নামায পড়াইতাম না। আমি বলিলাম, খোদার কসম, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম আমাকে এরূপ আদেশ করেন নাই। তবে আমি হযরত আবুবকরকে না পাইয়া উপস্থিত সকলের মধ্যে আপনাকে নামাযের জন্য অধিক যোগ্য মনে করিয়াছি। (বিদায়াহ)

আবু দাউদ (রহঃ) হইতে বর্ণিত উক্ত হাদীসে এরূপ আছে যে, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম হযরত ওমর (রাঃ)এর আওয়াজ শুনিয়া নিজ হুজরা হইতে মাথা বাহির করিয়া বলিলেন, না, না, ইবনে আবি কুহাফা ব্যতীত অন্য কেহ লোকদের নামায পড়াইবে না। তিনি এই কথাগুলি রাগের স্বরে বলিতেছিলেন।

খেলাফতের ব্যাপারে সাহাবাদের হযরত আবু বকর (রাঃ)কে অগ্রাধিকার দানের বর্ণনায় হযরত আবু ওবায়দাহ (রাঃ)এর উক্তি পূর্বে বর্ণিত হইয়াছে যে, তিনি বলিয়াছেন, আমি এমন ব্যক্তির অগ্রে দাঁড়াইতে পারিব না যাহাকে রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম আমাদের ইমামতির আদেশ করিয়াছেন; এবং তিনি তাঁহার মৃত্যু পর্যন্ত আমাদের ইমামতি করিয়াছেন।

হযরত আলী ও যুবাইর (রাঃ)এর উক্তিও পূর্বে বর্ণিত হইয়াছে। তাহারা বলিয়াছিলেন, আমরা রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের পর আবুবকরকে খেলাফতের বেশী যোগ্য মনে করি। তিনি গুহার সঙ্গী, কুরআনে বর্ণিত দুইয়ের দ্বিতীয়জন। আমরা তাঁহার সম্মান-মহত্ব সম্পর্কে অবগত আছি। উপরন্তু রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম আপন জীবদ্দশায় তাঁহাকে নামায পড়াইতে আদেশ করিয়াছেন। (বিদায়াহ)

হযরত ওমর ও হযরত আলী (রাঃ)এর অভিমত

হযরত আবদুল্লাহ ইবনে মাসঊদ (রাঃ) হইতে বর্ণিত হইয়াছে যে, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের ওফাতের পর আনসারগণ বলিলেন, আমাদের মধ্য হইতে একজন আমীর হইবেন, এবং তোমাদের মধ্য হইতে

একজন আমীর হইবেন। হযরত ওমর (রাঃ) আসিয়া তাহাদিগকে বলিলেন, তোমাদের কি জানা নাই যে, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম হযরত আবুবকর (রাঃ)কে নামায পড়াইতে আদেশ করিয়াছিলেন? হযরত আবু বকর (রাঃ)এর অগ্রে দাঁড়াইতে তোমাদের কাহার মনে চাহিবে? তাহারা বলিলেন, হযরত আবু বকর (রাঃ)এর অগ্রে দাঁড়ানো হইতে আমরা আল্লাহ পানাহ চাহিতেছি! (জামউল ফাওয়ায়েদ)

হযরত আলী (রাঃ) বলেন, আমার উপস্থিতিতে রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম হযরত আবু বকর (রাঃ)কে নামায পড়াইতে আদেশ করিয়াছেন। আমি অনুপস্থিত বা অসুস্থ ছিলাম না। রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম যখন আমাদের দ্বীনের ব্যাপারে তাহার উপর আস্থা রাখিয়াছেন আমরা আমাদের দুনিয়ার ব্যাপারে তাহার উপর আস্থা রাখিলাম। (কানয)

হযরত সালমান (রাঃ)এর অভিমত

আবু লায়লা কিন্দি (রহঃ) বলেন, হযরত সালমান (রাঃ) একবার তের জন অথবা বার জন সাহাবার সঙ্গে আসিলেন। নামাযের সময় হইলে তাঁহারা বলিলেন, হে আবু আবদুল্লাহ, অগ্রসর হউন। তিনি বলিলেন, আমরা তোমাদের ইমাম হইব না, তোমাদের মেয়েদের বিবাহ করিব না। কারণ, আল্লাহ তায়ালা আমাদিগকে তোমাদের দ্বারা হেদায়াত দান করিয়াছেন। অতঃপর তাহাদের মধ্য হইতে অন্য এক ব্যক্তি অগ্রসর হইয়া চার রাকাত নামায পড়াইলেন। হযরত সালামান (রাঃ) বলিলেন, আমাদের চার রাকাতের কি প্রয়োজন! আমাদের জন্য চারের অর্ধেকই যথেষ্ট ছিল। আমরা তো রুখসতের অধিক মুখাপেক্ষী। আবদুর রাজ্জাক (রহঃ) বলেন, অর্থাৎ, সফরে থাকাকালীন। (আবু নুআঈম)

গোলামদের পিছনে সাহাবা (রাঃ)দের একতেদা

হযরত আবু কাতাদাহ (রাঃ) বলেন, একবার বনু উসায়েদের গোলাম আবু সাঈদ (রাঃ) কিছু খানা তৈয়ার করিয়া হযরত আবু যার ও হযরত

www.BANGLAKITAB.com

হোযাইফা ইবনে মাসউদ (রাঃ)কে দাওয়াত করিলেন। নামাযের সময় হযরত আবু যার(রাঃ) নামায পড়াইবার জন্য অগ্রসর হইলেন, হযরত হোযাইফা (রাঃ) তাঁহাকে বলিলেন, পিছনে আসুন, ইমামতির জন্য গৃহস্বামী অধিক যোগ্য। হযরত আবু যার (রাঃ) জিজ্ঞাসা করিলেন, হে ইবনে মাসউদ, এই রকমই কি? তিনি বলিলেন, হাঁ। হযরত আবু যার (রাঃ) পিছনে সরিয়া আসিলেন। আবু সাঈদ (রাঃ) বলেন, আমি গোলাম হওয়া সত্ত্বেও তাহারা আমাকেই আগে বাড়াইয়া দিলেন এবং আমি তাহাদের ইমাম হইলাম।

হযরত নাফে (রহঃ) বলেন, মদীনার পার্শ্বে এক মসজিদে নামাযের একামত হইল। উক্ত মসজিদের ইমাম ছিল একজন গোলাম। হযরত আবদুল্লাহ ইবনে ওমর (রাঃ)এর সেইখানে কিছু জমি ছিল। তিনি নামাযের জন্য উপস্থিত হইলে গোলাম তাহাকে নামায পড়াইতে বলিল। তিনি বলিলেন, তোমার মসজিদে তুমিই নামায পড়াইবার বেশী হকদার। সুতরাং গোলামই নামায পড়াইল। (কান্‌য)

হযরত আবদুল্লাহ ইবনে হানযালা (রাঃ) বলেন,আমরা হযরত কায়েস ইবনে সা'দ ইবনে ওবাদাহ (রাঃ)এর বাড়ীতে ছিলাম। আমাদের সঙ্গে কয়েকজন সাহাবাও ছিলেন। আমরা হযরত কায়েস (রাঃ)কে বলিলাম, অগ্রসর হউন। তিনি বলিলেন, আমি এমন করিতে পারিব না। আবদুল্লাহ ইবনে হানযালা (রাঃ) বলিলেন, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলিয়াছেন, বিছানার উপর উহার মালিক অধিক হক রাখে। ঘরের মালিক নিজ ঘরে ইমাম হইবার অধিক হক রাখে। তারপর তিনি নিজের গোলামকে আদেশ করিলে সে অগ্রসর হইয়া নামায পড়াইল। (বায্‌যার)

ঘরের মালিক ইমামতের অধিক যোগ্য

আলকামা (রহঃ) হইতে বর্ণিত আছে যে, হযরত আবদুল্লাহ ইবনে মাসউদ (রাঃ) হযরত আবু মূসা আশআরী (রাঃ)এর বাড়ীতে আসিলেন। নামাযের সময় হইলে হযরত আবু মূসা (রাঃ) বলিলেন, হে আবু আবদুর রহমান, অগ্রসর হউন। কারণ, বয়সে ও এলমে আপনি বড়। তিনি বলিলেন, বরং আপনিই অগ্রসর হউন। কারণ, আমরা আপনার বাড়ীতে ও আপনার

মসজিদে আসিয়াছি। আপনিই অধিক হকদার। আলকামা বলেন, হযরত আবু মূসা (রাঃ) অগ্রসর হইলেন এবং জুতা খুলিয়া ফেলিলেন। সালাম ফিরাইবার পর হযরত ইবনে মাসউদ (রাঃ) বলিলেন, আপনি জুতা কেন খুলিলেন? আপনি কি ওয়াদিয়ে মুকাদ্দাসে অবস্থান করিতেছেন? (আহমাদ)

অপর এক রেওয়ায়াতে বর্ণিত আছে যে, হযরত আবদুল্লাহ ইবনে মাসউদ (রাঃ) বলিলেন, হে আবু মূসা, আপনিত জানেন, ঘরের মালিকেরই অগ্রসর হওয়া সুন্নাত। কিন্তু হযরত আবু মূসা (রাঃ) নামায পড়াইতে অস্বীকার করিলে তাহাদের একজনের গোলাম অগ্রসর হইয়া নামায পড়াইল। (তাবরানী)

যাহার মসজিদ সেই ইমামতের অধিক উপযুক্ত

কায়েস ইবনে যুহাইর (রাঃ) বলেন, আমি হযরত হানাযালাহ ইবনে রাবি' (রাঃ)এর সহিত হযরত ফুরাত ইবনে হাইয়ান (রাঃ)এর মসজিদে গেলাম। নামাযের সময় হইলে হযরত ফুরাত (রাঃ) হানযালা (রাঃ)কে বলিলেন, অগ্রসর হউন। তিনি বলিলেন, আমি আপনার অগ্রে যাইব না, কারণ আপনি আমার অপেক্ষা বয়সে বড়, হিযরতে অগ্রগামী। উপরন্ত আপনার মসজিদ। হযরত ফুরাত (রাঃ) বলিলেন, আমি আপনার সম্পর্কে রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের নিকট কিছু কথা শুনিয়াছি, সেহেতু কখনও আপনার সামনে যাইব না। তিনি জিজ্ঞাসা করিলেন, তায়েফের যুদ্ধের দিন রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম আমাকে গুপ্তচর হিসাবে পাঠাইবার পর যখন আমি ফিরিয়া আসিলাম, তখন কি আপনি সেখানে উপস্থিত ছিলেন? তিনি উত্তর দিলেন, হাঁ। অতঃপর হযরত হানযালা (রাঃ) অগ্রসর হইয়া নামায পড়াইলেন। তারপর হযরত ফুরাত (রাঃ) বলিলেন, হে বনি ইজ্‌ল, তাঁহাকে আগে বাড়াইবার কারণ এই যে, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম তাঁহাকে তায়েফের দিকে গুপ্তচর হিসাবে পাঠাইলেন। তিনি ফিরিয়া আসিয়া সংবাদ দিলে রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলিলেন, তুমি সত্য বলিয়াছ। নিজের ঘরে যাও, কারণ তুমি সারারাত্র জাগরণ করিয়াছ। অতঃপর তিনি চলিয়া গেলে আমাদিগকে বলিলেন, তোমরা ইহার ও ইহার ন্যায় লোকদের পিছনে নামায পড়িও। (কান্‌য)

www.BANGLAKITAB.com

উত্তম কারী ইমামতের উপযুক্ত

আবদুর রহমান ইবনে আবি লায়লা (রহঃ) বলেন, আমি হযরত ওমর (রাঃ)এর সহিত মক্কার দিকে রওয়ানা হইলাম। মক্কার আমীর নাফে' ইবনে আলকামা (রাঃ) আমাদের এস্তেকবালের জন্য আসিলে হযরত ওমর (রাঃ) তাহাকে জিজ্ঞাসা করিলেন, মক্কাবাসীদের জন্য কাহাকে খলিফা নিযুক্ত করিয়া আসিয়াছ? তিনি উত্তর দিলেন, আবদুর রহমান ইবনে আবযাকে। হযরত ওমর (রাঃ) বলিলেন, মক্কার কুরাইশ ও তথাকার রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের সাহাবাদের উপর তুমি একজন গোলামকে খলিফা নিযুক্ত করিয়াছ? তিনি উত্তর দিলেন, হাঁ। আমি তাহাকে সকল অপেক্ষা আল্লাহর কিতাবের উত্তম ক্বারীরূপে পাইয়াছি। আর মক্কা শহর সর্বপ্রকার লোকের আগমনস্থল। সুতরাং আমার উদ্দেশ্য হইল, সকলে ভাল ক্বারীর মুখে আল্লাহর কিতাব শ্রবণ করুক। ইহা শুনিয়া হযরত ওমর (রাঃ) বলিলেন, 'তোমার উদ্দেশ্য অতি উত্তম। আবদুর রহমান ইবনে আবযা ঐ সকল লোকদের অন্তর্ভুক্ত যাহাদিগকে আল্লাহ পাক কুরআন দ্বারা সমুন্নত করিবেন।' (কান্‌য)

অশুদ্ধ কারী ইমামতের অনুপযুক্ত

হযরত ওবায়েদ ইবনে ওমায়ের (রাঃ) বলেন, হজ্জের মৌসুমে মক্কার পার্শ্ববর্তী এক স্থানে অনেক লোকের সমাগম হইল। নামাযের সময় হইলে আবু সায়েব মাখযুমী গোত্রের অশুদ্ধভাষী এক ব্যক্তি নামায পড়াইতে অগ্রসর হইলে হযরত মেসওয়ার ইবনে মাখরামা (রাঃ) তাহাকে পিছনে সরাইয়া দিয়া অপর এক ব্যক্তিকে তাহার স্থলে আগাইয়া দিলেন। হযরত ওমর (রাঃ)এর নিকট এই সংবাদ পৌঁছিলে মদীনায় ফিরিয়া আসা পর্যন্ত তিনি তাহাকে কোনপ্রকার তিরস্কার করিলেন না। মদীনায় পৌঁছার পর তাঁহাকে উক্ত বিষয়ে তিরস্কার করিলে হযরত মেসওয়ার (রাঃ) বলিলেন, হে আমীরুল মুমিনীন, আমাকে একটু বলিবার সুযোগ দান করুন। উক্ত ব্যক্তি অশুদ্ধভাষী ছিল। উপরন্তু হজ্জের মৌসুম। আমার আশঙ্কা হইল যে, কোন হাজী তাহার কেরাআত শুনিয়া অশুদ্ধ কেরাআত শিখিবে। হযরত ওমর (রাঃ) বলিলেন, তোমার এই উদ্দেশ্য ছিল? তিনি বলিলেন, হাঁ। বলিলেন, তবে ঠিক করিয়াছ। (কান্‌য)

ইমামের জন্য মুক্তাদিদের অনুমতি গ্রহণ

হযরত তালহা ইবনে ওবায়দুল্লাহ (রাঃ) কতিপয় লোকের নামায পড়াইলেন। নামায শেষে তিনি বলিলেন, নামাযে দাঁড়াইবার পূর্বে আমি তোমাদের নিকট অনুমতি লইতে ভুলিয়া গিয়াছিলাম। তোমরা কি আমার ইমাতির উপর সন্তুষ্ট আছ? তাহারা বলিল, হাঁ। হে, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের বিশেষ সাহায্যকারী। আপনার ইমামতি কে অপছন্দ করিবে! তিনি বলিলেন, আমি রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামকে এরশাদ করিতে শুনিয়াছি যে, যে ব্যক্তি লোকদের অপছন্দ হওয়া সত্ত্বেও ইমামতি করিবে তাহার নামায তাহার কর্ণদ্বয় অতিক্রম করিবে না। (তাবরানী)

ইমামের বিরোধিতা

হযরত আনাস ইবনে মালেক (রাঃ) (নামায সংক্রান্ত কোন বিষয়ে) হযরত ওমর ইবনে আবদুল আযীয (রহঃ)এর বিরোধিতা করিতেন। হযরত ওমর (রহঃ) তাহাকে বলিলেন, আপনি এরূপ কেন করেন? তিনি উত্তর দিলেন, আমি রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামকে একরকম নামায পড়িতে দেখিয়াছি। যখন তুমি তাঁহার নামাযের ন্যায় পড়, আমিও তোমার সহিত পড়ি। কিন্তু যখন তুমি উহার বিপরীত কর, তখন আমি নিজের নামায পড়িয়া ঘরে চলিয়া যাই। (আহমদ)

হযরত আবু আইউব (রাঃ) নামায সংক্রান্ত কোন বিষয়ে মারওয়ান ইবনে হাকামের বিরোধিতা করিতেন। মারওয়ান তাঁহাকে জিজ্ঞাসা করিল, আপনি এরূপ কেন করেন? তিনি বলিলেন, আমি রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামকে একরকম নামায পড়িতে দেখিয়াছি। তুমি তাঁহার অনুকরণ করিলে আমিও তোমার অনুকরণ করিব। আর যদি তুমি তাহার বিপরীত কর তবে আমি আমার নামায পড়িয়া ঘরে চলিয়া যাইব। (তাবরানী)

রাসূলুল্লাহ (সাঃ)এর নামায পড়াইবার নিয়ম

আবু জাবের ওয়ালেদী (রহঃ) বলেন, আমি হযরত আবু হোরায়রা (রাঃ)কে বলিলাম, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম কি আপনাদিগকে এইরকম

www.BANGLAKITAB.com

নামায পড়াইতেন? তিনি বলিলেন, তুমি আমার নামাযে ব্যতিক্রম কি দেখিতে পাইয়াছ? বলিলাম, আমি জানিবার উদ্দেশ্যে জিজ্ঞাসা করিতেছি। তিনি বলিলেন, হাঁ, বরং আরো সংক্ষেপ হইত। মুয়াযযিন মিনার হইতে নামিয়া কাতার পর্যন্ত আসিবার পরিমাণ তাঁহার কেয়াম হইত। (আহমাদ)

ইমাম আহমাদ (রহঃ) বর্ণিত রেওয়ায়াতে আছে, আমি হযরত আবু হোরায়রা(রাঃ)কে অত্যন্ত সংক্ষেপে নামায পড়িতে দেখিয়াছি।

হযরত আনাস ইবনে মালেক (রাঃ) বলেন, আমরা রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের সহিত এমনভাবে নামায পড়িয়াছি, যদি আজ কেহ ঐরূপ নামায পড়ে তবে তোমরা তাহাকে দোষারোপ করিবে। (আহমাদ)

হযরত আদি ইবনে হাতেম (রাঃ) লোকদের মজলিসে আসিলেন। নামাযের সময় হইলে তাহাদের ইমাম অগ্রসর হইয়া নামায পড়াইল। নামাযের বৈঠকে সে দীর্ঘসময় দেরী করিল। নামায শেষে তিনি বলিলেন, যে ব্যক্তি আমাদের ইমাম হয় সে যেন রুকু সেজদা পূর্ণ রূপে আদায় করে। কারণ, পিছনে, ছোট, বড়, অসুস্থ, মুসাফির ও অনেক কর্মব্যস্ত লোক থাকে। পুনরায় যখন নামাযের সময় হইল, হযরত আদি ইবনে হাতেম (রাঃ) অগ্রসর হইলেন এবং রুকু-সেজদা পূর্ণরূপে আদায় করিলেন ও নামাযকে সংক্ষেপ করিলেন। নামায শেষে বলিলেন, আমরা রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের পিছনে এইভাবে নামায পড়িতাম। (তাবরানী)

নবী করীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম ও সাহাবা (রাঃ)দের নামাযের মধ্যে ক্রন্দন

নবী করীম (সাঃ)এর নামাযে ক্রন্দন

হযরত আয়েশা (রাঃ) বলেন, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম রাত্রে আরাম করিতেন। হযরত বেলাল (রাঃ) আযান দিলে তিনি উঠিয়া গোসল করিতেন। তাঁহার গণ্ড ও চুল বাহিয়া যে পানি গড়াইয়া পড়িত, আমি যেন সে দৃশ্য এখনও দেখিতে পাইতেছি। অতঃপর তিনি ঘর হইতে বাহির হইয়া নামাযে দাঁড়াইতেন। আর আমি তাঁহার কান্নার আওয়াজ শুনিতাম। (আবু ইয়া'লা)

ওবায়েদ ইবনে ওমায়ের (রহঃ) হযরত আয়েশা (রাঃ)কে জিজ্ঞাসা করিলেন, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের অত্যাশ্চর্য কার্য যাহা আপনি দেখিয়াছেন, বর্ণনা করুন। তিনি কিছু সময় চুপ থাকিয়া বলিলেন, একদা রাত্রিতে রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলিলেন, হে আয়েশা, আমাকে ছাড়, আমি আজকের এই রাত্রিতে আমার রব্বের এবাদত করিব। আমি বলিলাম, খোদার কসম, আমি আপনার সান্নিধ্য কামনা করি। আপনার যাহাতে আনন্দ হয় তাহাই আমার নিকট প্রিয়। অতঃপর তিনি অযু করিয়া নামাযে দাঁড়াইলেন। হযরত আয়েশা (রাঃ) বলেন, তিনি এত কাঁদিলেন যে, তাঁহার কোল ভিজিয়া গেল। তিনি বসিয়া ছিলেন, এত কাঁদিলেন যে, তাঁহার দাড়ি মোবারক ভিজাইয়া ফেলিলেন। তারপরও এত কাঁদিলেন যে, যমীন ভিজিয়া গেল। হযরত বেলাল (রাঃ) যখন নামাযের জন্য ডাকিতে আসিয়া তাঁহাকে কাঁদিতে দেখিলেন, বলিলেন, ইয়া রাসূলাল্লাহ,আপনি কাঁদিতেছেন? অথচ আল্লাহ তায়ালা আপনার অতীত-ভবিষ্যৎ-এর সকল গুনাহ মাফ করিয়া দিয়াছেন। তিনি বলিলেন, আমি কি শোকরগুযার বান্দা হইব না? অদ্য রাত্রিতে আমার উপর একটি আয়াত অবতীর্ণ হইয়াছে। যে ব্যক্তি, উহা পড়িল কিন্তু চিন্তা করিল না সে ধ্বংস হইল।

إِنَّ فِي خَلْقِ السَّمٰوٰتِ وَالْأَرْضِ

অর্থ ঃ নিঃসন্দেহে আসমানসমূহ এবং যমীনের সৃজনে এবং পর্যায়ক্রমে দিবা ও রাত্রির গমনাগমনে নিদর্শনসমূহ রহিয়াছে জ্ঞানবানদের জন্য। (তারগীব)

হযরত মুতাররিফের পিতা (রাঃ) বর্ণনা করেন যে, আমি রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামকে নামাযে এরূপ রত দেখিয়াছি যে, কান্নার দরুন তাহার সিনার ভিতর হইতে যাঁতা ঘুরার ন্যায় শব্দ বাহির হইতেছিল। (আবু দাউদ)

ইমাম নাসায়ী (রহঃ) বর্ণিত রেওয়ায়াতে আছে যে, তাহার সিনার ভিতরে ফুটন্ত পাতিলের ন্যায় শব্দ হইতেছিল।

www.BANGLAKITAB.com

হযরত ওমর (রাঃ)এর নামাযে ক্রন্দন

হযরত আবদুল্লাহ ইবনে শাদাদ (রহঃ) বলেন, হযরত ওমর (রাঃ) ফজরের নামাযে সূরা ইউসূফ পড়িতেছিলেন। যখন তিনি

إِنَّمَا أَشْكُوا بَثِّي وَحُزْنِي إِلَى اللَّهِ

অর্থ ঃ আমি আমার শোক ও দুঃখের অভিযোগ কেবল আল্লাহর সমীপেই করিতেছি। (মুনতাখাবুল কান্‌য)

উক্ত আয়াতে পৌঁছিলেন, তখন আমি সর্বশেষ কাতার হইতে কান্নার দরুন তাঁহার হেঁচকির আওয়াজ শুনিতে পাইলাম।

হযরত আবদুল্লাহ ইবনে ওমর (রাঃ) বলেন, আমি হযরত ওমর (রাঃ)এর পিছনে নামায পড়িয়াছি। তিন কাতার পিছন হইতে আমি তাহার কান্নার আওয়াজ শুনিতে পাইয়াছি।

নামাযে খুশু'-খুযু

সাহাবা (রাঃ)দের নামাযে খুশূ'

সাহল ইবনে সা'দ (রহঃ) বলেন, হযরত আবু বকর (রাঃ), নামাযের মধ্যে কোন দিকে চাহিতেন না। (মুনতাখাবুল কান্‌য)

হযরত মুজাহিদ (রহঃ) বলেন, হযরত আবদুল্লাহ ইবনে যুবাইর (রাঃ) নামাযে এরূপ (স্থির হইয়া) দাঁড়াইতেন যেন একটি স্তম্ভ। হযরত আবু বকর (রাঃ)ও এরূপ দাঁড়াইতেন। হযরত মুজাহিদ (রহঃ) বলেন, ইহাই নামাযের খুশু'। (মুনতাখাবুল কান্‌য)

হযরত মুজাহিদ (রহঃ) হইতে অপর এক রেওয়ায়াতে বর্ণিত হইয়াছে যে, হযরত আবদুল্লাহ ইবনে যুবাইর (রাঃ) নামাযে এরূপ দণ্ডায়মান হইতেন যেন একটি স্তম্ভ। এবং বলা হইত যে, ইহা নামাযে খুশু'র অন্যতম একটি বিষয়।

হযরত ইবনুল মুনকাদির (রহঃ) বলেন, তুমি যদি হযরত ইবনে যুবাইর (রাঃ)কে নামাযরত দেখিতে তবে বলিতে যে, একটি গাছের ডালা যাহাকে বাতাস ঝাপটা দিতেছে। মিনজানিক (পাথর নিক্ষেপের যন্ত্রবিশেষ)এর পাথর

যত্র-তত্র পড়িতেছিল, কিন্তু তিনি পরওয়া করিতেছিলেন না।

হযরত আতা (রহঃ) বলেন, হযরত ইবনে যুবাইর (রাঃ) যখন নামাযে দাঁড়াইতেন মনে হইত যেন একটি স্থির বাঁশের খুটা। (আবু নুআঈম)

যায়েদ ইবনে আবদুল্লাহ শায়বানী (রহঃ) বলেন, আমি হযরত ইবনে ওমর (রাঃ)কে দেখিয়াছি, যখন তিনি নামাযের জন্য যাইতেন, এমন ধীরে চলিতেন যে, যদি কোন পিঁপড়া তাহার সহিত চলিতে আরম্ভ করে তবে তোমার মনে হইবে তিনি তাহারও আগে যাইতে পারিবেন না। (ইবনে সা'দ)

ওয়াসে' ইবনে হিব্বান (রহঃ) বলেন, হযরত আবদুল্লাহ ইবনে ওমর (রাঃ) নামাযে তাঁহার সকল অঙ্গকে কেবলামুখী রাখিতেন। পায়ের বৃদ্ধাঙ্গুলীকেও কেবলামুখী রাখিতেন। (ইবনে সা'দ)

হযরত তাউস (রহঃ) বলেন, হযরত আবদুল্লাহ ইবনে ওমর (রাঃ)এর ন্যায় নামাযে হাত-পা ও চেহারাকে এরূপ কেবলামুখী করিতে আমি আর কাহাকেও দেখি নাই।

আবু বুরদাহ (রহঃ) বলেন, আমি হযরত আবদুল্লাহ ইবনে ওমর (রাঃ)এর পার্শ্বে নামায পড়িয়াছি। সেজদায় যাইয়া তাঁহাকে এইরূপ বলিতে শুনিয়াছি—

اَللّٰهُمَّ اجْعَلْكَ اَحَبَّ شَيْءٍ اِلَيَّ وَاَخْشٰى شَيْءٍ عِنْدِي

অর্থাৎ—আয় আল্লাহ, আপনার সত্তাকে আমার নিকট সর্বাধিক প্রিয় এবং সর্বাধিক ভক্তিপূর্ণ ভয়ের বস্তু বানাইয়া দিন।

তাহাকে সেজদায় আরো বলিতে শুনিয়াছি—

رَبِّ بِمَا اَنْعَمْتَ عَلَيَّ فَلَنْ اَكُوْنَ ظَهِيْرًا لِّلْمُجْرِمِيْنَ

অর্থাৎ হে আমার পরওয়ারদিগার, যেহেতু আপনি আমার প্রতি অনেক অনুগ্রহ করিয়াছেন, অতএব আমি কখনও অপরাধীদের সহায়তা করিব না।

তিনি বলিয়াছেন, আমি ইসলাম গ্রহণের পর এ যাবৎ যত নামায পড়িয়াছি প্রত্যেক নামায আমার গুনাহের কাফফারা হইবে বলিয়া আশা

www.BANGLAKITAB.com

করিয়াছি। (আবু নুআঈম)

আ'মাশ (রহঃ) বলেন, হযরত আবদুল্লাহ ইবনে ওমর (রাঃ) যখন নামায পড়িতেন, মনে হইত যেন একটি কাপড় পড়িয়া রহিয়াছে। (তাবরানী)

হযরত আবু বকর (রাঃ)এর স্ত্রীকে ধমক দেওয়া

হযরত উম্মে রুমান (রাঃ) বলেন, হযরত আবু বকর (রাঃ) একবার আমাকে নামাযে দুলিতে দেখিয়া এত জোরে ধমক দিলেন যে, আমি নামায ছাড়িয়া দিবার উপক্রম হইলাম। তারপর তিনি বলিলেন, আমি রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামকে বলিতে শুনিয়াছি, যখন তোমরা কেহ নামায পড়, নিজের অঙ্গ-প্রত্যঙ্গকে স্থির রাখিবে। ইহুদীদের ন্যায় দুলিবে না। কারণ, অঙ্গ-প্রত্যঙ্গকে স্থির রাখা পূর্ণাঙ্গ নামাযের অংশবিশেষ। (কান্য)

নবী করীম (সাঃ)এর সুন্নাতে মুআক্কাদাহসমূহের প্রতি এহ্তেমাম বা যত্নবান হওয়া

হযরত আয়েশা (রাঃ)এর বর্ণনা

আবদুল্লাহ ইবনে শাকীক (রহঃ) বলেন, আমি হযরত আয়েশা (রাঃ)কে রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের নফল নামায সম্পর্কে জিজ্ঞাসা করিলে তিনি বলিলেন, তিনি জোহরের পূর্বে আমার ঘরে চার রাকাত পড়িতেন। অতঃপর বাহির হইয়া লোকদিগকে নামায পড়াইতেন। পুনরায় আমার ঘরে আসিয়া দুই রাকাত পড়িতেন। এবং মাগরিবের নামায পড়াইয়া আমার ঘরে আসিয়া দুই রাকাত পড়িতেন। এশার নামায পড়াইয়া আমার ঘরে ফিরিয়া দুই রাকাত পড়িতেন। রাত্রিবেলা বেতর সহ নয় রাকাত পড়িতেন। তিনি রাত্রে দীর্ঘসময় পর্যন্ত দাঁড়াইয়া পড়িতেন। আবার দীর্ঘসময় বসিয়া পড়িতেন। যখন দাঁড়াইয়া পড়িতেন তখন দাঁড়াইয়া রুকু করিতেন ও সেজদা করিতেন। আর যখন বসিয়া পড়িতেন তখন বসিয়া রুকু করিতেন ও সেজদা করিতেন। ফজরের সময় হইলে দুই রাকাত পড়িয়া বাহির হইতেন এবং লোকদিগকে ফজরের নামায পড়াইতেন। (মুসলিম)

ফজরের দুই রাকাত সুন্নাত

হযরত আয়েশা (রাঃ) বলেন, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম ফজরের দুই রাকাত সুন্নাতের ন্যায় অন্য কোন নফল এত গুরুত্বসহকারে আদায় করিতেন না।

ইবনে খুযাইমাহ (রহঃ) বর্ণিত রেওয়ায়াতে আছে যে, হযরত আয়েশা (রাঃ) বলেন, আমি রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামকে ফজরের পূর্বে দুই রাকাত সুন্নাতের ন্যায় কোন নেক কাজের প্রতি দ্রুত অগ্রসর হইতে দেখি নাই। এমন কি কোন গনীমতের প্রতিও না। (তারগীব)

হযরত আয়েশা (রাঃ) হইতে ইমাম বোখারী (রহঃ) বর্ণিত রেওয়ায়াতে আছে যে, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম জোহরের পূর্বে চার রাকাত ও ফজরের পূর্বে দুই রাকাত কখনও ছাড়িতেন না।

হযরত বেলাল (রাঃ) হইতে বর্ণিত আছে যে, একদা তিনি রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামকে ফজরের নামাযের জন্য ডাকিতে আসিলে হযরত আয়েশা (রাঃ) হযরত বেলাল (রাঃ)কে কোন এক বিষয়ে জিজ্ঞাসা করিলেন এবং তাহাকে দীর্ঘসময় মশগুল করিয়া রাখিলেন যে, ভোরের আলো চারিদিক আলোকিত করিয়া ফেলিল। এবং খুব ফর্সা হইয়া গেল। হযরত বেলাল (রাঃ) অনবরত রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামকে নামাযের জন্য ডাকিতে লাগিলেন। কিন্তু তিনি বাহির হইলেন না। অতঃপর বাহির হইয়া নামায পড়াইলেন। নামাযের পর হযরত বেলাল (রাঃ) তাঁহাকে হযরত আয়েশা (রাঃ)এর মশগুল করিয়া রাখার দরুন অত্যাধিক ফর্সা হইয়া যাওয়া ও তাঁহার বাহির হইতে দেরী হওয়া সম্পর্কে আপত্তি করিলে তিনি বলিলেন, আমি ফজরের দুই রাকাত সুন্নাত পড়িতেছিলাম। হযরত বেলাল (রাঃ) বলিলেন, ইয়া রাসুলাল্লাহ, আপনি অনেক দেরী করিয়া ফেলিয়াছেন। তিনি বলিলেন, যতখানি দেরী হইয়াছে যদি আরো দেরী হইত তথাপি আমি ফজরের সুন্নাত পড়িতাম এবং উত্তমরূপে ও সুন্দররূপে পড়িতাম। (আবু দাউদ)

জোহরের পূর্বে চার রাকাত সুন্নাত

হযরত কাবুসের পিতা (রহঃ) বলেন, আমাকে আমার পিতা হযরত

www.BANGLAKITAB.com

আয়েশা (রাঃ)এর নিকট জিজ্ঞাসা করিতে পাঠাইলেন যে, কোন নামাযের প্রতি রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম অধিক নিয়মানুবর্তিতা পছন্দ করিতেন। তিনি বলিলেন, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম জোহরের পূর্বে চার রাকাত পড়িতেন, উহার কেয়ামকে দীর্ঘ করিতেন। রুকু ও সেজদাহ উত্তমরূপে আদায় করিতেন। (ইবনে মাযাহ)

হযরত আবদুল্লাহ ইবনে সায়েব (রাঃ) বর্ণনা করিয়াছেন যে, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম সূর্য ঢলিবার পর জোহরের পূর্বে চার রাকাত পড়িতেন। এবং তিনি বলিয়াছেন, এই সময় আসমানের দরজাসমূহ খুলিয়া দেওয়া হয়। সুতরাং আমার একান্ত ইচ্ছা হয় যে, ঐসকল দরজা দিয়া আমার নেক আমল উপরে উঠুক। (তারগীব)

হযরত আলী (রাঃ) বলেন, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম জোহরের পূর্বে চার রাকাত ও পরে দুই রাকাত পড়িতেন।

হযরত আয়েশা (রাঃ) হইতে বর্ণিত আছে যে, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম জোহরের পূর্বে চার রাকাত পড়িতে না পারিলে উহা পরে পড়িয়া লইতেন। (তিরমিযী)

হযরত আবু আইউব (রাঃ) বলেন, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম আমার ঘরে মেহমান হওয়ার পর আমি তাঁহাকে সর্বদাই জোহরের পূর্বে চার রাকাত পড়িতে দেখিয়াছি। তিনি বলিয়াছেন, যখন সূর্য ঢলিয়া পড়ে আসমানের দরজাগুলি খুলিয়া দেওয়া হয়। জোহরের নামায শেষ হওয়া পর্যন্ত উহা বন্ধ করা হয় না। সুতরাং আমার একান্ত ইচ্ছা হয় যে, উক্ত সময়ে আমার নেক আমল উপরে উঠুক। (তারগীব)

আসর ও মাগরিবের সুন্নাত

হযরত আলী (রাঃ) বলেন, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম আসরের পূর্বে চার রাকাত পড়িতেন। এবং এই চার রাকাতের মাঝে আল্লাহ তায়ালার নিকটতম ফেরেশতাগণ ও তাহাদের অনুসারী মুমিন মুসলমানদের প্রতি সালাম পাঠ দ্বারা পৃথক করিতেন। (তিরমিযী)

আবু দাউদ হযরত আলী (রাঃ) হইতে বর্ণনা করিয়াছেন যে, রাসূলুল্লাহ

সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম আসরের পূর্বে দুই রাকাত পড়িতেন।

হযরত ইবনে আব্বাস (রাঃ) হইতে বর্ণিত আছে যে, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম মাগরিবের পর দুই রাকাত পড়িতেন। এবং উহাতে এত দীর্ঘ কেরাত পড়িতেন যে, মুসল্লীগণ নামায শেষ করিয়া চলিয়া যাইত। (তাবরানী)

সাহাবা (রাঃ)দের সুন্নাতে মুআক্কাদার প্রতি এহ্‌তেমাম

হযরত ওমর (রাঃ) কর্তৃক সুন্নাতের এহতেমাম

হযরত সাঈদ ইবনে জুবাইর (রহঃ) বলেন, হযরত ওমর (রাঃ) ফজরের পূর্বে দুই রাকাত সম্পর্কে বলিয়াছেন যে, এই দুই রাকাত আমার নিকট লালবর্ণের উষ্ট্র দল হইতে অধিক প্রিয়। (কান্‌য)

আবদুর রহমান ইবনে আবদুল্লাহ (রহঃ) হইতে বর্ণিত আছে যে, একবার তিনি হযরত ওমর (রাঃ)এর ঘরে যাইয়া দেখিলেন, তিনি জোহরের পূর্বে নামায পড়িতেছেন। জিজ্ঞাসা করিলেন, ইহা কেমন নামায? হযরত ওমর (রাঃ) উত্তর দিলেন, ইহা রাত্রের (তাহাজ্জুদ) নামায সমতুল্য। (কান্‌য)

আবদুল্লাহ্ ইবনে উতবাহ্ (রাঃ) বলেন, আমি হযরত ওমর (রাঃ)এর সহিত তাঁহার ঘরে জোহরের পূর্বে চার রাকাত পড়িয়াছি।

অন্যান্য সাহাবা কর্তৃক সুন্নাতের এহতেমাম

হোযাইফা ইবনে আসীদ (রহঃ) বলেন, আমি হযরত আলী (রাঃ)কে সূর্য ঢলিবার পর চার রাকাত দীর্ঘ নামায পড়িতে দেখিয়া তাঁহাকে জিজ্ঞাসা করিলাম। তিনি বলিলেন, আমি রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামকে এই নামায পড়িতে দেখিয়াছি। (কান্‌য)

আবদুল্লাহ ইবনে ইয়াযীদ (রহঃ) বলেন, হযরত আবদুল্লাহ ইবনে মাসউদ (রাঃ)এর অতি নিকটবর্তী ব্যক্তি আমার নিকট বর্ণনা করিয়াছেন যে, তিনি সূর্য ঢলিবার পর উঠিয়া একশত আয়াতবিশিষ্ট দুই সূরা দ্বারা চার রাকাত নামায পড়িলেন। তারপর যখন মুয়াযযিনগণ আযান শেষ করিল তখন তিনি কাপড় পরিধান করিয়া নামাযের জন্য বাহির হইলেন। (তাবরানী)

www.BANGLAKITAB.com

হযরত আসওয়াদ, মুররাহ ও মাসরুক (রহঃ)—ইহারা সকলে বর্ণনা করিয়াছেন যে, হযরত আবদুল্লাহ ইবনে মাসউদ (রাঃ) বলিয়াছেন, জোহরের পূর্বে চার রাকাত নামায ব্যতীত অন্য কোন দিনের নামায রাত্রের (তাহাজ্জুদ) নামাযের সমতুল্য নাই। এবং দিনের অন্যান্য সকল নামাযের উপর উহার ফজিলত এমন, যেমন জামাতের সহিত নামাযের ফজিলত একাকি নামাযের উপর।

অপর এক রেওয়ায়াতে বর্ণিত আছে যে, হযরত আবদুল্লাহ ইবনে মাসউদ (রাঃ) বলিয়াছেন, সাহাবা (রাঃ) জোহরের পূর্বে চার রাকাতের ন্যায় দিনের অন্য কোন নামাযকে রাত্রের (তাহাজ্জুদ) নামাযের সমতুল্য মনে করিতেন না। তাঁহারা উক্ত চার রাকাতকে রাত্রের (তাহাজ্জুদ) নামাযের সমতুল্য মনে করিতেন। (কান্য)

হযরত বারা (রাঃ) সম্পর্কে বর্ণিত আছে যে, তিনি জোহরের পূর্বে চার রাকাত পড়িতেন। হযরত আব্দুল্লাহ ইবনে ওমর (রাঃ) সম্পর্কেও অনুরূপ বর্ণিত হইয়াছে। (কান্য)

অপর এক রেওয়ায়াতে বর্ণিত আছে যে, হযরত আবদুল্লাহ ইবনে ওমর (রাঃ) সূর্য ঢলিবার পর মসজিদে আসিয়া জোহরের পূর্বে বার রাকাত নামায পড়িতেন। তারপর বসিয়া থাকিতেন।

হযরত নাফে' (রহঃ) বলেন, হযরত ইবনে ওমর (রাঃ) জোহরের পূর্বে প্রথম আট রাকাত পড়িতেন। তারপর চার রাকাত পড়িতেন। (কান্য)

হযরত আলী (রাঃ) বলিয়াছেন যে, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম আমাকে তিনটি কাজের ওসিয়াত করিয়াছেন যেন মৃত্যু পর্যন্ত উহা না ছাড়ি। তন্মধ্যে একটি হইল, আসরের পূর্বে চার রাকাত পড়া। সুতরাং মৃত্যু পর্যন্ত আমি উহা ছাড়িব না। অপর এক রেওয়ায়াতে বর্ণিত হইয়াছে যে, তিনি বলিয়াছেন, যে ব্যক্তি আসরের পূর্বে চার রাকাত পড়ে আল্লাহ তায়ালা তাহার উপর রহমত বর্ষণ করুন। (কান্য)

আবু ফাখতাহ (রহঃ) হইতে বর্ণিত আছে যে, একবার হযরত আলী (রাঃ) আলোচনা প্রসঙ্গে বলিলেন, মাগরিব ও এশার মাঝে গাফলতের নামায আছে। অতঃপর বলিলেন, তোমরা সেই গাফলতের মধ্যেই পতিত হইয়াছ। (অর্থাৎ উক্ত নামায হইতে গাফেল হইয়া গিয়াছ।) (কান্য)

হযরত আবদুল্লাহ ইবনে ওমর (রাঃ) বলিয়াছেন, যে ব্যক্তি মাগরিবের পর চার রাকাত নামায পড়িবে সে যেন জেহাদের পর জেহাদ করিল। (কান্য)

নবী করীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম ও সাহাবা (রাঃ)দের তাহাজ্জুদ নামাযের এহ্তেমাম

রাসূলুল্লাহ (সাঃ)এর এহতেমাম

আবদুল্লাহ ইবনে আবু কায়েস (রহঃ) বলেন, হযরত আয়েশা (রাঃ) তাহাকে বলিয়াছেন, তাহাজ্জুদ নামায ছাড়িও না। কারণ, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম কখনও উহা ছাড়িতেন না। যদি কখনও অসুস্থ অথবা আলস্য বোধ করিতেন তবে বসিয়া বসিয়া পড়িতেন। (তারগীব)

তাহাজ্জুদ নামায ফরজ হওয়া ও পরে উহার পরিবর্তন

হযরত জাবের (রাঃ) বলিয়াছেন, তাহাজ্জুদ নামায আমাদের উপর ফরজ করা হইয়াছিল। যেমন—

يَا أَيُّهَا الْمُزَّمِّلُ قُمِ اللَّيْلَ إِلَّا قَلِيلًا

অর্থ ঃ হে বস্ত্রাবৃত (রসূল), রাত্রিকালে (নামাযে) দণ্ডায়মান থাকুন, কিয়দংশ রাত্রি ব্যতীত, অর্থাৎ অর্ধেক রাত্রি অথবা অর্ধেক হইতেও কিছু কম করুন।

সুতরাং আমরা এত দীর্ঘ নামায পড়িতে লাগিলাম যে, আমাদের পা ফুলিয়া গেল। তখন আল্লাহ তায়ালা রোখসতের আয়াত নাযেল করিলেন। অর্থাৎ عَلِمَ أَنْ سَيَكُونُ হইতে সূরার শেষ পর্যন্ত।(বাযযার)

রাসূলুল্লাহ (সাঃ)এর বিতর নামায

সাঈদ ইবনে হিশাম (রহঃ) হইতে বর্ণিত হইয়াছে যে, তিনি স্ত্রীকে তালাক দিয়া মদীনার দিকে রওয়ানা হইলেন। সেখানে তাহার যে জমিজমা আছে উহা বিক্রয় করিয়া তদ্বারা ঘোড়া ও যুদ্ধের অস্ত্রাদি খরিদ করতঃ

www.BANGLAKITAB.com

রুমীদের বিরুদ্ধে মৃত্যু পর্যন্ত জেহাদে লিপ্ত হইবার মনস্থ করিলেন। ইত্যবসরে নিজ কাওমের কিছু লোকের সহিত তাহার সাক্ষাৎ হইলে তাহারা বলিলেন, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের যুগে তাহাদের কাওমের ছয়জন লোক এইরূপ এরাদা করিয়াছিল। তিনি তাহাদিগকে বলিয়াছিলেন, আমার মধ্যে কি তোমাদের জন্য উত্তম আদর্শ নাই? অতঃপর তিনি তাহাদিগকে এরূপ করিতে নিষেধ করিলেন। ইহা শুনিয়া সাঈদ ইবনে হিশাম (রহঃ) তৎক্ষণাৎ উপস্থিত লোকদিগকে সাক্ষী করিয়া তালাক হইতে রুজু করিলেন। তারপর আমাদের নিকট ফিরিয়া আসিয়া বর্ণনা করিলেন যে, তিনি হযরত ইবনে আব্বাস (রাঃ)এর নিকট যাইয়া তাঁহাকে রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের বিতরের নামায সম্পর্কে জিজ্ঞাসা করিলে তিনি বলিলেন, আমি কি তোমাকে এমন ব্যক্তির সন্ধান দিব, যিনি রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের বিতর সম্পর্কে যমীনবাসীদের মধ্যে সর্বাধিক জ্ঞাত? সাঈদ (রহঃ) বলিলেন, হাঁ। তিনি বলিলেন, হযরত আয়েশা (রাঃ)এর নিকট যাইয়া তাহাকে জিজ্ঞাসা কর। তিনি যাহা বর্ণনা করেন উহা পুনরায় আমাকে জানাইও।

সাঈদ (রহঃ) বলেন, আমি হযরত হাকীম ইবনে আফলাহ (রাঃ)এর নিকট আসিয়া তাহাকে আমার সঙ্গে হযরত আয়েশা (রাঃ)এর নিকট চলিতে অনুরোধ করিলাম। তিনি উত্তর দিলেন, আমি তাঁহার নিকট যাইতে পারিব না। কারণ, আমি তাঁহাকে এই দুই দল (অর্থাৎ হযরত আলী ও হযরত মুআবিয়া (রাঃ)) সম্পর্কে কোনপ্রকার কথা বলিতে নিষেধ করিয়াছিলাম। কিন্তু তিনি নিষেধ শুনেন নাই। সাঈদ বলেন, আমি তাঁহাকে কসম দিলে তিনি আমার সঙ্গে আসিলেন। আমরা হযরত আয়েশা (রাঃ)এর ঘরে প্রবেশ করিলাম। তিনি জিজ্ঞাসা করিলেন, হাকীম? এবং চিনিতে পারিলেন। হযরত হাকীম উত্তর দিলেন, হাঁ। তিনি জিজ্ঞাসা করিলেন, তোমার সঙ্গে এই ব্যক্তি কে? হযরত হাকীম (রাঃ) বলিলেন, সাঈদ ইবনে হিশাম। তিনি জিজ্ঞাসা করিলেন, কোন্ হিশাম? হযরত হাকীম (রাঃ) উত্তর দিলেন, আমেরের ছেলে। সাঈদ বলেন, শুনিয়া হযরত আয়েশা (রাঃ) তাহার জন্য রহমতের দোয়া করিলেন এবং বলিলেন, আমের বড় ভাল লোক ছিল। আমি বলিলাম, হে উম্মুল মুমিনীন, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের চরিত্র সম্পর্কে

আমাকে কিছু বলুন। তিনি বলিলেন, তুমি কি কুরআন পড় না? আমি বলিলাম, নিশ্চয়ই! তিনি বলিলেন, কুরআনই রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের চরিত্র ছিল।

অতঃপর আমি উঠিবার ইচ্ছা করিতেই রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের তাহাজ্জুদ নামাযের কথা স্মরণ হইল। আমি বলিলাম, হে উম্মুল মুমিনীন, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের তাহাজ্জুদ নামায সম্পর্কে বলুন! তিনি বলিলেন, তুমি কি সূরা মুজ্জাম্মিল পড় না? আমি বলিলাম, নিশ্চয়ই! তিনি বলিলেন, আল্লাহ তায়ালা এই সূরার প্রথমাংশে রাত্রের কেয়াম (অর্থাৎ তাহাজ্জুদ নামায) কে ফরজ করিয়াছিলেন। রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম ও তাঁহার সাহাবা (রাঃ) এক বৎসর পর্যন্ত এমনভাবে তাহাজ্জুদের নামায পড়িলেন যে, তাহাদের পা ফুলিয়া গেল। আল্লাহ তায়ালা এই সূরার শেষাংশ বার মাস পর্যন্ত আসমানে আটকাইয়া রাখিলেন। অতঃপর উক্ত হুকুম শিথিল করিয়া সূরার শেষাংশ নাযিল করিলেন। সুতরাং ফরজকৃত তাহাজ্জুদের নামায নফলে পরিণত হইল।

অতঃপর আমি উঠিবার ইচ্ছা করিতেই রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের বিতরের কথা স্মরণ হইল। আমি বলিলাম, হে উম্মুল মুমিনীন, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের বিতর সম্পর্কে আমাকে বলুন। তিনি বলিলেন, আমরা তাঁহার জন্য মেসওয়াক ও অযূর পানি প্রস্তুত করিয়া রাখিতাম। রাত্রে আল্লাহ তায়ালা যখন চাহিতেন তাঁহাকে জাগ্রত করিতেন। তিনি মেসওয়াক করিয়া অযূ করিতেন। অতঃপর একাধারে আট রাকাত পড়িয়া অষ্টম রাকাতে বসিতেন। বসিয়া আল্লাহ তায়ালার যিকির ও দোয়া করিতেন। তারপর সালাম না ফিরাইয়া নবম রাকাতের জন্য দাঁড়াইয়া যাইতেন। তারপর এক আল্লাহ তায়ালার যিকির ও দোয়া করতঃ আমাদিগকে শুনাইয়া সালাম ফিরাইতেন। অতঃপর দুই রাকাত বসিয়া আদায় করিতেন। বেটা, এই এগার রাকাত হইল। পরবর্তীকালে বার্ধক্যের দরুন রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের শরীর যখন মাংসল হইয়া গেল তখন তিনি সাত রাকাতে বিতর পূর্ণ করিতেন। সপ্তম রাকাতে সালাম ফিরাইবার পর দুই রাকাত বসিয়া আদায় করিতেন। বেটা, এই নয় রাকাত হইল। রাসূলুল্লাহ

www.BANGLAKITAB.com

সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম যে কোন নামায পড়িতেন, নিয়মিত পড়িতে পছন্দ করিতেন। অতএব যদি ঘুম, ব্যথা–বেদনা বা কোন অসুখের দরুন রাত্রে নামায পড়িতে না পারিতেন, তবে দিনে বার রাকাত পড়িয়া লইতেন। রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম কখনও এক রাত্রে সকাল পর্যন্ত সম্পূর্ণ কুরআন শরীফ পড়িয়াছেন, অথবা রমযান ব্যতীত অন্য কোন মাসে পূর্ণ মাস রোযা রাখিয়াছেন, আমার জানা নাই। সাঈদ (রহঃ) বলেন, আমি হযরত ইবনে আব্বাস (রাঃ)এর নিকট আসিয়া হযরত আয়েশা (রাঃ)এর এই হাদীস শুনাইলে তিনি বলিলেন, তিনি সত্য বলিয়াছেন। শুন, যদি আমি তাঁহার নিকট যাইতাম তবে আমাকেও তিনি নিজ মুখে শুনাইতেন। (আহমাদ)

হযরত ইবনে আব্বাস (রাঃ) বলিয়াছেন যে, সূরা মুজ্জাম্মেলের প্রথমাংশ নাযিল হইবার পর সাহাবা (রাঃ) তাহাজ্জুদের নামায রমযানের তারাবীহের ন্যায় দীর্ঘ পড়িতেন। এই সূরার প্রথমাংশ ও শেষাংশ নাযিলের মধ্যবর্তী সময়ের ব্যবধান ছিল এক বৎসর। (কান্‌য)

হযরত আবু বকর ও হযরত ওমর (রাঃ)এর তাহাজ্জুদ নামায

ইয়াহইয়া ইবনে সাঈদ (রহঃ) বলেন, হযরত আবু বকর (রাঃ) প্রথম রাত্রিতে বিতর আদায় করিয়া ফেলিতেন। আর তাহাজ্জুদের নামায দুই দুই রাকাত করিয়া পড়িতেন।

আসলাম (রহঃ) বলেন, হযরত ওমর ইবনে খাত্তাব (রাঃ) রাত্রে যতক্ষণ আল্লাহ চাহিতেন নামায পড়িতেন। তারপর অর্ধ রাত্র হইলে নিজের পরিবারস্থ লোকদিগকে নামাযের জন্য জাগাইতেন। তাহাদিগকে নামায বলিয়া আওয়াজ দিতেন ও নিম্নের আয়াত তেলাওয়াত করিতেন।

وَأْمُرْ أَهْلَكَ بِالصَّلٰوةِ .... وَالْعَاقِبَةُ لِلتَّقْوٰى

অর্থ ঃ আর আপনার পরিবারস্থ লোকদিগকে নামাযের আদেশ করিতে থাকুন, এবং নিজেও উহার পাবন্দ থাকুন, আমি আপনার নিকট রিযিক চাহিনা। রিযিক তো আপনাকে আমিই দিব। আর উৎকৃষ্ট পরিণাম তো পরহেযগারীরই। (মুনতাখাবুল কান্‌য)

হযরত হাসান (রহঃ) হইতে বর্ণিত হইয়াছে যে, হযরত ওসমান ইবনে আবিল আস (রাঃ) হযরত ওমর (রাঃ)এর একজন বিধবা স্ত্রীকে বিবাহ করিলেন। এবং বলিলেন, খোদার কসম, আমি মাল–আওলাদের আশায় তাহাকে বিবাহ করি নাই, বরং আমি হযরত ওমরের (রাঃ) রাত্র সম্পর্কে জানিবার জন্য বিবাহ করিয়াছি। অতএব তিনি তাহাকে জিজ্ঞাসা করিলেন, রাত্রে হযরত ওমর (রাঃ)এর নামায কিরূপ হইত? তাহার স্ত্রী উত্তর দিলেন, তিনি এশার নামাযের পর আমাদিগকে তাঁহার শিয়রে একটি পাত্রে পানি রাখিয়া ঢাকিয়া রাখিতে বলিতেন। রাত্রে যখন জাগ্রত হইতেন উক্ত পানিতে হাত দিয়া নিজের চেহারা ও হাতদ্বয় মাসাহ করিতেন, তারপর যতক্ষন ইচ্ছা আল্লাহ তায়ালার যিকিরে মশগুল থাকিতেন। এইরূপে কয়েকবার জাগ্রত হইতেন। অবশেষে ঐ সময় হইত যখন তিনি তাহাজ্জুদ নামাযের জন্য দণ্ডায়মান হইতেন।

এই বর্ণনা শুনিয়া হযরত ইবনে বুরাইদাহ (রাঃ) জিজ্ঞাসা করিলেন, তোমার নিকট কে বর্ণনা করিয়াছে? হযরত হাসান (রহঃ) বলিলেন, ওসমান ইবনে আবিল আসে (রাঃ)এর মেয়ে। ইবনে বুরাইদাহ (রাঃ) বলিলেন, বর্ণনাকারী বিশ্বস্ত।

হযরত সাঈদ ইবনে মুসাইয়েব (রহঃ) বলেন, হযরত ওমর (রাঃ) মধ্য রাত্রিতে নামায পড়িতে পছন্দ করিতেন। (কান্‌য)

অন্যান্য সাহাবা (রাঃ)দের তাহাজ্জুদ নামায

হযরত নাফে' (রহঃ) হইতে বর্ণিত হইয়াছে যে, হযরত আবদুল্লাহ ইবনে ওমর (রাঃ) নামাযে রাত্র কাটাইতেন। নাফে' (রহঃ)কে জিজ্ঞাসা করিতেন, হে নাফে', সেহরীর সময় হইয়াছে কি? তিনি উত্তর দিতেন, না। সুতরাং আবার নামাযে মশগুল হইতেন। পুনরায় জিজ্ঞাসা করিতেন, হে নাফে' সেহরীর

WWW.BANGLAKITAB.com

সময় হইয়াছে কি? তিনি উত্তর দিতেন, হাঁ। তারপর বসিয়া পড়িতেন। ফজর পর্যন্ত ইস্তেগফার ও দোয়াতে মশগুল থাকিতেন। (আবু নুআঈম)

মুহাম্মদ ইবনে সীরীন (রহঃ) বলেন, হযরত ইবনে ওমর (রাঃ) রাত্রে যতবার জাগ্রত হইতেন, নামায পড়িতেন। আবু গালিব (রহঃ) হইতে বর্ণিত আছে যে, তিনি বলিয়াছেন, হযরত ইবনে ওমর (রাঃ) মক্কায় আমাদের নিকট মেহমান হইতেন। তিনি রাত্রে তাহাজ্জুদ পড়িতেন। একদিন ফজরের কিছু পূর্বে আমাকে বলিলেন, হে আবু গালিব, তুমি কি নামাযের জন্য উঠিবে না? কুরআনের এক তৃতীয়াংশ হইলেও পড়। আমি বলিলাম, সুবহে সাদেকের সময় নিকটবর্তী হইয়া গিয়াছে। এত অল্প সময়ে কুরআনের এক তৃতীয়াংশ কিরূপে পড়িব? তিনি বলিলেন, সূরায়ে এখলাস কুরআনের এক তৃতীয়াংশের সমান। (আবু নুআঈম)

হযরত আলকামা ইবনে কায়েস (রহঃ) বলেন, আমি একবার হযরত আবদুল্লাহ ইবনে মাসউদ (রাঃ)এর সহিত রাত্রি যাপন করিলাম। তিনি প্রথম রাত্রে উঠিয়া নামায আরম্ভ করিলেন। নামাযে মহল্লার মসজিদের ইমামের ন্যায় তারতীলের সহিত ধীরে ধীরে কেরাত পড়িতেছিলেন। কোন শব্দের পুনরাবৃত্তি করিতেছিলেন না। উচ্চ অথবা অতি নিচ স্বরেও নহে, বরং আশেপাশের লোকজন শুনিতে পায় এমন স্বরে পড়িতেছিলেন। যখন মাগরিবের আযান দিয়া নামায শেষ করিবার পরিমাণ রাত্রের অন্ধকার বাকি রহিল, (অর্থাৎ রাত শেষ হইতে অতি অল্প সময় বাকি রহিল) তখন তিনি বেতর পড়িলেন। (তাবরানী)

হযরত তারেক ইবনে শিহাব (রহঃ) হইতে বর্ণিত আছে যে, একবার তিনি হযরত সালমান (রাঃ)এর (এবাদতে) মেহনত দেখিবার উদ্দেশ্যে তাঁহার নিকট রাত্রি যাপন করিলেন। তিনি রাত্রের শেষ ভাগে উঠিয়া নামায পড়িলেন। অর্থাৎ যেমন আশা করিয়াছিলেন, তেমন কোন মেহনত দেখিতে পাইলেন না। এই বিষয়ে হযরত সালমান (রাঃ)কে জিজ্ঞাসা করিলে তিনি বলিলেন, পাঁচ ওয়াক্ত নামায যথাযথভাবে আদায় করিতে থাক। কারণ ইহা ছোট ছোট গুনাহের জন্য কাফফারা, যতক্ষণ না কবীরা গুনাহে লিপ্ত হয়। এশার নামাযের পর মানুষ তিন ভাগে বিভক্ত হইয়া পড়ে। প্রথম—যাহাদের জন্য রাত্রি

ক্ষতিকর, লাভজনক নহে। দ্বিতীয়—যাহাদের জন্য রাত্রি লাভজনক, ক্ষতিকর নহে। তৃতীয়—যাহাদের জন্য রাত্রি না লাভজনক না ক্ষতিকর। যে ব্যক্তি রাত্রের অন্ধকার ও মানুষের গাফলতিকে সুবর্ণ সুযোগ মনে করিয়া গুনাহের কাজে লিপ্ত হয়, রাত্রি তাহার জন্য ক্ষতিকর, লাভজনক নহে। আর যে ব্যক্তি রাত্রের অন্ধকার ও মানুষের গাফলতিকে সুবর্ণ সুযোগ মনে করিয়া নামাযে মগ্ন হইল তাহার জন্য রাত্রি লাভজনক, ক্ষতিকর নহে। যে ব্যক্তি (এশার) নামায পড়িয়া ঘুমাইয়া পড়িল, তাহার জন্য রাত্রি না লাভজনক, না ক্ষতিকর। এমন দ্রুত চলিও না যে, ক্লান্ত হইয়া পড়। মধ্যম পন্থা অবলম্বন কর ও নিয়মিত করিতে থাক।

নবী করীম (সাঃ) ও সাহাবা (রাঃ)দের সূর্যোদয় হইতে সূর্য ঢলা পর্যন্ত মধ্যবর্তী সময়ে নফল নামাযের এহ্তেমাম

রাসূলুল্লাহ (সাঃ)এর চাশতের নামায

হযরত উম্মে হানী ফাখতাহ বিনতে আবি তালেব (রাঃ) বলেন, মক্কা বিজয়ের দিন আমি রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের নিকট উপস্থিত হইয়া দেখিলাম, তিনি গোসল করিতেছেন। গোসল শেষ করিয়া তিনি আট রাকাত নামায পড়িলেন। উহা চাশতের সময় ছিল। (বুখারী ও মুসলিম)

হযরত আয়েশা (রাঃ) বলেন, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম চাশতের নামায চার রাকাত বা উহার অধিক আল্লাহ পাক যে পরিমাণ চাহিতেন, পড়িতেন। (মুসলিম)

হযরত আনাস ইবনে মালেক (রাঃ) বলেন, আমি রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামকে চাশতের নামায ছয় রাকাত পড়িতে দেখিয়াছি। ইহার পর আমি কখনও উহা পরিত্যাগ করি নাই। (তাবরানী)

হযরত উম্মে হানী (রাঃ) হইতে অপর এক রেওয়ায়াতে আছে যে, মক্কা বিজয়ের দিন রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম তাহার ঘরে আসিয়া চাশতের নামায ছয় রাকাত পড়িয়াছেন। (তাবরানী)

WWW.BANGLAKITAB.COM

হযরত আবদুল্লাহ ইবনে আবি আওফা (রাঃ) চাশতের নামায দুই রাকাত পড়িলেন। তাহার স্ত্রী বলিলেন, আপনি তো দুই রাকাত পড়িয়াছেন। তিনি বলিলেন, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামকে বিজয় ও আবু জাহলের মস্তক আনয়নের সুসংবাদ দেওয়া হইলে তিনি উহা দুই রাকাত পড়িয়াছিলেন। (বায্যার)

হযরত ইবনে আব্বাস (রাঃ) বলেন, আমি এই আয়াত—

بِالْعَشِيِّ وَالْإِشْرَاقِ

অর্থ ঃ সন্ধ্যায় ও এশরাকের সময় তাহারা তাহার সহিত তাসবিহ পাঠ করিত'।

বহুবার পড়িয়াছি, কিন্তু উহার (অর্থাৎ এশরাকের) প্রকৃত অর্থ হযরত উম্মে হানী বিনতে আবি তালেব (রাঃ)এর হাদীস শুনিয়া বুঝিতে পারিয়াছি। তিনি বর্ণনা করিয়াছেন যে, একবার রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম তাঁহার ঘরে যাইয়া একটি পাত্রে অযূর পানি চাহিলেন। তিনি বলেন, সেই পাত্রে আটা লাগিয়া থাকার চিহ্ন যেন আমি আজও দেখিতে পাইতেছি। তিনি অযূ করিয়া চাশতের নামায পড়িয়া বলিলেন, হে উম্মে হানী, ইহাই এশরাকের নামায। (তাবরানী)

চাশতের নামাযের প্রতি উৎসাহ প্রদান

হযরত আবু হোরাইরা (রাঃ) বর্ণনা করিয়াছেন যে, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম একবার এক জামাত পাঠাইলেন। তাহারা অতি অল্প সময়ে বহু পরিমাণ গনীমতের মাল লইয়া ফিরিয়া আসিল। এক ব্যক্তি বলিল, ইয়া রাসূলাল্লাহ, এই জামাতের ন্যায় এত অধিক পরিমাণে গনীমতের মাল লইয়া এরূপ দ্রুত ফিরিয়া আসিতে আমরা আর কাহাকেও দেখি নাই। তিনি বলিলেন, আমি কি ইহাদের অপেক্ষা দ্রুতপ্রত্যাবর্তনকারী ও অধিক গনীমতের মাল সংগ্রহকারী সম্পর্কে তোমাদেরকে বলিব? যে ব্যক্তি উত্তমরূপে অযূ করিয়া মসজিদে গমন করে। এবং তথায় ফজরের নামায আদায় করতঃ চাশতের নামায পড়ে। সে (ইহাদের অপেক্ষা) অতি অল্প সময়ে অধিক গনীমত লাভ

করিয়া প্রত্যাবর্তন করে। (তারগীব)

অপর এক রেওয়ায়াতে বর্ণিত হইয়াছে যে, উক্ত হাদীসে বর্ণিত প্রশ্নকারী হযরত আবু বকর (রাঃ) ছিলেন।

সাহাবা (রাঃ)দের চাশতের নামায

হযরত আতা আবু মুহাম্মাদ (রহঃ) বলিয়াছেন, আমি হযরত আলী (রাঃ)কে মসজিদে চাশতের নামায পড়িতে দেখিয়াছি। (কান্য)

হযরত ইকরামাহ (রাঃ) বলিয়াছেন যে, হযরত ইবনে আব্বাস (রাঃ) একদিন চাশতের নামায পড়িতেন ও দশদিন পরিত্যাগ করিতেন। (কান্য)

হযরত আয়েশা বিনতে সা'দ (রাঃ) বলেন, হযরত সা'দ (রাঃ) চাশতের নামায আট রাকাত পড়িতেন। (তাবরানী)

জোহর এবং আসরের মধ্যবর্তী সময়ে নফল নামাযের এহ্তেমাম

শা'বী (রহঃ) বলেন, হযরত আব্দুল্লাহ ইবনে মাসউদ (রাঃ) চাশতের নামায পড়িতেন না। কিন্তু শেষ রাত্রে এবং জোহর ও আসরের মধ্যবর্তী সময়ে দীর্ঘ নামায পড়িতেন। (তাবরানী)

হযরত নাফে' (রাঃ) হইতে বর্ণিত আছে যে, হযরত ইবনে ওমর (রাঃ) জোহর হইতে আসর পর্যন্ত সময় এবাদতে কাঠাইতেন। (আবু নুআঈম)

মাগরিব এবং এশা'র মধ্যবর্তী সময়ে নফল নামাযের এহ্তেমাম

রাসূলুল্লাহ (সাঃ)এর এহতেমাম

হযরত হোযাইফা (রাঃ) বলেন, আমি নবী করীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের নিকট আসিয়া তাঁহার সহিত মাগরিবের নামায পড়িলাম। অতঃপর তিনি এশা পর্যন্ত নামাযে মশগুল রহিলেন। (তারগীব)

www.BANGLAKITAB.com

সাহাবা (রাঃ)এর এহতেমাম

মোহাম্মাদ ইবনে আম্মার ইবনে ইয়াসের (রাঃ) বলেন, আমি হযরত আম্মার (রাঃ)কে মাগরিবের পর ছয় রাকাত পড়িতে দেখিয়াছি। তিনি বলিয়াছেন, আমি আমার প্রিয় রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামকে মাগরিবের পর ছয় রাকাত পড়িতে দেখিয়াছি এবং তিনি বলিয়াছেন, যে ব্যক্তি মাগরিবের পর ছয় রাকাত পড়িবে তাহার গুনাহ্সমূহ সমুদ্রের ফেনাসম হইলেও তাহা মাফ করিয়া দেওয়া হইবে। (তাবরানী)

হযরত আব্দুর রহমান ইবনে ইয়াযীদ (রহঃ) বলেন, মাগরিব ও এশার মধ্যবর্তী সময়ে আমি যখনই হযরত আব্দুল্লাহ ইবনে মাসউদ (রাঃ)এর নিকট আসিয়াছি তাঁহাকে নামাযে রত দেখিয়াছি। অতএব আমি তাঁহাকে জিজ্ঞাসা করিলাম, এই সময় আমি যখনই (আপনার নিকট) আসিয়াছি আপনাকে নামাযে রত দেখিয়াছি, কারণ কি? তিনি উত্তর দিলেন, ইহা গাফ্লতের সময়। (তাবরানী)

আসওয়াদ ইবনে ইয়াযীদ (রহঃ) বলেন, হযরত আব্দুল্লাহ ইবনে মাসউদ (রাঃ) বলিয়াছেন, কি উত্তম এই গাফলতের সময়! অর্থাৎ মাগরিব ও এশার মধ্যবর্তী সময়ে নামায পড়া।

হযরত আবদুল্লাহ ইবনে আব্বাস (রাঃ) হইতে বর্ণিত আছে, তিনি বলিয়াছেন, মাগরিব ও এশার মধ্যবর্তী সময়ে যে ব্যক্তি নামায পড়ে, ফেরেশতাগণ তাহাকে ঘিরিয়া রাখেন। ইহা আওয়াবীনের নামায।(কান্য)

ঘরে প্রবেশ করিবার ও ঘর হইতে বাহির হইবার কালে নফল নামাযের এহ্তেমাম

হযরত আবদুর রহমান ইবনে আবি লায়লা (রহঃ) বলেন, এক ব্যক্তি হযরত আবদুল্লাহ ইবনে রাওয়াহা (রাঃ)এর বিধবা স্ত্রীকে বিবাহ করিলেন। তিনি তাঁহাকে হযরত আবদুল্লাহ (রাঃ)এর আমল সম্পর্কে জিজ্ঞাসা করিলে বলিলেন, তিনি ঘর হইতে বাহির হইবার সময় দুই রাকাত নামায পড়িতেন। অনুরূপ ঘরে প্রবেশ করিয়া দুই রাকাত পড়িতেন। কখনও উহা পরিত্যাগ করিতেন না। (ইসাবাহ)

তারাবীহ্র নামায

তারাবীহ নামাযের প্রতি উৎসাহ প্রদান

হযরত আবু হোরায়রা (রাঃ) বলিয়াছেন, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম রমযানের তারাবীহ্ সম্পর্কে বাধ্যতামূলক কোন হুকুম করিতেন না, তবে উৎসাহ প্রদান করিতেন। এবং বলিতেন, যে ব্যক্তি ঈমান ও ইহতেসাবের (সওয়াবের নিয়তে) সহিত রমযানে তারাবীহ নামায পড়িবে তাহার পশ্চাতের সকল গুনাহ মাফ করিয়া দেওয়া হইবে। অপর রেওয়ায়াতে আছে যে, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের ইন্তেকালের পর হযরত আবু বকর (রাঃ)এর খেলাফত আমলে ও হযরত ওমর (রাঃ)এর খেলাফত আমলের প্রারম্ভিক কিছু কাল পর্যন্ত তারাবীহর বিষয়টি এরূপই ছিল। (মুসলিম)

হযরত উবাই ইবনে কা'ব (রাঃ)এর তারাবীহ পড়ানো

হযরত আবু হোরায়রা (রাঃ) বলেন, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম রমযানে লোকদের নিকট আসিয়া দেখিলেন, তাহারা মসজিদের এক কোণায় নামায পড়িতেছে। তিনি জিজ্ঞাসা করিলেন, ইহারা কি করিতেছে? তাঁহাকে বলা হইল, ইহাদের কুরআন মুখস্ত নাই বিধায় উবাই ইবনে কা'ব তাহাদিগকে নামায পড়াইতেছেন, আর তাহারা মুক্তাদি হইয়া নামায পড়িতেছে। ইহা শুনিয়া তিনি বলিলেন, ইহারা সঠিক কাজ করিয়াছে, অতি উত্তম কাজ করিয়াছে। (আবু দাউদ)

হযরত ওমর (রাঃ)এর যুগে তারাবীহ

হযরত আবদুর রহমান ইবনে কারী (রহঃ) বলেন, আমি হযরত ওমর (রাঃ)এর সহিত রমযান মাসে রাত্রিতে মসজিদে গেলাম। দেখিলাম, লোকজন বিভিন্ন স্থানে বিচ্ছিন্নভাবে (তারাবীহর) নামায পড়িতেছে। কেহ বা নিজের নামায পড়িতেছে। আর কিছু লোক তাহার একতেদা করিয়াছে। হযরত ওমর (রাঃ) ইহা দেখিয়া বলিলেন, আমি যদি ইহাদিগকে একজন কারীর পিছনে সমবেতভাবে নামায পড়িবার ব্যবস্থা করিয়া দেই তবে আমার মনে হয় উত্তম হইবে। অতঃপর তিনি উহার সিদ্ধান্ত নিলেন, এবং সকলকে হযরত উবাই

www.BANGLAKITAB.com

ইবনে কা'ব (রাঃ)এর পিছনে সমবেত করিয়া দিলেন। ইহার পর আবার এক রাত্রিতে হযরত ওমর (রাঃ)এর সহিত মসজিদে যাইয়া দেখিলাম, লোকজন তাহাদের নির্ধারিত কারীর পিছনে নামায আদায় করিতেছে। হযরত ওমর (রাঃ) বলিলেন, কি সুন্দর বেদআত ইহা! তবে যে নামাযের সময় তোমরা ঘুমাইয়া থাক উহা অধিক উত্তম এই নামায অপেক্ষা, যাহা তোমরা আদায় করিতেছ। অর্থাৎ শেষ রাত্রের নামায।কারণ লোকজন শুধু প্রথম রাত্রের (তারাবীর) নামায আদায় করিত। (কান্য)

নওফল ইবনে ইয়াস হুযালী (রহঃ) বলেন, আমরা হযরত ওমর (রাঃ)এর খেলাফত আমলে রমযান মাসে মসজিদে বিচ্ছিন্নভাবে এখানে—সেখানে (তারাবীহর) নামায পড়িতাম। যাহার আওয়াজ সুন্দর, লোকজন তাহার প্রতি আকৃষ্ট হইত। হযরত ওমর (রাঃ) বলিলেন, আমি কি দেখিতেছি না যে, ইহারা কুরআনকে গান সাজাইয়া লইয়াছে? খোদার কসম, সম্ভব হইলে আমি ইহাকে অবশ্যই পরিবর্তন করিয়া দিব। অতঃপর তিন রাত্র পরই তিনি হযরত উবাই ইবনে কা'ব (রাঃ)কে আদেশ করিলে তিনি তাহাদের নামায পড়াইলেন। হযরত ওমর (রাঃ) কাতারের শেষ প্রান্তে দাঁড়াইয়া বলিলেন, যদি ইহা বেদআত হইয়া থাকে, তবে কি সুন্দর বেদআত! (ইবনে সা'দ)

আবু ইসহাক হামদানী (রহঃ) বলেন, হযরত আলী (রাঃ) রমযান মাসে রাত্রের প্রথমাংশে মসজিদে আসিলেন। বাতি জ্বলিতেছিল আর আল্লাহর কিতাবের তেলাওয়াত হইতেছিল। ইহা দেখিয়া তিনি বলিলেন, হে ইবনে খাত্তাব, আল্লাহ তোমার কবরকে নূরান্বিত করুন, যেমন তুমি আল্লাহ তায়ালার মসজিদগুলিকে কুরআন দ্বারা নূরান্বিত করিয়াছ। (কান্য)

হযরত ওরওয়া (রাঃ) হইতে বর্ণিত আছে যে, হযরত ওমর (রাঃ) লোকদিগকে রমযান মাসে তারাবীহতে সমবেত করিলেন। পুরুষদিগকে হযরত উবাই ইবনে কা'ব (রাঃ)এর পিছনে ও মেয়েদিগকে হযরত সুলাইমান ইবনে আবি হাসমা (রাঃ)এর পিছনে। (কান্য)

হযরত ওসমান (রাঃ)এর যুগে তারাবীহ

ওমর ইবনে আবদুল্লাহ আনসী (রহঃ) হইতে বর্ণিত আছে যে, হযরত উবাই ইবনে কা'ব (রাঃ) ও হযরত তামীম দারী (রাঃ) রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের স্থানে দাঁড়াইয়া পুরুষদিগের নামায পড়াইতেন। আর সুলাইমান ইবনে আবি হাসমা (রাঃ) মসজিদের বাহিরে হযরত ওমর (রাঃ) কর্তৃক নির্মিত একটি জায়গায় মেয়েদেরকে নামায পড়াইতেন। হযরত ওসমান (রাঃ) আপন খেলাফত আমলে মেয়ে—পুরুষ সকলকে হযরত সুলাইমান ইবনে আবি হাসমা (রাঃ)এর পিছনে একত্রিত করিয়া দিলেন। তিনি মেয়েদেরকে আটকাইয়া রাখিতে বলিতেন। পুরুষরা চলিয়া গেলে তাহাদিগকে ছাড়িতেন। (ইবনে সা'দ)

হযরত আলী (রাঃ)এর যুগে তারাবীহ

আরফাজাহ (রহঃ) বলেন, হযরত আলী (রাঃ) রমযানে লোকদিগকে তারাবীহ পড়িতে আদেশ করিতেন। পুরুষদের জন্য একজন ও মেয়েদের জন্য একজন ইমাম নির্দিষ্ট করিয়া দিতেন। আরফাজাহ (রহঃ) বলেন, আমিই মেয়েদের ইমাম ছিলাম। (কান্য)

তারাবীহ নামাযে হযরত উবাই (রাঃ)এর ইমামত

হযরত জাবের ইবনে আবদুল্লাহ (রাঃ) বলেন, হযরত উবাই ইবনে কা'ব (রাঃ) রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের নিকট আসিয়া বলিলেন, ইয়া রাসূলাল্লাহ,অদ্য রাত্রে আমার দ্বারা একটি কাজ হইয়াছে। তখন রমযান মাস ছিল। রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম জিজ্ঞাসা করিলেন, উহা কি? হে উবাই! তিনি বলিলেন, আমার ঘরে কিছু মেয়েলোক আমাকে বলিল, আমরা কুরআন পড়িতে পারি না অতএব আমরা আপনার পিছনে নামায পড়িব। আমি তাহাদিগকে আট রাকাত ও বিতর পড়াইয়াছি। রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম কোন প্রতিউত্তর করিলেন না। সুতরাং ইহা সম্মতিসূচক সুন্নাত বলিয়া সাব্যস্ত হইল। (আবু ইয়া'লা)

তওবার নামায

হযরত আবদুল্লাহ ইবনে বুরাইদাহ (রাঃ) হইতে বর্ণিত হইয়াছে যে, তাহার পিতা বলিয়াছেন, একদিন রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম সকালে

www.BANGLAKITAB.com

হযরত বেলাল (রাঃ)কে ডাকিয়া বলিলেন, হে বেলাল, কি আমলের দ্বারা তুমি আমার আগে বেহেশতে প্রবেশ করিলে? কারণ, আমি গতরাত্রে বেহেশতে প্রবেশ করিয়া সম্মুখে তোমার পদধ্বনি শুনিতে পাইয়াছি। তিনি উত্তর দিলেন, ইয়া রাসূলাল্লাহ, যখনই আমার দ্বারা কোন গুনাহ হইয়াছে, আমি দুই রাকাত নামায পড়িয়াছি। আর যখনই আমার অযূ ভঙ্গ হইয়াছে, আমি তৎক্ষণাৎ অযূ করিয়া দুই রাকাত নামায পড়িয়াছি। (তারগীব)

হাজাত (অর্থাৎ কার্যোদ্ধার)এর নামায

হযরত আনাস (রাঃ)এর ঘটনা

সুমামাহ ইবনে আবদুল্লাহ (রহঃ) বলেন, একদা গ্রীষ্মকালে হযরত আনাস (রাঃ)এর নিকট তাঁহার বাগানের মালী অনাবৃষ্টির অভিযোগ করিল। তিনি পানি আনাইয়া অযূ করিলেন এবং নামায পড়িলেন। তারপর মালীকে বলিলেন, তুমি কি কিছু দেখিতে পাইতেছ? সে বলিল, আমি কিছুই দেখিতেছি না। তিনি পুনরায় নামায পড়িলেন। এইরূপে তৃতীয় অথবা চতুর্থ বারে বলিলেন, দেখ! সে উত্তর দিল, আমি পাখির ডানা পরিমাণ মেঘ দেখিতেছি। তিনি নামায ও দোয়ায় মশগুল থাকিলেন। অতঃপর তাহার মালী আসিয়া বলিল, আকাশ মেঘে ছাইয়া গিয়াছে এবং বৃষ্টি হইয়াছে। তিনি বলিলেন, বিশর ইবনে শাগাফের দেওয়া ঘোড়াটিতে চড়িয়া দেখ, কোন্ পর্যন্ত বৃষ্টি হইয়াছে। সে উহাতে চড়িয়া দেখিয়া আসিয়া বলিল, বৃষ্টি মুসাইয়েরীন ও কুজবানের মহলগুলিও অতিক্রম করে নাই। (ইবনে সা'দ)

হযরত আলী (রাঃ)এর ঘটনা

হযরত আলী (রাঃ) বলেন, আমি একবার অসুস্থ হইয়া রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের নিকট আসিলাম। তিনি আমাকে নিজের জায়গায় দাঁড় করাইয়া নামায পড়িতে লাগিলেন। এবং তাঁহার কাপড়ের এক অংশ আমার শরীরের উপর দিয়া দিলেন। অতঃপর (নামায শেষ করিয়া) বলিলেন, হে ইবনে আবি তালেব, তুমি সুস্থ হইয়া গিয়াছ। তোমার কোন অসুখ নাই। আমি আল্লাহর নিকট যাহা কিছু নিজের জন্য চাহিয়াছি তোমার

জন্যও চাহিয়াছি। আর আমি আল্লাহর নিকট যাহা চাহিয়াছি, তিনি সবই আমাকে দান করিয়াছেন। অবশ্য আমাকে বলা হইয়াছে যে, 'তোমার পরে কোন নবী নাই। হযরত আলী (রাঃ) বলেন, আমি এমন অবস্থায় উঠিয়া আসিলাম, যেন আমার কোন অসুখ হয় নাই। (মুনতাখাব)

হযরত আবু মোআল্লাক (রাঃ)এর ঘটনা

হযরত আনাস ইবনে মালেক (রাঃ) বলিয়াছেন যে, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের একজন সাহাবী আবু মোআল্লাক নামে পরিচিত ছিলেন। তিনি নিজের ও অপরের মাল লইয়া ব্যবসা করিতেন। খুবই মুত্তাকী পরহেজগার ছিলেন। একবার তিনি ব্যবসার উদ্দেশ্যে বাহির হইলে এক সশস্ত্র ডাকাতের সহিত তাহার সাক্ষাৎ হইল। ডাকাত তাহাকে বলিল, তোমার মালামাল রাখ, আমি তোমাকে হত্যা করিব। তিনি বলিলেন, তুমি মাল লইয়া যাও। ডাকাত বলিল, তোমাকে খুন করাই আমার উদ্দেশ্য। তিনি বলিলেন, তবে আমাকে নামায পড়িতে সুযোগ দাও। সে বলিল, তোমার যত ইচ্ছা নামায পড়িতে পার। তিনি অযূ করিয়া নামায পড়িলেন ও এইরূপ দোয়া করিতে লাগিলেন—

يَا وَدُودُ! يَا ذَا الْعَرْشِ الْمَجِيدِ! يَا فَعَّالاً لِمَا يُرِيدُ! اَسْئَلُكَ بِعِزَّتِكَ

الَّتِي لَا تُرَامُ وَمُلْكِكَ الَّذِي لَا يُضَامُ وَبِنُورِكَ الَّذِي مَلَأَ اَرْكَانَ

عَرْشِكَ اَنْ تَكْفِيَنِي شَرَّ هٰذَا اللِّصِّ، يَا مُغِيثُ اَغِثْنِي!

অর্থ ঃ হে ভালবাসার আধার, হে সম্মানিত আরশের মালিক, হে আপন ইচ্ছার উপর ক্ষমতাবান, আপনার সেই সমুন্নত ইজ্জতের উসিলায় যাহার আশা করা যায় না, এবং আপনার সেই ক্ষমতার উসিলায় যাহাকে কেহ পরাস্ত করিতে পারে না, এবং আপনার সেই নূরের উসিলায় যাহা আপনার

www.BANGLAKITAB.com

আরশকে পরিপূর্ণ করিয়া রাখিয়াছে। আমি আপনার নিকট এই প্রার্থনা করিতেছি যে, এই ডাকাতের অনিষ্ট হইতে আমাকে রক্ষা করুন। হে সাহায্যকারী সাহায্য করুন। হে সাহায্যকারী সাহায্য করুন। হে সাহায্যকারী সাহায্য করুন।

তিনবার বলিতেই কান বরাবর বর্শা উত্তোলন করতঃ একজন অশ্বারোহী উপস্থিত হইল। এবং বর্শার আঘাতে ডাকাতকে হত্যা করিল। অতঃপর ব্যবসায়ীর প্রতি চাহিল। তিনি জিজ্ঞাসা করিলেন, তুমি কে? তোমার দ্বারা আল্লাহ তায়ালা আমাকে সাহায্য করিলেন। সে উত্তর দিল, আমি চতুর্থ আসমানের ফেরেশতা। তুমি যখন প্রথমবার দোয়া করিয়াছ, আমি তখন আসমানের দরজাগুলিতে কড় কড় শব্দ শুনিতে পাইয়াছি। অতঃপর যখন দ্বিতীয়বার দোয়া করিয়াছ, আমি তখন আসমানবাসীদের শোরগোলের শব্দ শুনিতে পাইয়াছি। তারপর যখন তুমি তৃতীয়বার দোয়া করিয়াছ, তখন বলা হইল, 'আর্তের ফরিয়াদ।' আমি আল্লাহ তায়ালার নিকট তাহাকে কতল করিবার অনুমতি প্রার্থনা করিয়াছি। তারপর ফেরেশতা বলিল, তুমি সুসংবাদ গ্রহণ কর ও জানিয়া লও, যে ব্যক্তি অযূ করিয়া চার রাকাত নামায আদায় করতঃ উক্ত দোয়া করিবে, সে আর্ত হউক বা না হউক তাহার দোয়া কবুল হইবে।

ত্রয়োদশ অধ্যায়

এল্‌মের প্রতি সাহাবা (রাঃ)দের আগ্রহ ও উহার প্রতি উৎসাহ দান

রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম ও সাহাবা (রাঃ) এল্‌মে এলাহীর প্রতি কিরূপ আগ্রহ পোষণ করিতেন ও অন্যকে উহার প্রতি কিরূপ উৎসাহিত করিতেন। তাঁহারা কিভাবে ঈমান ও আমল সম্পর্কীয় এল্‌ম অর্জন করিতেন ও অন্যকে শিক্ষা দান করিতেন। এবং সফরে, ঘরে, সুবিধায় ও অসুবিধায় (সর্বাবস্থায়) জ্ঞান অর্জনে মশগুল থাকিতেন। তাঁহারা মদীনা মুনাওয়ারায় আগত মেহমানদের শিক্ষা দানে কিরূপ আত্মনিয়োগ করিতেন। এবং কিভাবে এল্‌ম হাসিল করা, জেহাদ করা ও রুযী উপার্জনকে একত্র করিতেন, এল্‌ম প্রচারের উদ্দেশ্যে দেশ-বিদেশে লোক প্রেরণ করিতেন। তাঁহারা ঐ সকল গুণাবলী অর্জনের প্রতি কিরূপ যত্নবান হইতেন যাহার দ্বারা এল্‌ম আল্লাহর নিকট মাকবুল বা গ্রহণযোগ্য হয়।

www.BANGLAKITAB.com

এল্‌মের প্রতি রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের উৎসাহ প্রদান

তালেবে এলমের ফজীলত

হযরত সফওয়ান ইবনে আসসাল মুরাদী (রাঃ) বলেন, আমি রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের নিকট উপস্থিত হইলাম। তখন তিনি মসজিদে তাঁহার লাল চাদরে হেলান দিয়া বসিয়াছিলেন। আমি বলিলাম, ইয়া রাসূলাল্লাহ, আমি এল্‌ম তলব করিবার জন্য আসিয়াছি। তিনি বলিলেন, তালেবে এল্‌মের প্রতি মারহাবা! তালেবে এল্‌মকে ফেরেশতাগণ তাহাদের ডানা দ্বারা বেষ্টন করিয়া লয়। অতঃপর ঐ জিনিসের মহব্বতে যাহা সে তলব করিতেছে তাহারা একজনের উপর আর একজন চড়িতে চড়িতে নিকটতম আসমান পর্যন্ত পৌঁছিয়া যায়। (তারগীব)

হযরত কাবিসাহ ইবনে মুখারেক (রাঃ) বলেন, আমি রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের খেদমতে উপস্থিত হইলে তিনি জিজ্ঞাসা করিলেন, কেন আসিয়াছ? আমি বলিলাম, আমার বয়স অধিক হইয়া গিয়াছে, হাড় মজিয়া গিয়াছে, আমি আপনার নিকট এইজন্য আসিয়াছি যে, আপনি আমাকে এমন কিছু শিক্ষা দান করুন যাহার দ্বারা আল্লাহ তায়ালা আমাকে ফায়দা দান করিবেন। তিনি বলিলেন, তুমি যে পাথর, বৃক্ষ ও মাটির উপর দিয়া আসিয়াছ প্রত্যেকেই তোমার জন্য ইস্তেগফার অর্থাৎ গুনাহ মাফের দোয়া করিয়াছে। হে কাবিসাহ, তুমি ফজর নামাযের পর তিন বার এই দোয়া পড়িও—

سُبْحَانَ اللّٰهِ الْعَظِيْمِ وَبِحَمْدِهٖ

তুমি দৃষ্টিহীনতা, কুষ্ঠরোগ ও পক্ষাঘাত হইতে বাঁচিয়া থাকিবে। হে কাবিসাহ, তুমি পড়—

اَللّٰهُمَّ اِنِّيْ اَسْئَلُكَ مِمَّا عِنْدَكَ وَاَفِضْ عَلَيَّ مِنْ فَضْلِكَ وَانْشُرْ

عَلَيَّ مِنْ رَحْمَتِكَ وَاَنْزِلْ عَلَيَّ مِنْ بَرَكَاتِكَ

অর্থ ঃ আয় আল্লাহ! আমি উহা চাহি যাহা আপনার নিকট আছে। আমার প্রতি আপনার করুণা বর্ষণ করুন। আপনার রহমত বিস্তৃত করুন এবং আপনার বরকত নাযেল করুন। (আহমাদ)

হযরত সাখবারাহ (রাঃ) বলেন, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম নসীহত করিতেছিলেন, এমন সময় দুই ব্যক্তি তাহার নিকট দিয়া যাইতেছিল। তিনি তাহাদিগকে বলিলেন, বসিয়া পড়। তোমরা উভয়েই অতি উত্তম কাজের উদ্দেশ্যে আসিয়াছ। অতঃপর যখন রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম (মজলিস শেষ করিয়া) উঠিলেন এবং সাহাবীগণ চলিয়া গেলেন, তাহারা দুইজন উঠিয়া বলিলেন, ইয়া রাসূলাল্লাহ,আপনি আমাদিগকে একটি কথা বলিয়াছেন যে, বসিয়া পড়, তোমরা অতি উত্তম কাজের উদ্দেশ্যে আসিয়াছ। ইহা কি আমাদের জন্য বিশেষ ভাবে বলিয়াছেন না সাধারণ ভাবে সকলের জন্য? তিনি বলিলেন, যে কোন বান্দা এল্‌ম তলব করে উহা তাহার পূর্ববর্তী গুনাহের কাফফারা হইয়া যায়। (তারগীব)

আবেদের উপর আলেমের ফজীলত

হযরত আবু উমামাহ বাহেলী (রাঃ) বলেন, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের সম্মুখে দুই ব্যক্তি সম্পর্কে আলোচনা হইল। তন্মধ্যে একজন আবেদ ও অপর জন আলেম। রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলিলেন, আলেমের ফজিলত আবেদের উপর এইরূপ যেরূপ আমার ফজিলত তোমাদের সর্বনিম্ন ব্যক্তির উপর। তারপর বলিলেন, আল্লাহ তায়ালা ও তাঁহার ফেরেশতাগণ এবং সকল আসমানবাসী এমন কি গর্তের ভিতর পিপিলিকা ও মাছ পর্যন্ত সেই ব্যক্তির জন্য রহমতের দোয়া করিতে থাকে যে লোকদিগকে ভাল কথা শিক্ষা দেয়।

অপর এক রেওয়ায়াতে দুই ব্যক্তির উল্লেখ ব্যতীত বর্ণিত হইয়াছে যে, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলিয়াছেন, আলেমের ফজিলত আবেদের উপর এইরূপ যেরূপ আমার ফজিলত তোমাদের সর্বনিম্ন ব্যক্তির উপর। অতঃপর এই আয়াত তেলাওয়াত করিলেন—

اِنَّمَا يَخْشَى اللّٰهَ مِنْ عِبَادِهِ الْعُلَمٰٓؤُا

www.BANGLAKITAB.com

অর্থ ঃ আল্লাহকে একমাত্র তাঁহার বান্দাগণের মধ্য হইতে আলেমগণই ভয় করেন।

হাসান (রহঃ) হইতে বর্ণিত হইয়াছে যে, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামকে বনী ইসরাঈলের দুই ব্যক্তি সম্পর্কে জিজ্ঞাসা করা হইল। তন্মধ্যে একজন আলেম ছিল। সে ফরজ নামায আদায় করিয়াই লোকদিগকে ভাল কথা শিক্ষা দিবার জন্য বসিয়া যাইত। অপর জন সারাদিন রোযা রাখিত ও সারারাত্রি এবাদাত করিত। উহাদের মধ্যে কে উত্তম? রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলিলেন, এই আলেমের ফজিলত যে ফরজ নামায আদায় করিয়া লোকদিগকে ভাল কথা শিক্ষা দিবার জন্য বসিয়া যায় সেই আবেদের উপর যে সারাদিন রোযা রাখে ও সারারাত্রি এবাদত করে এইরূপ যেরূপ আমার ফজিলত তোমাদের মধ্যে সর্বনিম্ন ব্যক্তির উপর। (মেশকাত)

এলম তলবের প্রতি উৎসাহ প্রদান

হযরত ওকবা ইবনে আমের (রাঃ) বলেন, আমরা সুফফাতে বসিয়া ছিলাম। এমতাবস্থায় রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম (ঘর হইতে) বাহির হইয়া বলিলেন, তোমাদের মধ্যে কে ইহা পছন্দ করিবে যে, সে সকালবেলা বুতহান অথবা আকীক বাজারে যাইয়া কোনপ্রকার গুনাহ অথবা আত্মীয়তা ছেদন ব্যতীত দুইটি উঁচু কুঁজ বিশিষ্ট উট লাভ করে? আমরা বলিলাম, ইয়া রাসূলাল্লাহ, আমরা প্রত্যেকেই উহা পছন্দ করিব। তিনি বলিলেন, তোমাদের কেহ কি সকাল বেলা মসজিদে যাইয়া আল্লাহর কিতাব হইতে দুইটি আয়াত শিক্ষা দিতে অথবা পড়িতে পারেনা? ইহা তাহার জন্য দুইটি উট হইতে উত্তম। তিনটি আয়াত তিনটি উট হইতে উত্তম, চারটি আয়াত চারটি উট হইতে উত্তম। (মেশকাত)

তালেবে এলমের বরকতে রিযিক লাভ

হযরত আনাস (রাঃ) বলেন, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের যামানায় দুই ভাই ছিল। একজন কাজকর্ম করিত অপরজন রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের নিকট পড়িয়া থাকিত ও এল্‌ম শিক্ষা করিত। একবার

পেশাজীবি ভাই রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের নিকট অপর ভাইয়ের (নিস্কর্মতার) বিরুদ্ধে নালিশ করিল। তিনি বলিলেন, হয়ত তাঁহার বরকতেই তুমি রিযিক লাভ করিতেছ। (তিরমিযী)

সাহাবা (রাঃ)দের এল্‌ম এর প্রতি উৎসাহ দান

হযরত আলী (রাঃ)এর উৎসাহ দান

আবু তোফায়েল (রহঃ) বলেন, হযরত আলী (রাঃ) বলিতেন, সকল মানুষ অপেক্ষা নবীদের সহিত অধিক নিকটতম সম্পর্ক রক্ষাকারী সেই ব্যক্তি হইবে যে তাহাদের আনিত এল্‌ম সর্বাধিক হাসিল করিবে। তারপর এই আয়াত তেলাওয়াত করিলেন—

إِنَّ أَوْلَى النَّاسِ بِإِبْرَاهِيمَ لَلَّذِينَ اتَّبَعُوهُ وَهَٰذَا النَّبِيُّ

অর্থ ঃ সকল মানুষের মধ্যে ইবরাহীম (আঃ)এর সহিত সর্বাপেক্ষা নিকটতম সম্পর্ক রক্ষাকারী নিশ্চিতরূপে তাহারাই ছিল যাহারা তাহার অনুসরণ করিয়াছিল। আর এই নবী এবং এই মুমিনগণ। অর্থাৎ মুহাম্মাদ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম ও তাঁহার অনুসারীগণ।

তোমরা (অর্থ) পরিবর্তন করিও না। যে আল্লাহ তায়ালার বাধ্য হইয়া চলিবে সে মুহাম্মাদ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম–এর বন্ধু এবং যে আল্লাহ তায়ালার অবাধ্যতা করিবে সে মুহাম্মাদ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম–এর শত্রু, যদিও সে তাঁহার নিকটতম আত্মীয় হয়। (কান্‌য)

কুমাইল ইবনে যিয়াদ (রহঃ) বলেন, হযরত আলী (রাঃ) আমার হাত ধরিয়া আমাকে ময়দানের দিকে লইয়া চলিলেন। যখন ময়দানে পৌঁছিলাম তিনি সেখানে বসিয়া দীর্ঘশ্বাস ফেলিয়া বলিলেন, হে কুমাইল ইবনে যিয়াদ! অন্তরসমূহ পাত্রের মত। উহাদের মধ্যে সর্বোত্তম হইল যে উত্তমরূপে সংরক্ষণ করিয়া রাখিতে পারে। আমি তোমাকে যাহা বলি উহা স্মরণ রাখিবে। মানুষ তিন প্রকার। এক—আলেমে রাব্বানী। দ্বিতীয়—যে বিদ্যা অর্জনকারী নাজাতের

www.BANGLAKITAB.com

পথ অবলম্বন করিয়াছে। তৃতীয়—বেঅকুফ ও নীচ প্রকৃতির লোক। প্রত্যেক আওয়াজের পিছনে তাহারা ধাবিত হয়। প্রত্যেক বাতাসের সহিত ঝুঁকিয়া পড়ে। এল্‌মের নূর হইতে তাহারা আলো গ্রহণ করে না এবং কোন সুদৃঢ় আশ্রয়স্থলে তাহারা আশ্রয় গ্রহণ করে না। এল্‌ম মাল হইতে উত্তম। এল্‌ম তোমার রক্ষণাবেক্ষণ করিবে আর তুমি মালের রক্ষণাবেক্ষণ করিয়া থাক। এল্‌ম আমলের দ্বারা বৃদ্ধি লাভ করে এবং খরচ মালকে কমাইয়া দেয়। আলেমকে মহব্বত করা দ্বীন, যাহার প্রতিদান দেওয়া হইবে। এল্‌ম আলেমকে তাঁহার জীবদ্দশায় (লোকসমাজে) মান্যতা দান করে ও মৃত্যুর পর তাঁহার জন্য প্রশংসার বস্তু হয়। মাল চলিয়া গেলে উহা দ্বারা অর্জিত বস্তুসমূহ (সম্মান ইত্যাদি)ও চলিয়া যায়। ধনপতিগণ মরিয়া গিয়াছে কিন্তু তাঁহারা (অর্থাৎ আলেমগণ) জীবিত আছেন। যে পর্যন্ত সময় চলিবে আলেমগণও অবশিষ্ট থাকিবেন। তাঁহাদের দেহ বিলীন হইয়া যাইবে বটে কিন্তু তাঁহাদের স্মৃতি মানুষের অন্তরে বিদ্যমান থাকিবে। হায়! এইখানে—হাত দ্বারা বুকের দিকে ইঙ্গিত করিয়া—এল্‌ম রহিয়াছে। যদি উহার কোন বাহক পাইতাম! হাঁ, দ্রুত উপলব্ধি করিতে পারে এমন লোক পাই বটে তবে নির্ভরযোগ্য নহে। দ্বীনকে দুনিয়ার উদ্দেশ্যে ব্যবহার করিবে। আল্লাহর দলীলসমূহ দ্বারা তাঁহার কিতাবের উপর এবং তাঁহার নেয়ামতের দ্বারা তাঁহার বান্দাগণের উপর প্রাধান্য লাভ করিতে চাহিবে। অথবা এমন লোক পাই যে আহলে হকদের অনুগত বটে কিন্তু হককে জিন্দাহ করার মত জ্ঞান তাহার নাই। সংশয়ের সম্মুখীন হইতেই তাহার মন সন্দিহান হইয়া যায়। আমি না ইহাকে পছন্দ করি, না উহাকে (অর্থাৎ প্রথমে বর্ণিত ব্যক্তিকে)। অথবা এমন ব্যক্তিকে পাই যে স্বাদ আহলাদে বিভোর,প্রবৃত্তির টানে সে শিথিল হইয়া পড়ে। অথবা এমন লোক পাই যে মাল জমা ও মজুত করিবার পাগল। এই দুইপ্রকারের কেহই দ্বীনের প্রতি দাওয়াত দানকারী নহে। চরিয়া বেড়ানো পশুই ইহাদের সহিত অধিক তুলনীয়। এমনিভাবে এল্‌মের বাহকদের মৃত্যুতে এল্‌মের মৃত্যু ঘটিবে। আল্লাহর পানাহ! অবশ্য আল্লাহর পক্ষে দলীল প্রমাণাদি লইয়া দণ্ডায়মান এমন ব্যক্তি হইতে জমিনের বুক কখনো শূন্য হইবে না। কিন্তু ইহারা সংখ্যায় অতি নগণ্য হইবে। আল্লাহর নিকট ইহারা অধিক মর্যাদাশীল হইবে। ইহাদের

দ্বারাই আল্লাহ তায়ালা তাঁহার প্রমাণাদির উপর আরোপিত সকল অভিযোগ দূর করিবেন। অবশেষে তাহারা তাহাদেরই মত অপর লোকদের নিকট সেই সকল দলীল প্রমাণাদি পৌঁছাইয়া দিবেন ও তাহাদের অন্তরে উহার বীজ বপন করিয়া দিবেন। উহাদের দ্বারা এল্‌ম প্রকৃতরূপে প্রতিষ্ঠিত হইবে। বিলাস প্রিয়রা যাহাকে কঠিন মনে করে তাহাদের নিকট উহা সহজ মনে হইবে। মুর্খরা যাহাকে ভয় পায় উহার দ্বারা তাহারা সান্ত্বনা লাভ করিবে। তাহারা শারীরিক ভাবে দুনিয়ায় বসবাস করে, কিন্তু তাহাদের রূহ ঊর্ধজগতের সহিত সম্পর্কিত থাকে। উহারাই দুনিয়াতে আল্লাহর খলীফা, দ্বীনের আহ্বায়ক। হায়, হায়, তাহাদিগকে দেখিবার জন্য কি আগ্রহ! আমি আমার ও তোমার জন্য আল্লাহর নিকট ইস্তেগফার করিতেছি। এখন ইচ্ছা করিলে তুমি চলিয়া যাইতে পার। (কান্‌য)

হযরত মুআয (রাঃ)এর উৎসাহ দান

হযরত মুআয ইবনে জাবাল (রাঃ) বলিয়াছেন, তোমরা এল্‌ম শিক্ষা কর। কারণ আল্লাহ তায়ালার (রেযামন্দির) জন্য এল্‌ম শিক্ষা করা খাশইয়াত অর্থাৎ (মনে) ভক্তিজনিত ভয় সৃষ্টি করে। এল্‌ম তলব করা এবাদত। উহার আলোচনা তাসবীহ। উহার অনুসন্ধান জেহাদ। যে জানে না তাহাকে শিক্ষা দেওয়া সদকা। যোগ্য লোকদের জন্য উহা ব্যয় করা নৈকট্যলাভের উপায়। কারণ, এল্‌ম হালাল ও হারাম চিনিবার উপায়। জান্নাতীদের জন্য আলোক স্তম্ভ। একাকিত্বের সময় সান্ত্বনা দানকারী। সফরের সাথী। নির্জনে কথা বলার সঙ্গী আর সুখে-দুঃখে পথপ্রদর্শক। শত্রুর বিরুদ্ধে অস্ত্র। বন্ধুমহলের শোভা। বহু জাতিকে আল্লাহ তায়ালা উহা দ্বারা উঁচু করেন। তাহাদিগকে নেতা ও ইমাম বানান। মানুষ তাহাদের পদাঙ্ক অনুসরণ করে। তাহাদের কার্যাবলীর অনুকরণ করে। তাহাদের মতামতের স্মরণাপন্ন হয়। ফেরেশতাগণ তাহাদের সহিত বন্ধুত্বের আগ্রহী হয় ও আপন ডানা তাহাদের শরীরে বুলাইয়া দেয়। প্রত্যেক তাজা ও শুষ্ক জিনিষ, এমনকি সমুদ্রের মাছ, কীট-পতঙ্গ, স্থলের হিংস্র ও নিরীহ পশু—সকলেই তাহার জন্য মাগফেরাত কামনা করে। কারণ, এল্‌ম অর্থ মুর্খতা হইতে অন্তরসমূহের নতুন জীবন লাভ। অন্ধকারে চোখের

WWW.BANGLAKITAB.COM

জ্যোতি। এল্‌ম দ্বারা বান্দা মনোনীত ব্যক্তিদের মনযিলে পৌঁছায় এবং দুনিয়া আখেরাতে সুউচ্চ মর্যাদা লাভ করে। এল্‌ম সম্পর্কে চিন্তা করা রোযার সমতুল্য, এবং উহা শিক্ষা করা ও শিক্ষা দেওয়া তাহাজ্জুদ সমতুল্য। উহা দ্বারাই আত্মীয়তার সম্পর্ক কায়েম হয়,হালাল-হারামের পরিচয় লাভ হয়। উহা আমলের ইমাম, আমল উহার অনুগামী। ভাগ্যবানরাই উহা লাভ করে। অভাগারা উহা হইতে বঞ্চিত হয়। (তারগীব)

ইবনে মাসউদ (রাঃ)এর উৎসাহ দান

হারুন ইবনে রাবাব (রহঃ) বলেন, হযরত ইবনে মাসউদ (রাঃ) বলিতেন, তুমি প্রভাত কর আলেম অবস্থায় অথবা তালেবে এল্‌ম অবস্থায়। এই দুইএর মাঝখানে তুমি প্রভাত করিও না। কারণ উহার মাঝখানে (শুধুই) জাহেল (মুর্খ), অথবা বলিয়াছেন, মুর্খের দল। যে ব্যক্তি প্রত্যুষে এল্‌ম তলব করিবার উদ্দেশ্যে বাহির হয় তাহার এই কাজের প্রতি সন্তুষ্ট হইয়া ফেরেশতাগণ তাহার জন্য আপন ডানা বিছাইয়া দেয়।

অপর এক রেওয়ায়াতে বর্ণিত হইয়াছে যে, হযরত আবদুল্লাহ ইবনে মাসউদ (রাঃ) বলিয়াছেন, তুমি আলেম অথবা তালেবে এল্‌ম অবস্থায় প্রভাত কর। ইহার মাঝখানে নির্বোধ অবস্থায় প্রভাত করিও না।

হযরত ইবনে মাসউদ (রাঃ) বলিয়াছেন, হে লোকসকল! এল্‌ম উঠাইয়া লইবার পূর্বে তোমরা এল্‌ম হাসিল করিয়া লও। উহা উঠাইয়া লইবার অর্থ হইল আলেমগণের (দুনিয়া হইতে) বিদায় হওয়া। তোমরা এল্‌ম হাসিল কর। কারণ তোমরা কেহ জাননা কখন তোমাদের এই এল্‌মের প্রয়োজন হইয়া পড়িবে। এল্‌ম হাসিল কর। অত্যুক্তি ও অতিরঞ্জন হইতে বাঁচিয়া থাক। পুরানোকে আঁকড়াইয়া ধর। কারণ শীঘ্রই একদল লোক পয়দা হইবে তাহারা আল্লাহর কিতাব তেলাওয়াত করিবে ঠিকই কিন্তু উহার (আদেশ নিষেধগুলি)কে পিছনে ফেলিয়া রাখিবে।

আবুল আহওয়াস (রহঃ) বলেন, হযরত আবদুল্লাহ (রাঃ) বলিয়াছেন, মানুষ আলেম হইয়া জন্মগ্রহণ করে না। এল্‌ম শিক্ষার দ্বারাই অর্জিত হয়। অপর এক রেওয়ায়াতে বর্ণিত হইয়াছে যে, তিনি বলিয়াছেন, তুমি আলেম

অথবা তালেবে এল্‌ম হইয়া প্রভাত কর। ইহার মাঝখানে প্রভাত করিও না। যদি ইহা না পার তবে (অন্ততঃপক্ষে) আলেমগণকে ভালবাস। তাহাদিগকে ঘৃণা করিও না।

হযরত আবু দারদা (রাঃ)এর উৎসাহ দান

হাসান (রাঃ) হইতে বর্ণিত হইয়াছে যে, হযরত আবু দারদা (রাঃ) বলিয়াছেন, তুমি আলেম হও অথবা তালেবে এল্‌ম অথবা (উহাদের) অনুরাগী অথবা অনুসারী হও। পঞ্চম ব্যক্তি হইও না। তাহা হইলে তুমি ধ্বংস হইয়া যাইবে। হুমায়েদ (রহঃ) বলেন, আমি হাসান (রহঃ)কে জিজ্ঞাসা করিলাম, পঞ্চম ব্যক্তি কে? তিনি বলিলেন, বেদআতী।

দাহ্‌হাক (রহঃ) বলেন, হযরত আবু দারদা (রাঃ) বলিয়াছেন, হে দামেশ্‌কবাসী, তোমরা দ্বীন হিসাবে (আমার) ভাই। ঘর হিসাবে প্রতিবেশী এবং শত্রুর বিরুদ্ধে সাহায্যকারী। আমাকে ভালবাসিতে কোন্ জিনিস তোমাদিগকে বাধা দিতেছে? আমার ব্যয়ভার তো তোমাদের ভিন্ন অপরের উপর। কি ব্যাপার! আমি দেখিতেছি, তোমাদের আলেমগণ বিদায় হইয়া যাইতেছে কিন্তু তোমাদের জাহেলগণ এল্‌ম হাসিল করিতেছে না। আমি দেখিতেছি, তোমাদের যে সকল বিষয়ের দায়িত্ব আল্লাহ তায়ালা গ্রহণ করিয়াছেন তোমরা উহার প্রতি ঝুঁকিয়া পড়িয়াছ এবং যে সকল বিষয়ে তোমাদিগকে আদেশ করা হইয়াছে উহা ছাড়িয়া দিয়াছ। শোন, নিশ্চয়ই একদল লোক মজবুত ঘর বাড়ী বানাইয়াছে, অনেক সম্পদ জমা করিয়াছে, দীর্ঘ আশা করিয়াছে,কিন্তু তাহাদের ঘরবাড়ী কবরে পরিণত হইয়াছে। তাহাদের সকল আশা ধোঁকায় পরিণত হইয়াছে এবং তাহাদের সকল সম্পদ ধ্বংস হইয়া গিয়াছে। কাজেই এল্‌ম শিক্ষা কর ও শিক্ষা দাও। কারণ আলেম ও তালেবে এল্‌ম উভয়ই সমান পুরস্কার পাইবে। মানুষের মধ্যে এই দুই ব্যক্তি ব্যতীত আর কাহারো জন্য কোন মঙ্গল নাই।

হাস্‌সান (রহঃ) হইতে বর্ণিত হইয়াছে যে, হযরত আবু দারদা (রাঃ) দামেশকবাসীকে বলিলেন, তোমরা কি বছরের পর বছর গমের রুটি দ্বারা উদরপূর্ণ করার উপর সন্তুষ্ট হইয়া গিয়াছ? তোমাদের মজলিসে আল্লাহর যিকির

www.BANGLAKITAB.com

হয় না। তোমাদের আলেমদের কি হইল? তাহারা শেষ হইয়া যাইতেছে কিন্তু তোমাদের মূর্খরা এল্ম শিক্ষা করিতেছে না? তোমাদের আলেমগণ ইচ্ছা করিলে তাহাদের সংখ্যা বৃদ্ধি করিতে পারে। তোমাদের জাহেলরা তালাশ করিলে এল্ম অর্জন করিতে পারে। তোমরা কর্তব্য কর্ম সম্পাদনের দ্বারা তোমাদের পুরস্কার লাভ কর। সেই যাতে পাকের কসম, যাহার কুদরতী হাতে আমার প্রাণ। কোন জাতি ততদিন পর্যন্ত ধ্বংস হয় নাই যতদিন না তাহারা খাহেশের তাবেদারী ও নিজেদেরকে পবিত্র বলিয়া দাবী করিয়াছে।

অপর এক রেওয়ায়াতে বর্ণিত হইয়াছে যে, হযরত আবু দারদা (রাঃ) বলিয়াছেন, তোমরা এল্ম উঠাইয়া লইবার পূর্বে উহা অর্জন কর। নিশ্চয়ই আলেমদের চলিয়া যাওয়ার দ্বারাই এল্ম উঠিয়া যাইবে। নিশ্চয়ই আলেম ও তালেবে এল্ম সমান আজর পাইবে। মানুষ দুই প্রকার—আলেম অথবা তালেবে এল্ম। এই দুইয়ের মধ্যবর্তী ব্যক্তির মধ্যে কোন মঙ্গল নাই।

আবদুর রহমান ইবনে মাসউদ ফাযারী (রহঃ) বলেন, হযরত আবু দারদা (রাঃ) বলিয়াছেন, যে কেহ প্রত্যুষে এল্ম শিখিবার অথবা শিখাইবার উদ্দেশ্যে মসজিদে যায় তাহার জন্য সেই মুজাহিদের সাওয়াব লেখা হয় যে গনীমত লাভ না করিয়া ফিরে না।

ইবনে আবি হুযাইল (রহঃ) বলেন, হযরত আবু দারদা (রাঃ) বলিয়াছেন, যে ব্যক্তি সকাল-সন্ধ্যা এল্মের উদ্দেশ্যে বাহির হওয়াকে জেহাদ মনে করে না সে কম আকল ও নির্বোধ। তিনি আরও বলিয়াছেন, এল্ম শিক্ষার দ্বারাই অর্জিত হয়।

অন্যান্য সাহাবা (রাঃ)দের উৎসাহ দান

হযরত আবু যার ও আবু হোরায়রা (রাঃ) বলিয়াছেন, কেহ এল্মের একটি অধ্যায় শিক্ষা করে উহা আমার নিকট এক হাজার রাকাত নফল পড়া অপেক্ষা অধিক প্রিয়। তাঁহারা আরও বলিয়াছেন যে, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলিয়াছেন, এল্ম হাসিল করার অবস্থায় যদি কোন তালেবে এল্মের মৃত্যু হয় তবে সে শহীদ। (তারগীব)

অপর এক রেওয়ায়াতে বর্ণিত হইয়াছে যে, এল্মের কোন অধ্যায় শিক্ষা করা, উহার উপর আমল হউক বা না হউক আমাদের নিকট একশত রাকাত নফল পড়া হইতে অধিক প্রিয়।

আলী আযদী (রহঃ) বলেন, আমি হযরত ইবনে আব্বাস (রাঃ)কে জেহাদ সম্পর্কে জিজ্ঞাসা করিলাম। তিনি বলিলেন, আমি তোমাকে তোমার জন্য জেহাদ হইতে উত্তম জিনিসের কথা বলিব কি? তুমি মসজিদে যাইয়া কুরআন ও দ্বীনের মাসআলা-মাসায়েল শিক্ষা দাও। অথবা বলিয়াছেন, সুন্নাত শিক্ষা দাও। অন্য রেওয়ায়াতে বর্ণিত হইয়াছে যে, আমি হযরত ইবনে আব্বাস (রাঃ)কে জেহাদ সম্পর্কে জিজ্ঞাসা করিলাম। তিনি বলিলেন, আমি তোমাকে তোমার জন্য জেহাদ হইতে উত্তম জিনিস বলিয়া দিব কি? তুমি একটি মসজিদ তৈয়ার কর এবং তথায় কুরআন, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের সুন্নাত এবং দ্বীনের মাসআলা শিক্ষা দাও। তিনি আরও বলিয়াছেন, এল্ম শিক্ষা দানকারীর জন্য সকল জিনিস, এমনকি সমুদ্রের মাছ পর্যন্ত মাগফেরাত কামনা করে।

যির ইবনে হুবায়েশ (রহঃ) বলেন, আমি সকাল বেলা হযরত সফওয়ান ইবনে আস্সাল মুরাদী (রাঃ)এর নিকট গেলাম। তিনি বলিলেন, হে যির, সকাল বেলা কেন আসিয়াছ? আমি বলিলাম, এল্ম হাসিল করিবার উদ্দেশ্যে। তিনি বলিলেন, তুমি আলেম অথবা তালেবে এল্মের হালতে প্রভাত কর। এই দুইয়ের মধ্যবর্তী কোন অবস্থায় প্রভাত করিও না। অপর এক রেওয়ায়াতে বর্ণিত হইয়াছে যে, হযরত সফওয়ান (রাঃ) বলিয়াছেন, যে ব্যক্তি এল্ম তলবের উদ্দেশ্যে ঘর হইতে বাহির হয় ফেরেশতাগণ তালেবে এল্ম ও আলেমের জন্য নিজেদের ডানা বিছাইয়া দেয়। (তাবরানী)

এল্মের প্রতি সাহাবা (রাঃ)দের আগ্রহ

মৃত্যুকালে হযরত মুআয (রাঃ)এর উক্তি

হযরত মুআয ইবনে জাবাল (রাঃ) ইন্তেকালের সময় নিকটবর্তী হইলে বলিলেন, দেখ, সকাল হইয়াছে কি? বলা হইল, না সকাল হয় নাই। অতঃপর আবার বলিলেন, দেখ, সকাল হইয়াছে কি? বলা হইল সকাল হয় নাই।

www.BANGLAKITAB.com

এমতাবস্থায় পরে তাহাকে বলা হইল সকাল হইয়াছে। তিনি বলিলেন, এমন রাত্রি হইতে আল্লাহর পানাহ যাহার সকাল জাহান্নামের দিকে লইয়া যায়। মৃত্যুকে মারহাবা, মারহাবা। অনেক দিনের অদেখা মেহমান। প্রিয়জন অভাবের সময় আসিয়াছে। আয় আল্লাহ, আমি তোমাকে ভয় করিতাম কিন্তু আজ তোমার নিকট আশা করিতেছি। আয় আল্লাহ, তুমি জান, নহর খনন ও বৃক্ষ রোপনের উদ্দেশ্যে দুনিয়া ও উহার দীর্ঘজীবনকে ভালবাসি নাই। আমি তো উত্তপ্ত দুপুরের পিপাসা ও দ্বীনের খাতিরে কষ্ট সহ্য করার জন্য এবং যিকির (অর্থাৎ এল্ম)এর হালকায় আলেমদের নিকট জমিয়া বসিবার জন্য দীর্ঘজীবন কামনা করিয়াছি। (আবু নুআঈম)

হযরত আবু দারদা (রাঃ)এর এলমের প্রতি আগ্রহ

হযরত আবু দারদা (রাঃ) বলিয়াছেন, যদি তিনটি জিনিস না হইত তবে আমি দুনিয়ায় না থাকাটাই অধিক পছন্দ করিতাম। বর্ণনাকারী বলেন, আমি জিজ্ঞাসা করিলাম, সেই তিন জিনিস কি? তিনি বলিলেন, আখেরাতের সম্বল হিসাবে দিবা–রাত্র আমার সৃষ্টিকর্তার উদ্দেশ্যে সেজদায় পড়িয়া থাকা, উত্তপ্ত দ্বিপ্রহরের পিপাসা সহ্য করা ও এমন লোকদের সহিত বসা যাহারা (ভাল) কথাকে এমন ভাবে বাছিয়া লয় যেমন ফল বাছিয়া লওয়া হয়। (আবু নুআঈম)

হযরত ইবনে আব্বাস (রাঃ)এর আগ্রহ

হযরত ইবনে আব্বাস (রাঃ) বলেন, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের ইন্তেকালের পর আমি একজন আনসারীকে বলিলাম, চল, সাহাবা (রাঃ)দের জিজ্ঞাসা করিয়া এল্ম হাসিল করি। বর্তমানে তাহাদের অনেকে জীবিত আছেন। সে বলিল, হে ইবনে আব্বাস, কেমন আজব লোক তুমি! তোমার কি এই ধারণা হইতেছে যে, এতজন সাহাবা (রাঃ) বাঁচিয়া থাকিতে লোকজন তোমার মুখাপেক্ষী হইবে? হযরত ইবনে আব্বাস (রাঃ) বলেন, আমি তাহাকে পরিত্যাগ করিয়া নিজেই সাহাবা (রাঃ)দের নিকট যাইয়া জিজ্ঞাসা করিতে আরম্ভ করিলাম। আমি যদি কাহারো সম্পর্কে জানিতাম

যে, তাহার নিকট কোন হাদীস আছে তবে তাহার দ্বারে উপস্থিত হইতাম। যদি দেখিতাম তিনি দ্বিপ্রহরে তাঁহার ঘরে আরাম করিতেছেন, তবে তাঁহার দ্বারপ্রান্তে নিজের চাদর বিছাইয়া শুইয়া থাকিতাম। বাতাসে ধুলাবালি উড়িয়া আমার গায়ে পড়িত। অতঃপর যখন তিনি বাহির হইয়া আমাকে দেখিতে পাইতেন তখন বলিতেন, হে রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের চাচার বেটা, আপনি আসিয়াছেন? আপনি আমাকে কেন সংবাদ দিলেন না? আমিই আপনার খেদমতে উপস্থিত হইতাম। আমি বলিতাম, না, আমিই আপনার নিকট উপস্থিত হইবার অধিক উপযুক্ত। তারপর আমি তাঁহাকে হাদীস জিজ্ঞাসা করিতাম। সেই আনসারী বহুদিন বাঁচিয়া ছিল। এমন সময় আসিল যখন সে দেখিল যে, আমার চারিপার্শ্বে বহুলোকের ভিড়, তাহারা আমার নিকট জিজ্ঞাসা করিতেছে। তখন সে বলিল, এই যুবক আমার অপেক্ষা অধিক বুদ্ধিমান ছিল। (হাকেম)

অপর এক রেওয়ায়াতে বর্ণিত হইয়াছে যে, হযরত ইবনে আব্বাস (রাঃ) বলেন, যখন মাদায়েন বিজয় হইল তখন সকলেই দুনিয়ার প্রতি ঝুঁকিয়া পড়িল আর আমি হযরত ওমর (রাঃ)এর প্রতি ঝুঁকিয়া পড়িলাম। এইজন্যই তাঁহার বেশীর ভাগ হাদীস হযরত ওমর (রাঃ) হইতে বর্ণিত হইয়াছে। (বায্যার)

হযরত আবু হোরায়রা (রাঃ)এর আগ্রহ

হযরত আবু হোরায়রা (রাঃ) বলেন, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম আমাকে বলিলেন, তুমি তো তোমার সঙ্গীদের মত আমার নিকট এই সকল গণীমতের অংশ চাহিতেছ না? আমি বলিলাম, আপনার নিকট আমি ইহাই চাহি যে, আপনি আমাকে ঐ জিনিস শিক্ষা দেন যাহা আল্লাহ তায়ালা আপনাকে শিক্ষা দিয়াছেন। হযরত আবু হোরায়রা (রাঃ) বলেন, আমি আমার পিঠের উপর হইতে কম্বলখানা টানিয়া আমার ও তাহার মাঝে বিছাইয়া দিলাম। আমি যেন এখনও দেখিতেছি যে, সেই কম্বলের উপর উকুন হাঁটিতেছে। তিনি আমাকে হাদীস শুনাইলেন। যখন আমি তাহার সম্পূর্ণ হাদীস আয়ত্ত করিয়া লইলাম। তখন তিনি বলিলেন, ইহাকে গুটাইয়া নিজের শরীরে জড়াইয়া লও। তারপর কোন হাদীসের একটি

www.BANGLAKITAB.com

হরফও আমার ভুল হয় নাই। (আবু নুআঈম)

হযরত আবু হোরায়রা (রাঃ) বলেন, লোকেরা বলে আবু হোরায়রা বেশী হাদীস বর্ণনা করেন। আল্লাহ সাক্ষী! তাহারা বলে, মুহাজির ও আনসারগণ কেন তাঁহার মত এত হাদীস বর্ণনা করেন না? আসল ব্যাপার এই যে, আমার মুহাজির ভাইগণকে তাঁহাদের বাজারি কায়-কারবার ব্যস্ত রাখিত। আর আমার আনসারী ভাইগণকে তাঁহাদের ক্ষেত খামারের কাজ ব্যস্ত রাখিত। আমি নিঃসম্বল ব্যক্তি ছিলাম,(কোন রকম) পেট চলার উপর রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের দরবারে পড়িয়া থাকিতাম। সুতরাং তাহারা যখন অনুপস্থিত থাকিত আমি তখন উপস্থিত থাকিতাম। তাহারা যাহা ভুলিয়া যাইত আমি তাহা স্মরণ রাখিতাম। একদিন রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলিলেন, তোমাদের যে কেহ আমার অদ্যকার কথা পূর্ণ হওয়া পর্যন্ত নিজের কাপড় বিছাইয়া রাখিবে এবং পরে উহা নিজের বুকে জড়াইয়া লইবে সে কখনও আমার এই কথাগুলির একটিও ভুলিবে না। তখন আমি আমার কম্বলখানা যাহা ব্যতীত আমার গায়ে আর কোন কাপড় ছিল না বিছাইয়া দিলাম। যখন তাঁহার কথা শেষ হইল আমি উহা নিজের বুকে জড়াইয়া লইলাম। সেই যাতে পাকের কসম যিনি তাঁহাকে হক দিয়া প্রেরণ করিয়াছেন। আমি আজ পর্যন্ত তাঁহার সেই কথা হইতে একটুও ভুলি নাই। খোদার কসম, যদি আল্লাহর কিতাবে দুইটি আয়াত না থাকিত তবে আমি কখনও কোন হাদীস তোমাদের নিকট বর্ণনা করিতাম না। আয়াত দুইটি এই—

اِنَّ الَّذِيْنَ يَكْتُمُوْنَ مَاۤ اَنْزَلْنَا مِنَ الْبَيِّنٰتِ وَالْهُدٰى …… الرحيم

অর্থ ঃ নিশ্চয়, যাহারা গোপন করে আমার অবতারিত বিষয়গুলিকে,যাহা উজ্জ্বল ও সুপথ প্রদর্শনকারী, আমি ঐগুলিকে সর্বসাধারণের জন্য কিতাবে প্রকাশ করিয়া দিবার পর, ইহাদিগকে লা'নত করেন আল্লাহও, আর লা'নতকারীগণও তাহাদিগকে লা'নত করেন। কিন্তু যাহারা তওবা করে এবং সংশোধন করিয়া নেয়,আর ব্যক্ত করিয়া দেয় তবে ইহাদের প্রতি আমি দৃষ্টি করি। আর আমি তো তওবা কবুল করায় এবং অনুগ্রহ করায় খুবই অভ্যস্ত।

ইমাম বোখারী (রহঃ) ও হযরত আবু হোরায়রা (রাঃ)হইতে অনুরূপ রেওয়ায়াত বর্ণনা করিয়াছেন যে, তিনি বলিয়াছেন, লোকেরা বলে, আবু হোরায়রা অনেক হাদীস বর্ণনা করেন। আসল ব্যাপার এই যে, আমি পেট চলে এই পরিমাণ খানা খাইয়া রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের দরবারে পড়িয়া থাকিতাম। আমি তখন খামীর করা রুটি খাইতাম না, রেশম পরিতাম না, আমার কোন খাদেম, খাদেমা ছিল না। আমি ক্ষুধার জ্বালায় পেটে পাথর বাঁধিতাম। আমার অবস্থা এমন ছিল যে, কাহাকেও কোন আয়াত এই উদ্দেশ্যে জিজ্ঞাসা করিতাম যে, সে হয়ত অবস্থা উপলব্ধি করিয়া বাড়িতে লইয়া যাইবে এবং খানা খাওয়াইবে। মিসকীনদের জন্য জাফর ইবনে আবু তালিব (রাঃ) সর্বোত্তম ব্যক্তি ছিলেন। তিনি আমাদিগকে বাড়ী লইয়া যাইতেন এবং যাহাই ঘরে থাকিত খাওয়াইতেন। এমন কি ঘরে কিছু না থাকিলে ঘি-এর শূন্য চামড়ার পাত্র আমাদিগকে বাহির করিয়া দিয়া দিতেন। আমরা উহা ছিঁড়িয়া চাটিয়া লইতাম। (তারগীব)

এল্‌মের প্রকৃত অর্থ এবং সার্বিকভাবে 'এল্‌ম' শব্দ কিসের উপর প্রযোজ্য

রাসূলুল্লাহ (সাঃ)এর হাদীস

হযরত আবু মূসা (রাঃ) বলেন, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলিয়াছেন,আল্লাহ তায়ালা আমাকে যে হেদায়াত ও এল্‌ম দিয়া প্রেরণ করিয়াছেন উহার উদাহরণ হইতেছে মুষলধারা বৃষ্টির ন্যায় যাহা কোন ভূখণ্ডে বর্ষিত হইয়াছে। সেই ভূখণ্ডের এক অংশ ছিল উৎকৃষ্ট যাহা বৃষ্টিকে গ্রহণ করিয়াছে, ফলে প্রচুর উদ্ভিদ ও তৃণরাশি জন্মাইয়াছে। আর অপর অংশ ছিল অনুর্বর ও কঠিন যাহা পানি (শোষণ করে নাই বরং) জমা করিয়া রাখিয়াছে। যদ্দ্বারা আল্লাহ তায়ালা মানুষের উপকার সাধন করিয়াছেন। লোকে উহা পান করিয়াছে, পান করাইয়াছে এবং তদ্দ্বারা ক্ষেত-কৃষি করিয়াছে। আর কতক বৃষ্টি ভূমির এমন অংশে পড়িয়াছে যাহা সমতল। পানি জমা করিয়া রাখে না অথবা (শোষণ করিয়া) ঘাসপাতাও জন্মায় না। ইহা সেই ব্যক্তির উদাহরণ যে আল্লাহর দ্বীন সম্পর্কে জ্ঞান লাভ করিয়াছে এবং আল্লাহ

www.BANGLAKITAB.com

পাক আমাকে যাহা দিয়া পাঠাইয়াছেন উহা তাহার উপকার সাধন করিয়াছে—সে উহা শিক্ষা করিয়াছে ও শিক্ষা দিয়াছে, এবং সেই ব্যক্তির দৃষ্টান্ত যে উহার প্রতি ভ্রূক্ষেপও করে নাই, এবং আল্লাহর যে হেদায়াতের সহিত আমি প্রেরিত হইয়াছি তাহা কবুল করে নাই। (বুখারী ও মুসলিম)

হযরত আবদুল্লাহ ইবনে মাসউদ (রাঃ) হইতে বর্ণিত হইয়াছে যে, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলিয়াছেন, আল্লাহ তায়ালা আমার পূর্বে এমন কোন নবী প্রেরণ করেন নাই যাঁহার উম্মতের মধ্যে তাঁহার কোন হাওয়ারী অর্থাৎ— সাহায্যকারী ও সাহাবী দল ছিলেন না, যাহারা তাঁহার সুন্নাতকে মজবুত করিয়া ধরিতেন ও তাঁহার আদেশ অনুযায়ী চলিতেন। অতঃপর এমন লোক তাহাদের স্থলাভিষিক্ত হইত যাহারা অন্যদেরকে এমন কথা বলিত যাহা তাহারা নিজেরা করিত না, আর এমন কাজ করিত যাহা করার আদেশ তাহাদিগকে (তাহাদের শরীয়তে) দেওয়া হয় নাই। এইরূপ লোকদের বিরুদ্ধে যে ব্যক্তি হাত দ্বারা জেহাদ করিবে সে মুমিন, যে নিজ জিহ্বা দ্বারা জেহাদ করিবে সেও মুমিন, যে স্বীয় অন্তর দ্বারা জেহাদ করিবে সেও মুমিন। ইহার পর আর এক সরিষা দানা পরিমাণও ঈমান নাই। (মেশকাত)

হযরত আবদুল্লাহ ইবনে আমর (রাঃ) হইতে বর্ণিত হইয়াছে যে, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলিয়াছেন, এল্ম তিন প্রকারের (অর্থাৎ তিনটি বিষয়ের এল্মই প্রকৃত এল্ম)। আয়াতে মুহকামা (অর্থাৎ কুরআন পাক)এর এল্ম, সুন্নাতে কায়েমা (অর্থাৎ রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের বিশুদ্ধ ও প্রতিষ্ঠিত সুন্নাত)এর এল্ম এবং ফরীজায়ে আদেলা (অর্থাৎ এজমা ও কেয়াস দ্বারা প্রমাণিত শরীয়তের হুকুম)এর এল্ম। ইহা ব্যতীত যাহা, তাহা অতিরিক্ত নফল ও ফজিলতের বস্তু।

হযরত আমর ইবনে আওফ (রাঃ) হইতে বর্ণিত হইয়াছে যে, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলিয়াছেন, আমি তোমাদের মধ্যে দুই জিনিস রাখিয়া গেলাম। যতদিন তোমরা উহাকে দৃঢ়রূপে ধরিয়া রাখিবে, গোমরাহ হইবে না। আল্লাহর কিতাব ও তাঁহার নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের সুন্নাত।

হযরত আবু হোরায়রা (রাঃ) বলেন, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি

ওয়াসাল্লাম মসজিদে প্রবেশ করিয়া দেখিলেন, একজন লোককে কেন্দ্র করিয়া অনেক লোক ভীড় করিয়া আছে। তিনি জিজ্ঞাসা করিলেন, কি হইতেছে? তাঁহারা বলিলেন, ইয়া রাসূলাল্লাহ্, এই লোকটি আল্লামা! তিনি বলিলেন, আল্লামার কি অর্থ? তাঁহারা বলিলেন, লোকটি আরবদের বংশ পরিচয় সম্পর্কে সকল মানুষ অপেক্ষা অধিক জ্ঞান রাখে, আরবী ভাষা ও আরবী কাব্য সম্পর্কেও অধিক জ্ঞান রাখে, আরবদের মতবিরোধ সম্পর্কেও অধিক জ্ঞানী। রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলিলেন, 'ইহা এমন এল্ম (জ্ঞান) যাহা কোন উপকার করেনা এবং এই সকল বিষয়ে অজ্ঞতাও কোন ক্ষতি করে না।'

হযরত ইবনে ওমর ও ইবনে আব্বাস (রাঃ)এর উক্তি

হযরত আবদুল্লাহ ইবনে ওমর (রাঃ) বলেন, এল্ম হইতেছে তিনটি বিষয়, কিতাবে নাতেক (অর্থাৎ কুরআন পাক)এর এল্ম, সেই সকল সুন্নাতের এল্ম যাহার উপর আমল করিয়া রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম ইন্তেকাল করিয়াছেন, এবং 'আমি জানি না।'

হযরত আবদুল্লাহ ইবনে আব্বাস (রাঃ) বলেন, আল্লাহর কিতাব ও সুন্নাতে রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের নামই এল্ম। ইহা ব্যতীত যে নিজের মনমত কিছু বলিয়াছে আমি জানি না উহা সে তাহার নেক আমলের মধ্যে (লিপিবদ্ধ) পাইবে কি বদ আমলের মধ্যে পাইবে।

মুজাহিদ (রহঃ) বলেন, আমরা হযরত ইবনে আব্বাস (রাঃ)এর সহচরবৃন্দ আতা, তাউস ও ইকরামা একত্রে বসিয়া ছিলাম। হযরত ইবনে আব্বাস (রাঃ) দাঁড়াইয়া নামায পড়িতেছিলেন। এমন সময় এক ব্যক্তি আসিয়া জিজ্ঞাসা করিল, এখানে কোন মুফতী আছে কি? আমি বলিলাম, বল, কি বলিবে? সে বলিল, আমি যখন পেশাব করি উহার সহিত বীর্য বাহির হয়। আমরা জিজ্ঞাসা করিলাম, যে জিনিসের দ্বারা সন্তান হয় উহার কথা বলিতেছ? সে বলিল, হাঁ। আমরা বলিলাম, তোমাকে গোসল করিতে হইবে। সে ইন্না লিল্লাহ পড়িতে পড়িতে চলিয়া যাইতে লাগিল। হযরত ইবনে আব্বাস (রাঃ) তাড়াতাড়ি নামায শেষ করিয়া সালাম ফিরাইলেন এবং বলিলেন, হে ইকরামা!

www.BANGLAKITAB.com